দি ওডেসি

হোমার

বাংলাবুক পরিবেশিত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দি ওডেসি

হোমার

বাংলাবুক পরিবেশিত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

লেখক-পরিচিতি

ইওরোপের দক্ষিণে ছোট্ট একটা দেশ। তার নাম গ্রীস। এই দেশে যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার প্রায় হাজার বছর আগে একজন কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম হোমার।

জগৎ-জোড়া তাঁর নাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। এই অন্ধ অবস্থাতেই তিনি দু'খানি মহাকাব্য রচনা করে গেছেন।

এই দু'খানি মহাকাব্যের নাম 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'।

হোমার জন্মাবার আগেই গ্রীসদেশের সঙ্গে ট্রয় নগরীর এক বিরাট যুদ্ধ হয়।

বহুদিন ধরে সেই যুদ্ধ চলে।

সেই যুদ্ধের কাহিনী হোমারের সময়ে লোকের মুখে মুখে ফিরত।

মহাকবি হোমার সেই কাহিনী অপূর্ব ছন্দে গেঁথে দুটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করলেন। এই দুটি কাব্যগ্রন্থই ইলিয়াড ও ওডিসি। এত বড় কবি, কিন্তু জীবন তাঁর কি দুঃখেই না কেটেছিল। একে অন্ধ, তার উপর অতি দরিদ্র। বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে জরায় শীর্ণ হয়ে, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটত! কোনদিন আহার জুটত, কোনদিন জুটত না। কিন্তু তবুও কবির কণ্ঠ নীরব হয়নি। কাব্য রচনা করে চলেছিলেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে জগৎবাসীকে যে দুটি কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়ে গেছেন, তা সাহিত্যে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সূচনা

আজ থেকে চার-পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা।

তখন পৃথিবীতে যে দু-চারটে সভ্য দেশ ছিল তাদের মধ্যে গ্রীস ছিল সবচেয়ে উন্নত।

ছোট বড়ো কয়েকটা রাজ্য নিয়ে ভূমধ্যসাগরের উত্তর পাড়ে গড়ে উঠেছিল ইওরোপীয় সভ্যতার আদি জন্মভূমি এই গ্রীসদেশ।

এমনি একটা বড়ো রাজ্য ছিল স্পার্টা।

স্পার্টার রাজা অ্যাগামেম্‌নন ছিলেন খুব মস্ত বড় বীর। তাঁর ভাই মেনিলাউসও বীরত্বে কিছু কম ছিলেন না।

কিন্তু তাহলে কি হয়! স্পার্টার জীবনে সহসা এক মহা দুর্দিন ঘনিয়ে এলো।

সমুদ্রের পরপারে আর একটা সভ্য দেশ ছিল, তার নাম ট্রয়। এ-দেশের রাজার নাম ছিল প্রায়াম।

প্রায়ামের এক ছেলের নাম প্যারিস।

প্যারিস একবার জাহাজে করে স্পার্টায় বেড়াতে এসে স্পার্টার রাজার অতিথি হলেন।

গ্রীকেরা ছিল বড়ই অতিথিবৎসল। তাই রাজপ্রাসাদে দিনগুলো তাঁর ভালই কাটছিল।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে মেনিলাউসের স্ত্রী হেলেনের নিবিড় আলাপ হয়ে যাওয়াতে মহা গণ্ডগোলের সূত্রপাত হলো।

গ্রীস দেশে সে-সময় হেলেনের চেয়ে সুন্দরী আর কেউ ছিল না।

এহেন একটা স্ত্রীরত্ন ছেড়ে দিয়ে একা ঘরে ফিরে যেতে প্যারিসের মন উঠল না। তাই তিনি সুযোগ বুঝে একদা হেলেনকে চুরি করে নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের দেশ ট্রয় শহরে।

গ্রীকেরা এত বড়ো অপমান সহ্য করতে পারল না। সারা গ্রীসে যেন আগুন জ্বলে উঠল! চারদিকে সাজ সাজ রব উঠল। গ্রীকবীরেরা হেলেনকে উদ্ধার করে আনবার জন্যে রণসজ্জায় সজ্জিত হলেন। গ্রীসের প্রায় সব রাজাই এ যুদ্ধে যোগ দিলেন।

বড়ো বড়ো যুদ্ধজাহাজ সমুদ্রে ভাসল। রাজা অ্যাগামেম্ননের নেতৃত্বে হাজার হাজার গ্রীক ট্রয় দখল করতে চলল। হেলেনের স্বামী মেনিলাউসও গেলেন। তাছাড়া জ্ঞানী নেস্টর, বীর ওডিসিউস আর অন্যান্য সাহসী যুবকরাও এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবার জন্য জাহাজে করে ট্রয় শহরে পাড়ি দিলেন।

সে এক বিরাট ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হোল।

ন' বছর ধরে গ্রীকেরা ট্রয় শহর অবরোধ করে রাখল। তারপরে একদিন ট্রয়ের পতন হোল এবং হেলেনকে উদ্ধার করে তাঁরা দেশে ফিরলেন।

কিন্তু ওডিসিউসের পক্ষে ফেরার পথের যাত্রা শুভ হোল না।

ওডিসি হচ্ছে সেই দেশে ফেরার কাহিনী।

* * *

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

গ্রীস দেশের একটা ছোট্ট রাজ্য।

নাম তার ইথাকা।

ঐ রাজ্যের রাজা ওডিসিউস আজ দশ বছর হোল ট্রয় দেশে গেছেন যুদ্ধ করতে।

এখন বাড়ি ফিরছেন জাহাজে করে তাঁর অনুচরদের নিয়ে।

কিন্তু পথে উঠল ঝড় আর তুফান।

আকাশ মেঘে মেঘে কালো।

দিনদুপুরেও কুচকুচে অন্ধকার।

ঝড়ের বেগে জাহাজ কোথায় যে ভেসে চলেছে তা অভিজ্ঞ নাবিকেরাও বলতে পারছে না।

পাল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

ন'দিন এমনিভাবে জাহাজগুলো খুশীমত ভেসে চলল।

আরোহীদের প্রতিমুহূর্তেই ভয় কখন জাহাজগুলো ডুবে যাবে।

দশদিনের দিন ওডিসিউস আর তাঁর নাবিকেরা এসে উপস্থিত হলেন এক অদ্ভুত দেশে।

এদেশের লোকেরা লোটাস নামে একরকম মিষ্টি ফল খেয়ে জীবনধারণ করে।

সমুদ্রের জল লোনা বলে তা খাওয়া যায় না। তাই তাঁরা এই দেশেই জলের সন্ধানে নেমে পড়লেন।

ওডিসিউস তাঁর অনুচরদের মধ্যে কয়েকজনকে ডেকে বললেন

BanglaBook.org

—তোমাদের মধ্যে তিনজন দেশের মধ্যে গিয়ে দেখে এসো এখানকার লোকেরা কি রকম ?

লোক তিনজন চলে গেল।

শীঘ্রই তাদের সঙ্গে দেখা হোল সেই দেশের লোকদের। তারা অতিথি-সৎকার করতে এই লোকগুলোকে লোটাস ফল খেতে দিলে।

আঃ কি মিষ্টি ! কি সুস্বাদু !

কিন্তু এক ভারী মজার ব্যাপার ঘটে গেল। ফল খাওয়ার সাথে সাথে ওডিসিউসের লোক তিনজন ভুলে গেল জাহাজে ফেরার কথা, ভুলে গেল তাদের স্বদেশ আর নিজেদের প্রিয়-পরিজন।

লোটাস ফল খেলে শরীরে ও মনে এক প্রকার ঝিমুনি আসত, নড়তে-চড়তেও ইচ্ছে করত না। মনে হোত বেশ ভালই আছি।

অনেকক্ষণ অনুচরেরা ফিরে আসছে না দেখে ওডিসিউস খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

তখন তিনি নিজেই অন্য কয়েকজন অনুচরকে নিয়ে দেশের মধ্যে গিয়ে দেখলেন, তারা পরম সুখে নিদ্রা যাচ্ছে।

ওডিসিউস অনুচরদের ডেকে বললেন—বাড়ি চল।

—বাড়ি ? বাড়ি আমাদের নেই। আমরা অনেক যুদ্ধ করেছি। এখন ক্লান্ত আমরা। আমরা এখান থেকে আর কোথাও যাব না।

ওডিসিউস তখন আদেশ দিলেন—তোমরা আমার লোক। যেতে তোমাদের হবেই।

—না। জবাব দিল তারা।

ওডিসিউস তখন লোকগুলোকে জোর করে জাহাজে ফিরিয়ে আনলেন। আসবার সময় পথে তারা কাঁদতে লাগল। এমন সোনার দেশ ছেড়ে তাদের যেতে হচ্ছে বলে।

কিন্তু তারা যখন জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে আবার সেই দেশের মধ্যে যেতে চেষ্টা করল, তখন শেকল দিয়ে তাদের বেঁধে রাখা হোল।

BanglaBook.org

ওডিসিউস নাবিকদের বললেন—যত জোরে পার, দাঁড় টেনে এ-দেশ থেকে ফিরে চল।

জাহাজ তীব্রগতিতে সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে ভেসে চলল।

এবার জাহাজ এসে পৌঁছল সাইক্লোপদের দেশে।

এ-দেশের লোকেরা বর্বর, অসভ্য।

তারা চাষবাস জানে না। দেশে আপনা থেকে যা জন্মায় তা খেয়েই তারা বেঁচে থাকে।

তাদের কোন আইন-কানুন নেই, তারা সভা-সমিতি করতে জানে না।

তারা বাস করে পাহাড়ের গভীর গুহায়।

এ-দেশের উপকূলভাগের কাছে একটা চমৎকার শস্য-শ্যামল দ্বীপ ছিল।

সবুজ বনে ভরা দ্বীপ। এই বনে ছিল অজস্র ছাগল।

ছাগলগুলো বন্য। মানুষ বা শিকারীর ভয় তাদের ছিল না।

এই দ্বীপে এসে ওডিসিউসের জাহাজ ভিড়ল।

তখন গভীর অন্ধকার রাত। নজর কোনো দিকে চলে না। চারদিকে ঘন কুয়াশা। মেঘে-ঢাকা চাঁদ থেকে আলো আসছে না। সে-সময় জাহাজটা বন্দরের মত একটা জায়গায় গিয়ে হঠাৎ চড়ায় আটকে গেল।

পাল নামিয়ে জাহাজের আরোহীরা তীরে নেমে পড়ল। তারপর যে যেখানে পারল সেখানেই ঘুমোল। জোরে দাঁড় বেয়ে সকলেই তখন বেশ ক্লান্ত।

সকাল হলে আকাশে দেখা দিল রাঙা আলোর রেখা।

দেশটা বড়ই সুন্দর! সবারই মন আনন্দে ভরে উঠল।

সবারই একবার দেশটা দেখার ইচ্ছে।

এমন সময় বন্য ছাগলগুলো দেখা গেল।

জাহাজ থেকে তীর-ধনুক আর বর্শা নিয়ে এসে বেশ কয়েকটা

BanglaBook.org

ছাগল খাবার জন্যে মারা হোল। মোট বারটা জাহাজ ছিল। প্রত্যেক জাহাজের লোকের ভাগে ন'টি করে ছাগল পড়ল।

সারা দিন মাংস রান্না করে সন্ধ্যায় সকলে খাওয়া-দাওয়া শেষ করলে। তীরে বসেই তারা দেখতে পেলে সাইক্লোপদের গ্রাম থেকে ধোঁয়া উড়ছে। সেখানকার লোকজনদের কোলাহল ও ছাগলের চিৎকারও তাদের কানে এল।

সূর্য ডুবে গেল। রাতের অন্ধকার নেমে আসছে।

ওডিসিউস তাঁর অনুচরদের সমুদ্রতীরেই রাত কাটাতে আদেশ করলেন।

ওডিসিউসের নিজস্ব আলাদা একটা জাহাজ ছিল। সেই জাহাজে ফিরে যাবার আগে তিনি তাঁর সমস্ত অনুচরদের জড়ো করে বললেন —বন্ধুগণ, তোমরা এখন এখানে থাক। আমি কাল আমার জাহাজ নিয়ে সাইক্লোপদের সঙ্গে দেখা করে আসব। ওরা কি ধরনের লোক, সভ্য না অসভ্য, তা একবার দেখে আসা দরকার।

পরদিন সমুদ্রের নিকটবর্তী গ্রামের কাছে আসতেই ওডিসিউস একটা বিরাট গুহা দেখতে পেলেন।

এই গুহার মধ্যে ছাগল-ভেড়ার পালের সাথে এক দৈত্য বাস করত।

সে তার ছাগল-ভেড়া নিয়ে একাই থাকত, অন্য কোন প্রতিবেশী দৈত্যের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ ছিল না।

আর সে কী ভীষণ একচোখো দৈত্য।

তাকে দেখলে মনে হোত যেন জঙ্গলে-ভরা কোন পাহাড়।

ওডিসিউস তাঁর লোকজনদের মধ্যে থেকে মাত্র বারজন খুব সাহসী ও শক্তিশালী লোককে বেছে নিয়ে ঐ গুহার দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি সঙ্গে কিছু মদ ও খাদ্য নিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁরা গুহার মুখে পৌঁছলেন।

গুহার মালিক সেই ভীষণ দৈত্য তখন সেখানে ছিল না। কিছুদূরে মাঠে সে তার ছাগল-ভেড়া চরাচ্ছিল।

BanglaBook.org

বারজন অনুচরকে নিয়ে ওডিসিউস গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

চারদিকে দুধ, মাখন আর ছানা ভরতি বড়ো বড়ো পাত্র রয়েছে। ভেড়ার ও ছাগলের বাচ্চাগুলোকেও ভিন্ন ভিন্ন খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে।

ওডিসিউসের অনুচরেরা বললে—প্রভু, আমরা এই সব সম্পদ্ নিয়ে জাহাজে ফিরে যাই। অনেক দিনের রসদ এতে হবে।

ওডিসিউস উত্তর দিলেন—সে তো চুরি করা হবে। আমি একবার গুহার মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই। এসব জিনিস তো অতিথিদের প্রতি উপহার হিসেবে পাওয়া যেতে পারে।

তাই গুহার মধ্যে তাঁদের থাকাই ঠিক হোল।

আগুন জ্বালিয়ে, দুধ মাখন খেয়ে যখন সবাই দৈত্যের ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছে, তখন দেখা গেল দৈত্য পলিফেমাস তার ভেড়ার পাল তাড়াতে তাড়াতে গুহার মধ্যে ঢুকছে। হাতে তার আগুন জ্বালাবার কাঠের বোঝা।

কাঠের বিরাট বোঝাটা পলিফেমাস এত জোরে মাটিতে ফেললে যে ওডিসিউস ও তাঁর লোকজন আতঙ্কে গুহার পেছন দিকে সরে গেলেন।

তারপর দৈত্যটা একটা প্রকাণ্ড পাথর ঠেলে গুহার প্রবেশপথ বন্ধ করে দিলে।

এই পাথরটা এমনই প্রকাণ্ড ছিল যে বড় বড় চার চাকার গাড়ির সাহায্যেও সেটাকে এক চুল নড়ান যায় না।

এ থেকেই বোঝা যায় কি প্রকাণ্ড ছিল সেই পাথরটা!

এবার দৈত্য পলিফেমাস ছাগলগুলোর দুধ দুয়ে বড়ো বড়ো পাত্রে রেখে দিলে।

কাজ শেষ হলে আগুন জ্বেলে ওডিসিউসের দলকে দেখে দৈত্যটা বাজখাঁই গলায় বলে উঠল—তোরা কে? কোত্থেকে তোরা আসছিস্? বাণিজ্য করতে এসেছিস নাকি? না তোরা বোম্বেটে?

BanglaBook.org

সেই মেঘগর্জনের মত কণ্ঠস্বর আর সেই বিরাটকায় চেহারা সকলকেই থরথর করে কাঁপিয়ে তুলল। ওডিসিউস বীর। তিনি অবশ্য সাহস সঞ্চয় করে উত্তর দিলেন—আমরা গ্রীক। ট্রয়ের যুদ্ধে জিতে জাহাজে দেশে ফিরছিলুম, পথে ঝড় ওঠাতে এখানে এসে পড়েছি। আশা করি, আপনি যথোচিত অতিথি সৎকারে কুণ্ঠিত হবেন না। অতিথির অপমান করলে ঈশ্বর তা সহ্য করেন না।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হোল—ওরে বুদ্ধু! আমাকে তুই ঈশ্বরের বাণী শোনাতে এসেছিস? আমরা সাইক্লোপরা তোদের ঈশ্বরের কোন ধার ধারি না। ঈশ্বরের চেয়ে আমরা অনেক শক্তি ধরি। এখন বল্‌তো, তোদের জাহাজটা কোথায় নোঙ্গর করে রেখেছিস্? আমি জাহাজটা দেখতে চাই।

পৃথিবীর নানাদিকের সঙ্গে সমুদ্রপথে যোগাযোগ ওডিসিউসের অনেক দিনের। প্রচুর অভিজ্ঞতা তাঁর। সহজেই বুঝতে পারলেন, তাঁরা সবাই ভীষণ বিপদে পড়েছেন। তাই ছলচাতুরী না করে তাঁর উপায় নেই। উত্তর দিলেন—জাহাজ টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে গেছে ঝড়ে আর তুফানে। আমরা যাহোক করে সাঁতরে জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

দৈত্যটা আর কোন কথা কইলে না।

লাফিয়ে উঠে সে দুজন লোককে ধরে পাথরের মেঝের ওপর তাদের মাথা ঠুকে ফাটিয়ে ফেললে। চারদিকে রক্তের নদী বয়ে গেল।

তারপর সেই নিষ্ঠুর দৈত্যটা লোকদুটোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে তাদের সমস্ত মাংস, মজ্জা, হাড় খেয়ে ফেললে, কিছুই ফেলে রাখলে না।

অন্য সকলের কিছুই করার ছিল না। তারা শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ভয়ংকর বীভৎস দৃশ্য দেখলে আর কাঁদতে লাগল। এই একান্ত অসহায় অবস্থায় তারা সবাই যেন বোবা ও বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল!

BanglaBook.org

মানুষের মাংস এভাবে চিবিয়ে খাবার পর দৈত্য পলিফেমাস ছাগলের যে দুধ দুয়ে রেখেছিল তা পান করে তার ছাগল-ভেড়ার পালের মধ্যে সটান হয়ে শুয়ে পড়ল। শীঘ্রই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ওডিসিউসের একবার ইচ্ছে হোল তাঁর তরবারিটা পলিফেমাসের বুকের মধ্যে আমূল বসিয়ে দেন, কিন্তু পরক্ষণেই দরজার বিরাট পাথর-টার কথা ভেবে নিরস্ত হলেন। তাঁরা সবাই মিলেও সেটা একচুল নড়াতে পারবেন না।

আবার সকাল হোল।

পলিফেমাস আগুন জ্বাললে।

তারপর ভেড়ীগুলোর দুধ দুয়ে আগের মতই দুজন লোককে ধরে পাথরে আছড়ে তাদের মাথা ভেঙে ফেললে।

দুজন লোকের হাড়-মাংস খেয়ে ভেড়ার পাল নিয়ে পাথরটা সরিয়ে দৈত্য গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বেরিয়েই পাথরটা আবার গুহার মুখে চাপা দিতে সে ভুলল না।

ওডিসিউস বসে বসে ভাবতে লাগলেন।

গুহার এককোণে সবুজ অলিভ-কাঠের একতাড়া লাঠি জড়ো করা ছিল। সেগুলোর মধ্যে থেকে বেশ লম্বা দেখে একটা লাঠি বের করে নিয়ে ওডিসিউস তাঁর লোকদের সেটাকে চাঁচতে বললেন।

চাঁচা হয়ে গেলে ওডিসিউস লাঠির একটা দিক্ খুব ছুঁচলো করে ফেললেন।

তারপর আগুন করা হোল। আগুনে লাঠির ছুঁচলো ভাগটা ঢুকিয়ে দিয়ে শক্ত করা হলে সেটাকে এক কোণে ওডিসিউস লুকিয়ে রাখলেন। তারপর তিনি তাঁর অনুচরদের বললেন—আমরা একটা খুব বিপজ্জনক কাজে হাত দিচ্ছি। দৈত্য ঘুমিয়ে পড়লে লাঠির এই ছুঁচলো ভাগ আমরা দৈত্যের চোখে জোরে ঢুকিয়ে দোব। তার চোখ অন্ধ হয়ে গেলে আমাদের আর সে ধরতে পারবে না। তারপর সুযোগ বুঝে আমরা পালিয়ে যাব।

BanglaBook.org

ওডিসিউসকে নিয়ে মোট পাঁচজন লোক এই কাজের জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল।

সন্ধ্যা হোল।

দৈত্যটা নিয়মমত তার জন্তুর পাল নিয়ে গুহার মধ্যে প্রবেশ করল।

আগুন জ্বালা ও দুধ দোয়া হয়ে গেলে সে আরও দুজন লোককে মেরে তার সান্ধ্য-ভোজন সমাধা করলে।

ওডিসিউস এবার সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে এলেন দৈত্যের কাছে। হাতে তাঁর মদের পাত্র।

তিনি বললেন—পলিফেমাস, আমার কাছে খুব ভাল মদ আছে। আপনাকে দেবার জন্যে এনেছিলুম। ভেবেছিলুম আপনি দয়া করে আমাদের বাড়ি ফিরতে সাহায্য করবেন। কিন্তু আপনি বড়ই নির্মম।

পাত্রটা তাড়াতাড়ি কেড়ে নিয়ে দৈত্যটা এক ঢোকে মদ পান করে ফেললে।

সে বলল—আর একটু দে তো। খুব ভাল তোর মদ। তোর নাম কি? তোকে একটা উপহার দোব।

ওডিসিউস পর পর কয়েক পাত্র মদ দিলে। তা খেয়ে পলিফেমাসের বুদ্ধি যখন ধোঁয়াটে হয়ে এল, তখন ওডিসিউস বললেন—পলিফেমাস, আপনি আমার নাম জানতে চেয়েছেন আর বলছেন, আপনি আমাকে উপহার দেবেন। আমার নাম অ-মানুষ।* এই নামেই আমায় সকলে ডাকে।

নিষ্ঠুর তামাসা করে পলিফেমাস বলে উঠল—সবার শেষে আমি অ-মানুষকে খাব। এটাই হবে তোর পাওনা উপহার।

বলতে বলতেই সে চিৎ হয়ে মেঝেয় শুয়ে পড়ল। তার তখন খুব নেশা হয়েছে।

---

* ইংরেজীতে Noman or Nobody অর্থাৎ মানুষ নয়।

banglabook.org

ওডিসিউস এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন।

তিনি লুকিয়ে রাখা সেই অলিভ-দণ্ডটি তুলে নিয়ে চারজনের সঙ্গে এগিয়ে এলেন।

সবাই তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। পিছুলে চলবে না। এগোতেই হবে।

অলিভ-দণ্ডটি ধরে তারা সবাই মিলে একসঙ্গে ছুঁচলো দিকটা সোজা পলিফেমাসের চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে আর ওডিসিউস নিজের শরীরের ভারটা দণ্ডটির ওপর দিয়ে সেটা ঘোরাতে লাগলেন।

এক ভয়ংকর আর্তনাদ করে উঠল দৈত্যটা।

ওরা পাঁচজন ভয়-বিহ্বল হয়ে পেছিয়ে এলো।

দৈত্যটা নিজের হাতে দণ্ডটা তুলে নিতেই তা থেকে অজস্রধারে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল।

তার মর্মভেদী চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

পাশাপাশি গুহা থেকে অন্য দৈত্যরা গুহার বাইরে এসে জড়ো হোল। জিজ্ঞাসা করলে—পলিফেমাস, তোমার কি হয়েছে? চিৎকার করছ কেন? কেন তুমি আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত করছ? কেউ কি তোমাকে হত্যা করতে এসেছে?

উত্তরে পলিফেমাস গুহার মধ্যে থেকে বললে—অ-মানুষ, বিশ্বাস-ঘাতকতা করে আমাকে মেরে ফেলছে।

—সে আবার কি! অ-মানুষরা তো কিছুই করতে পারে না। কি যা-তা বকছ! মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই তোমার অসুখ করেছে। অসুখ তো তোমার পিতা সমুদ্র-দেবতা প্রসাইডনই সারাতে পারেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর।

এই বলে তারা সদলে চলে গেল।

ওদিকে ওডিসিউস তাঁর নামের বাহাদুরিতে মনে মনে হাসতে লাগলেন।

পলিফেমাস তখনও যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে।

BanglaBook.org

সে হাতড়ে হাতড়ে গুহার মুখে গিয়ে পাথরটা ঠেলে ফেলে দিলে। তারপর সে প্রবেশপথের মাঝখানে বসে পড়ে হাত দুটো দুদিকে বাড়িয়ে রেখে দিলে।

তার আশা ছিল ভেড়ার দলের সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো সরে পড়বার সময় সে তাদের ধরে ফেলবে।

কি বোকাই না সে ওদের ভেবেছিল!

ইতিমধ্যে ওডিসিউস ভাবতে লাগলেন কি ভাবে পালান যায়।

অনেক রকম মতলব তাঁর মাথায় খেলে গেল।

এ হচ্ছে জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার।

সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে তাঁরা রয়েছেন।

একটা ভুল চাল হলেই মৃত্যু তাঁদের অনিবার্য।

শেষে ওডিসিউসের মাথায় যে মতলব এলো তা অন্য সবাই সমর্থন করলে।

মতলবটা এই।

ভেড়ার পালের মধ্যে কয়েকটা বেশ বড় বড় লোমশ ভেড়া ছিল। এইরকম তিনটে করে ভেড়া একত্রে বাঁধা হোল। মাঝখানের ভেড়ার পেটের দিকে প্রত্যেকটি লোককে ওডিসিউস বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন আর নিজে সবচেয়ে বড় ও লোমশ ভেড়ার পেটে ঝুলে রইলেন।

সকাল হলে ভেড়াগুলো বেরিয়ে যেতে লাগল চরবার জন্যে।

দৈত্যটা প্রত্যেকটা ভেড়ার পিঠে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল সেখানে কোন লোক আছে কিনা। কিন্তু বোকা দৈত্যটা ভাবতেই পারল না যে কেউ ভেড়ার পেটের তলায় লুকিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

ওডিসিউস যখন দেখলেন যে তিনি দৈত্যের নাগালের বাইরে চলে গেছেন, তখন তিনি ভেড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তারপর উঠে তিনি তাঁর প্রত্যেকটা লোকের বাঁধন খুলে দিলেন।

BanglaBook.org

এভাবে মুক্তিলাভ করে তাঁরা সকলে জাহাজের দিকে রওনা হলেন।

কিন্তু জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার পূর্বে ওডিসিউস একবার পলিফেমাসকে খবরটা জানিয়ে দিতে ইচ্ছা করলেন। চিৎকার করে বললেন ঃ

—ওহে পলিফেমাস! যাদের তুমি নিতান্ত দুর্বল ও অসহায় ভেবে তোমার গুহার মধ্যে ধ্বংস করতে চেয়েছ, তারা সত্যই তত দুর্বল নয়। ওরে নিষ্ঠুর পশু! অতিথিদের ওপরে অত্যাচারের তুমি সমুচিত প্রতিফল পাবে।

ওডিসিউসের কথা শুনে পলিফেমাস ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে একটা বিরাট প্রস্তরখণ্ড জাহাজটার দিকে নিক্ষেপ করলে।

পাথরটা ঠিক জাহাজটার সামনে গিয়ে পড়ল এবং তা এমনই ঢেউ তুললে যে জাহাজ ডাঙ্গার দিকে ফিরে যেতে লাগল এবং প্রায় তীরে গিয়ে ঠেকছিল। এমন সময় বড় বড় লগি দিয়ে নাবিকেরা জাহাজটাকে আবার জলের দিকে ঠেলে দিলে।

ওডিসিউসকে লক্ষ্য করে নাবিকেরা বললে—আপনি তো বড়ই অবিবেচক মশাই! যদি ঐ বর্বরটা আমাদের কোন কথা শুনতে পেতো, তাহলে সেই শব্দ লক্ষ্য করে আবার একটা পাথর ছুঁড়ে জাহাজটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতে পারত। দেখলেন তো সে কি রকম জোরে পাথরটা ছুঁড়ল।

ওডিসিউসের তখন রাগে রক্ত টগবগ করে ফুটছিল। নাবিকদের তিরস্কারে কর্ণপাত না করে তিনি আবার বললেন—ওহে পলিফেমাস! তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমাকে কে অন্ধ করে দিয়েছে, তাহলে তাকে বোল যে বহু যুদ্ধের যোদ্ধা ইথাকার রাজা ওডিসিউস তোমার চোখ উপড়িয়ে ফেলেছে।

কথাটা শুনেই দৈত্য প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ল। আগের চেয়ে বড় একটা পাথর নিয়ে এত জোরে ছুঁড়ল যে অল্পের জন্যে জাহাজটা

BanglaBook.org

রক্ষা পেলে। কিন্তু পাথরটা জাহাজের পশ্চাতে পড়ায় সমুদ্রে যে তরঙ্গ উঠল তা জাহাজখানিকে অতি সহজেই তীর থেকে আরও দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দাঁড় বেয়ে নাবিকেরা ওডিসিউসের জাহাজখানিকে অন্যান্য জাহাজের কাছে নিয়ে গেলো।

মন অবশ্য তাদের ভারাক্রান্ত।

পলিফেমাসের গুহায় যাদের তারা হারিয়েছে তাদের কথা ভোলা যায় না।

পরের দিন সকালে আবার নীল সমুদ্রের বুকে পাল তুলে তাদের যাত্রা শুরু হোল—কোন্ পথে তা কে জানে!

* * *

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দুই

উত্তাল সমুদ্রের বুকে ওডিসিউসের জাহাজ আবার পাড়ি দিল।

প্রথমে কিছুদিন কোন বিপদ্ হোল না।

কিন্তু কয়েকদিন পরে সমুদ্রে আবার উঠল ঝড়, আর তাদের জাহাজগুলো পথ হারিয়ে এসে লাগল এক ভাসমান দ্বীপে।

দ্বীপটার নাম ঈওলিয়া।

এখানে পবনদেবতা ঈওলাস বাস করেন।

দেবতাদের মধ্যে এই পবনদেবতা বড়ই প্রিয়।

তাঁর দ্বীপটিও অপূর্ব।

দ্বীপের চারদিকে দেওয়াল। দেওয়ালটা কিন্তু ইঁটের নয়। ব্রঞ্জ নামে একরকম মিশ্র ধাতু দিয়ে তৈরী। আর ঠিক এই দেওয়ালের নীচে খাড়া পাহাড় সোজা সমুদ্র পর্যন্ত নেমে গেছে।

ঈওলাস তাঁর পুত্রকন্যাদের নিয়ে পরম আনন্দে দিনযাপন করেন। প্রাসাদে প্রচুর বিলাসের উপকরণ রয়েছে। সারাদিন কাটে ভোজে আর উৎসবে, নাচে আর গানে।

ওডিসিউস তাঁর অনুচরদের নিয়ে এই দেবতার প্রাসাদে উঠলেন। প্রায় একমাস তিনি অতিথি হয়ে রইলেন সেখানে, আর সে-সময়ে পবনদেবতাকে ট্রয় যুদ্ধের কাহিনী এবং স্বদেশযাত্রার বর্ণনাও করলেন।

তারপর বিদায় নেবার আগে ওডিসিউস একদিন ঈওলাসকে জিজ্ঞাসা করলেন—এবার আমি কি বাড়ি ফিরতে পারি? ঝড়ে আবার বিপন্ন হবো না তো? অবশ্য আপনি যদি সাহায্য করেন তাহলে তো কোন ভয়ই থাকে না।

ঈওলাস তখন ওডিসিউসকে একটা চামড়ার থলে দিয়ে বললেন

BanglaBook.org

—এই থলের মধ্যে সব রকমের ঝড় বন্দী করা আছে। যতক্ষণ এই থলের মুখ বন্ধ থাকবে ততক্ষণ তোমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। পথে ঝড়ের কোন ভয় থাকবে না।

এই থলেটি বার্নিশ-করা রুপোর তার দিয়ে এমন করে বাঁধা ছিল যে তা থেকে ঝড় বেরিয়ে আসা একেবারেই সম্ভব ছিল না।

এবার তিনি অনুকূল বায়ুকে ডেকে ওডিসিউসের জাহাজগুলোকে বয়ে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন। কিন্তু ভাগ্য যদি বিরূপ হয়, কোন সাহায্যই কাজে আসে না।

ওডিসিউস তাঁর অনুচরদের বোকামির জন্যে আবার কষ্টে পড়লেন।

ন'দিন ধরে তাঁদের জাহাজগুলো বেশ শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। কোথাও কোন দুর্ভোগ ঘটে নি।

কিন্তু দশ দিনের দিন ওডিসিউসের দেশ আর তাঁর মনোরম প্রাসাদ যখন দৃষ্টিগোচর হোল তখন ওডিসিউসের চোখে নেমে এলো সারা রাজ্যের ঘুম। এত ক্লান্ত, এত অবসন্ন তিনি হয়ে পড়লেন যে কিছুতেই তিনি চোখের পাতা খুলে রাখতে পারলেন না। গভীর নিদ্রায় তিনি অভিভূত হলেন।

এই সুযোগে নাবিকেরা নানা কথা বলাবলি করতে লাগল।

—ঐ থলের মধ্যে কি আছে জানিস্?

—অনেক সোনাদানা।

—আমাদের কর্তা খুব জনপ্রিয় না রে? সকলেই কি রকম খাতির করে!

—তা তো বটেই। তা না হলে আর ঈওলাস দেবতা হয়েও আমাদের প্রভুকে কত জিনিসই না থলের মধ্যে পুরে দিলেন।

—আয় না দেখি, কত সোনাদানা থলেটার মধ্যে আছে।

এরকম কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলার পর সবাই ঠিক করলে যে থলেটা খুলে ভেতরে কি আছে তা দেখবে।

BanglaBook.org

যেমনি কথা অমনি কাজ।

থলেটার মুখ খুলে ফেলা হোল।

তৎক্ষণাৎ যত রাজ্যের ঝড়ো বাতাস কোথা থেকে বয়ে এসে তাদের জাহাজগুলোকে নিয়ে একেবারে মাঝসমুদ্রে ফেলে দিলে।

পড়ে রইল তাদের স্বদেশ, তাদের ঘর, তাদের প্রিয়জনেরা।

ইথাকা রাজ্য আবার ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল।

ওডিসিউস যেন একটা ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলেন।

ব্যাপার দেখে তাঁর ইচ্ছে হোল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে সকল দুঃখের অবসান ঘটান। তাঁর মন ভেঙে পড়ল, সকল উদ্যম গেল হারিয়ে।

কিন্তু শত যুদ্ধের নায়ক ওডিসিউসের কি অত সহজে ভেঙে পড়লে চলে!

মনটাকে শক্ত করে তিনি আবার সারা দেহটা কাপড়ে মুড়ে যেখানে শুয়েছিলেন সেখানেই পড়ে রইলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই অভিশপ্ত ঝড় জাহাজগুলোকে আবার ঈওলাসের দ্বীপে ফিরিয়ে নিয়ে এলো।

অনুচরদের নিয়ে ওডিসিউস আবার সেই দ্বীপে নামলেন।

আহারাদি শেষ করে ওডিসিউস দুজন লোককে সঙ্গে নিয়ে ঈওলাসের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন।

পরিবারবর্গকে নিয়ে পবনদেবতা তখন আহারে বসেছিলেন।

দরজার কাছে ওডিসিউস আর তাঁর দুজন লোককে উপবিষ্ট দেখে ঈওলাস বিস্ময়ে এতই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে তিনি কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না।

তারপর বিস্ময়ের ঘোর কিছুটা কেটে গেলে তিনি বললেন—কি হোলো, বন্ধুবর? এখানে আবার কেমন করে এলে? এ কি কোন শয়তানের কাজ?

ওডিসিউস মাথা নীচু করে বললেন—সেদিন আমাকে এক সর্বনেশে ঘুমে পেয়েছিল। তখন আমার এই শয়তান নাবিকেরা

BanglaBook.org

থলের মুখ খুলে ফেলে। কিন্তু আপনি কি আবার সব ঠিক করে দিতে পারেন না ?

এ কথায় ঈওলাস কর্ণপাত না করে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—দূর হও এখান থেকে। তোমার মত পাজীর আমি মুখ দেখতে চাই না। দেবতাদের দয়ার তুমি অযোগ্য।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ওডিসিউস ফিরে গেলেন।

বুকে নৈরাশ্য ও মনে বেদনা নিয়ে আবার তাঁদের যাত্রা শুরু হোল। সুদীর্ঘ পথ। দিক্‌হীন অসীম সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গে ভেঙে ভেঙে খান-খান হয়ে পড়ছে।

ছদিন ছরাত তাঁদের জাহাজগুলো সমুদ্রের বুকে আছড়ে পিছড়ে চলল।

এবার জাহাজগুলো যে দেশের তীরে এসে লাগল, সেই দেশের উপকূলভাগে বন্দরের মত একটা চমৎকার স্থান ছিল। ভূভাগের মধ্যে সমুদ্র যেখানে খানিকটা প্রবেশ করেছিল সেখানে জাহাজগুলোকে নোঙর করে রাখা হোল। সমুদ্র এখানে শান্ত। মৃদু বাতাস বইছে। ঝড় এলেও জাহাজের কোন ক্ষতি হবে না।

ওডিসিউস কিন্তু তাঁর নিজস্ব জাহাজখানি বন্দর থেকে আরও দূরে নিয়ে গিয়ে একটা পাথরের গায়ে দড়ি ফেলে বাঁধলেন। তারপর পাহাড়ের মত একটা উঁচু জায়গায় উঠে দেশটাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

সে দেশে না আছে কোন চাষের জমি, আর না আছে মানুষের বসতির কোন চিহ্ন।

কেবল দূরে একটা ধোঁয়ার রেখা উঠে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

যেখানেই ধোঁয়া সেখানেই বসতি আছে ভেবে ওডিসিউস তাঁর তিনজন লোককে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন ওখানকার অধিবাসীদের হালচাল জেনে আসার জন্যে।

BanglaBook.org

জাহাজ ছেড়ে সেই তিনটে লোক একটা পথের ওপরে এসে দাঁড়াল। পথটিতে ঠেলাগাড়ি যাবার চিহ্ন রয়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই তাদের দেখা হয়ে গেল একটা মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটা গ্রামের বাইরে এসেছিল জল আনতে।

কথাবার্তায় জানা গেল মেয়েটা সেখানকার সর্দার অ্যান্টিকেটিসের কন্যা।

তারা জিজ্ঞেস করলে—এখানকার রাজা কে?

মেয়েটা তার বাবার বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলে।

পথে যেতে যেতেই তাদের দেখা হয়ে গেল অ্যান্টিকেটিসের স্ত্রীর সঙ্গে।

মহিলাটির পাহাড়ের মত বিরাট চেহারা দেখেই ওডিসিউসের অনুচরেরা ভয়ে থরথর।

মহিলাটি চিৎকার করে তার স্বামী অ্যান্টিকেটিসকে ডাকলে।

অ্যান্টিকেটিস এসেই খপ করে একজনকে ধরে ফেললে তার নৈশ আহারের জন্যে। বাকী দুজন প্রাণপণে দৌড়ে এসে জাহাজে লাফিয়ে পড়ল।

আর অ্যান্টিকেটিস এমন সোরগোল তুলল যে চারদিক থেকে ওদেশের অধিবাসীরা জড়ো হতে লাগল। হাজারে হাজারে তারা জড়ো হোল। সবাই বিরাট চেহারার লোক। মানুষ না বলে তাদের দৈত্য বলাই ভালো। ছোট ছোট পাহাড়ের চুড়োর ওপরে উঠে তারা এমন পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করলে যে, ওডিসিউসের জাহাজের অনেক লোক মারা গেল। মরণাপন্ন লোকদের আর্তনাদে আর জাহাজের তক্তা ভাঙার শব্দে কান বধির হয়ে আসতে লাগল।

অনেক লোককে মাছ-মারা বর্শা দিয়ে মেরে তারা খাদ্যের জন্যে নিয়ে গেল।

ওডিসিউস কালবিলম্ব না করে নাবিকদের জাহাজটাকে মাঝসমুদ্রে নিয়ে যেতে বললেন।

BanglaBook.org

গভীর নৈরাশ্য বুকে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হোল।

ওডিসিউস ভগবানকে এই বলে ধন্যবাদ জানালেন যে তাঁরা বেঁচে ফিরতে পেরেছেন। তবে যাদের তিনি হারালেন তাদের জন্যে দুঃখবোধ হলো অসীম।

দীর্ঘদিন সমুদ্রে ভ্রমণ করার পর জাহাজখানি এসে সার্সির দ্বীপে ভিড়ল।

সার্সি এক ভয়ংকরী দেবী।

নিঃশব্দে ওডিসিউস তাঁর জাহাজটিকে উপকূলভাগের একটি বন্দরে নোঙর করলেন।

দুদিন ও দুরাত ওডিসিউস ও তাঁর অনুচরগণ সমুদ্রতীরেই শুয়ে কাটালেন। কারণ তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ক্লান্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত।

তৃতীয় দিন ভোরে ওডিসিউস তাঁর তরবারি ও বর্শা নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে দেশের অভ্যন্তরে গেলেন।

তারপর একটা উঁচু পাহাড়ে জায়গা থেকে তিনি চারদিক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

দূরে দেখা গেল গাছপালায় ছাওয়া সার্সির গৃহ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

কি করবেন ঠিক করতে না পেরে তিনি যখন জাহাজের দিকে ফিরছেন এবং প্রায় জাহাজে পৌঁছিয়েও গেছেন এমন সময় তিনি পথের মাঝখানে একটা বিরাট হরিণকে দেখতে পেলেন। হরিণটার মাথায় জটপাকানো মস্তো বড় শিং।

বর্শার আঘাতে ওডিসিউস তাকে ভূপাতিত করলেন। একটা আর্তনাদ করেই হরিণটা মরে গেল।

এত বড় একটা জন্তুকে বয়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত হবে ভেবে তিনি কয়েকটা লতা ও ডাল পাকিয়ে দড়ির মত করে হরিণটাকে বাঁধলেন, তারপর তাকে টানতে টানতে জাহাজে নিয়ে গিয়ে অনুচরদের বললেন—দেখ, ঈশ্বর আমাদের সহায়। তিনি আমাদের আহারের জন্যে কি পাঠিয়েছেন দেখ।

BanglaBook.org

হরিণটাকে রেঁধে সেদিন তাদের পরম ভোজ সম্পন্ন হোল। তারপর হল সুনিদ্রা।

পরের দিন সকালে ওডিসিউস বললেন—পাহাড়ে উঠে লক্ষ্য করে দেখলাম যে এটা একটা দ্বীপ। কেবল দ্বীপের ঠিক মাঝখানে দেখা গেছে একটা ধোঁয়ার রেখা।

একথা শুনে সবাই ভয়ে কাতর হয়ে পড়ল! তারা অ্যান্টিকেটিসের কথা ভোলেনি। তারা ভোলেনি পলিফেমাসের নৃশংস বর্বরতার কথা। তারা সবাই কেঁদে ফেললে।

ওডিসিউস তাদের আশ্বাস দিয়ে সকলকে দু-দলে বিভক্ত করলেন। দু-দলের দুজন নেতাও নির্বাচিত হোল। একদলের নেতা হলেন ওডিসিউস নিজে; আর অন্য দলের নেতা হলেন ইউরিলোকাস নামে একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি।

ভাগ্য পরীক্ষা হোল। ভাগ্য-পরীক্ষায় ইউরিলোকাসেরই প্রথমে দেশের অভ্যন্তরে যাওয়া স্থির হোল।

বাইশ জন মাত্র লোক নিয়ে সে ওডিসিউস ও তাঁর দলের লোকজনদের রেখে চলে গেল।

বনভূমির মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় পাথরে তৈরী সার্সির বাড়ি। সেখানে ইউরিলোকাস লোকজনদের নিয়ে উপস্থিত হোল।

বাড়িটার চারদিকে নেকড়ে বাঘ ও সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছিল, অথচ তাদের কোন ক্ষতি করল না। আক্রমণ করা তো দূরে থাকুক, তারা ইউরিলোকাসের দলকে প্রভুভক্ত কুকুরের মত সাদর অভ্যর্থনা জানালে।

কিন্তু বাঘ ও নেকড়ের বিরাট বিরাট নখর দেখে লোকগুলো ভয়ে পালিয়ে গিয়ে সার্সির বাড়ির বারান্দায় আশ্রয় নিলে। সেখানে দাঁড়িয়ে তারা সার্সির সুমধুর সংগীত বাড়ির মধ্যে থেকে ভেসে আসতে শুনতে পেলে।

একজন বললে—বন্ধুগণ, এ কোন রমণীর কণ্ঠস্বর। হয় সে দেবী, নয় সে মানবী। এস, আমরা তাকে ডাকি।

BanglaBook.org

তারা ডাক দিলে আর সঙ্গে সঙ্গে সার্সি বেরিয়ে এলো এবং তাদের পরম অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেল।

সরল বিশ্বাসে ইউরিলোকাস ছাড়া সমস্ত দলটাই সার্সিকে অনুসরণ করলে।

ইউরিলোকাস কিন্তু কোন বিপদের সম্ভাবনা বুঝে বাইরে বসে রইল।

সার্সি সবাইকে তার বিরাট কক্ষে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসতে দিলে এবং তারপর মধু ও মাখন দিয়ে এক পরম উপভোগ্য আহার্য প্রস্তুত করলে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ওই আহার্যের মধ্যে একটা অতি শক্তিশালী ঔষধও ঢেলে দিলে।

লোকগুলো ক্ষুধার্ত ছিল, তাই কিছুমাত্র দ্বিধা না করে খাবারটা এক নিমিষে খেয়ে ফেললে।

সার্সি তখন একটা ছড়ি দিয়ে তাদের মৃদু আঘাত করতেই তারা শূকরে পরিণত হোল।

তাদের কেবল মাথা শূকরের মত হয়ে গেল আর শূকরের মত তারা ডাকতে লাগল।

কিন্তু তাদের মানব-মনের কোন পরিবর্তন হয় নি। তাই তারা শূকরের খোঁয়াড়ে বসে গৃহের কথা ভেবে চোখের জল ফেলতে লাগল।

সার্সি তাদের শূকরের খাবার ছড়িয়ে দিতে লাগল আর তারা শূকরের মত কাদায় লুটোপুটি হয়ে তা খেতে লাগল।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর ইউরিলোকাস যখন দেখল যে তার দলের কেউই আর সার্সির বাড়ি থেকে বেরুলো না, তখন সে খুবই ঘাবড়ে গেল। সঙ্গীদের বিপদ হয়েছে বুঝতে পেরে সে সার্সির বাড়িতে একা যেতে ভয় পেল। তার দলের লোকেদের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা জানাবার জন্যে সে জাহাজে ফিরল। কিন্তু সে একটা কথাও বলতে পারছিল না। তার চোখে জল এবং কণ্ঠ কান্নায় অবরুদ্ধ হয়েছিল। এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওডিসিউস তাকে বারবার অনেক প্রশ্ন

BanglaBook.org

করতে লাগলেন, কিন্তু সে হতভম্বের মত চেয়ে রইল। অবশেষে সে বললে—আপনার আদেশ মান্য করে আমরা সার্সির বাড়ি যাই। আমার লোকেরা সার্সির বাড়ির মধ্যে সেই যে ঢুকল আর ফিরল না। কোন ফাঁদের কথা ভেবে আমিই কেবল ভেতরে যাই নি। এখন দেখছি দলকে দল অদৃশ্য হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ বসে থেকে ফিরে এলুম।

এই কাহিনী শুনে ওডিসিউস তীর-ধনুক কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন আর তাঁর বিরাট তরবারিটা খাপের মধ্যে পুরলেন।

তারপর ইউরিলোকাসকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে বললেন।

কিন্তু সে হাঁটু গেড়ে বসে কাতর অনুনয় করে বললে—হে রাজন, আমাকে যেতে আদেশ করবেন না। আপনি নিজেও ফিরে আসবেন না, বা আপনার কোন লোকজনকেও উদ্ধার করতে পারবেন না। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত। আমরা যারা আছি তারা বরঞ্চ এখান থেকে পালিয়ে যাই। তাহলে আমরা বোধহয় বাঁচলেও বাঁচতে পারি।

ওডিসিউস বললেন—আচ্ছা বেশ, তুমি এখানেই থাক। আমি সেখানে যাব। আমার লোকদের উদ্ধার করা আমার প্রথম কর্তব্য।

এই বলে ওডিসিউস জাহাজ ছেড়ে দেশের মধ্যে এগোলেন।

বনপথের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তাঁর হঠাৎ দেখা হয়ে গেল দেবদূত হার্মিসের সঙ্গে। তিনি একজন অল্পবয়স্ক যুবকের ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি ওডিসিউসের হাত ধরে বললেন—কোথায় যাচ্ছ তুমি অজানা দেশে এই বনভূমির মধ্য দিয়ে? সার্সির বাড়িতে শূকরের খোঁয়াড়ে বন্দী তোমার বন্ধুদের সাহায্য করতে? কিন্তু তা কি পারবে? হয়তো তোমাকে নিজেই বন্দী হয়ে গৃহ-পরিজন ভুলে সেখানেই থাকতে হবে। দাঁড়াও, আমি তোমাকে সাহায্য করব। এই নাও একটা ওষুধ। এটা নিয়ে সার্সির বাড়িতে গেলে তুমি হয়তো বিপদ্ থেকে উদ্ধার পাবে। তবে তার আগে তোমার জানা দরকার সার্সি কি করে তার ম্যাজিকের কাজ করে। তোমাকে প্রথমে খাবার

BanglaBook.org

দিয়ে সে তার সঙ্গে একটা বিষ মিশিয়ে দেবে। তুমি তখন যদি এই ওষুধটা মিশিয়ে দাও, তাহলে সেই বিষের ক্রিয়া হবে না।

এই বলে দেবদূত হার্মিস অদৃশ্য হলেন।

ওডিসিউস বনলতায় ছাওয়া গৃহের কাছে উপস্থিত হয়ে সার্সির বাড়ির ফটকে দাঁড়ালেন।

একবার চারদিক বেশ করে নিরীক্ষণ করে খানিকটা থেমে তিনি চিৎকার করে উঠলেন।

মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে সার্সি বেরিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল।

একটা সুন্দর আসনে ওডিসিউসকে বসিয়ে সার্সি পরম সমাদরে আহার্য প্রস্তুত করলে।

ওডিসিউস সেই আহার্য খেলেন কিন্তু তার কোন বিষ-ক্রিয়া তাঁর শরীরে হোল না।

সার্সি কিন্তু তার জাদুদণ্ড দিয়ে আঘাত করে ওডিসিউসকে শূকরের খোঁয়াড়ে যেতে আদেশ করলে। কিন্তু ওডিসিউসের দেহের কোন পরিবর্তনও দেখা গেল না।

ওডিসিউস তখন তাঁর খাপ থেকে তরবারি খুলে সার্সিকে বধ করতে গেলেন। সার্সি চিৎকার করে ওডিসিউসের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

তারপর সে জিজ্ঞাসা করলে—কে তুমি? তোমার পিতৃ-পরিচয় কি? কোথায় তোমার দেশ? আমার ওষুধের কোন ফল হোল না দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। এর আগে কোনও লোককে আমার ওষুধ হজম করে ফেলতে দেখি নি। তুমি নিশ্চয়ই ওডিসিউস। তোমার কথাই হার্মিস আমাকে একদা বলেছিলেন। আসুন, আপনাকে আমার শয়নঘর দেখিয়ে দিই। সেখানে আপনি শয়ন করবেন।

—আমার বন্ধুরা রইলো শূকরের খোঁয়াড়ে, আর আমি থাকব

BanglaBook.org

সুখশয্যায়, এ কেমন ধরনের কথা? শপথ কর, আর কোন বদ মতলব নেই তোমার?

সার্সি শপথ করলে। তখন ওডিসিউস শয়নঘরে গেলেন। সেখানে চারজন সুন্দরী দাসী ওডিসিউসের পরিচর্যা করতে লাগল। তারপর তাঁর জন্যে পরম উপাদেয় ভোজ্যদ্রব্য আনা হোল। ওডিসিউস তা দেখে স্থির হয়ে বসে রইলেন।

সার্সি বললে—আপনার কি হোল? আপনি বোবার মত বসে আছেন কেন? আপনি কি ভাবছেন আপনাকে কোন ফাঁদে ফেলব? ভয় নেই, আমি শপথ করেছি আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না।

—আচ্ছা, বলতো সার্সি, কোন লোক কি তার বন্ধুদের বন্ধনদশা থেকে মুক্ত না দেখে খেতে পারে? যদি তুমি আমাকে খাওয়াতে চাও, তাহলে বন্ধুদের মুক্তি দাও, আমি একবার তাদের দেখি।

তখন লাঠিহাতে সার্সি সেই বিশাল কক্ষ থেকে বেরিয়ে গিয়ে শূকরের খোঁয়াড়ের ফটক খুলে ফেললে আর ভেতরের শূকরগুলোকে তাড়িয়ে বাইরে আনলে। বেশ বাড়-বাড়ন্ত শূকরগুলো সার্সির সামনা-সামনি দাঁড়াল। সে তাদের মধ্যে গিয়ে একে একে প্রত্যেকের দেহে একটা মলমের ছিটে লাগিয়ে দিলে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই শূকরগুলো মানুষে পরিণত হোল। তাদের পূর্বের চেয়ে আরও সুন্দর ও লম্বা দেখাচ্ছিল। তারা ওডিসিউসকে চিনতে পেরে তাঁর করমর্দন করলে, তারপর সবাই আনন্দের আবেগে কেঁদে ফেললে। এমন কি সার্সির হৃদয়ও বিগলিত হোল।

ওডিসিউসের কাছে গিয়ে সে বললে—আপনি আপনার সমস্ত লোকজন নিয়ে এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করে আবার সমুদ্রে পাড়ি দেবেন। আসুন, বিশ্রাম করুন। তবে বাড়ি ফেরার আগে ইথাকার পথে আপনাকে হয়তো প্রেতপুরীতে যেতে হবে।

ওডিসিউস একবছর সার্সির কাছে পরম সুখে দিনযাপন করে আবার স্বদেশের পথে রওনা হলেন।

BanglaBook.org

তিন

পৃথিবীর সীমান্ত-প্রদেশ।

গাঢ় কুয়াশায় চারদিক ঢাকা।

শোনা যায় শুধু সুগভীর সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন।

এ হচ্ছে চির অন্ধকারের দেশ। এত অন্ধকার যে উজ্জ্বল সূর্যালোকও এখানে প্রবেশ করতে পারে না।

এদেশে এসে ওডিসিউস তাঁর জাহাজগুলোকে নোঙর করলেন।

এই অন্ধকার প্রেতপুরীতে নেমে ইউরিলোকাস ওডিসিউসের নির্দেশমত একটা গভীর পরিখা খনন করলে।

তারপর একটা ভেড়াকে নিয়ে এসে ওডিসিউস তাঁর তীক্ষ্ণধার তরবারি দিয়ে তাকে কেটে ফেললেন।

ফিনকি দিয়ে রক্তধারা ছুটল।

যখন সেই রক্ত পরিখার মধ্যে পড়ছিল তখন প্রেতের দল ছুটে এলো সেই রক্ত পান করার জন্যে।

নববিবাহিতা বধূ, অবিবাহিত যুবক, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, লাবণ্যময়ী কুমারী, আর নিহত যোদ্ধা সবাই এলো ভিড় করে তাদের বুকের বেদনা আর মনের বাসনা নিয়ে। তারা যে আর্তনাদ করতে করতে ছুটে এলো তা কানে শুনলে আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়।

যে প্রেতটি প্রথমে এলো সে হচ্ছে ওডিসিউসের একজন অনুচর, নাম তার এলপেনর।

তাকে কবর না দিয়েই ওডিসিউস সার্সির বাড়িতে ফেলে এসেছিলেন। তাকে দেখে ওডিসিউস কেঁদে ফেললেন, তাঁর মন করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠল।

BanglaBook.org

তাকে উদ্দেশ করে ওডিসিউস বললেন—পশ্চিমের এই অন্ধকার রাজত্বে তুমি আমাদের চেয়ে তাড়াতাড়ি কেমন করে এলে ?

ওডিসিউসের মনে হোল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

উত্তর এলো—প্রভু, আমি খুব মদ খেয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে যাই। সেই পতনের ফলে আমার হাড় ভেঙে যায়, আর আমার আত্মা চলে আসে এই অন্ধকার প্রেতপুরীতে। এখন আপনাকে অনুরোধ করছি, আমি যেখানে পড়ে মরে গিয়েছিলুম, সেখানে আমার দেহটাকে কবর দিয়ে তার ওপরে একটা মন্দির নির্মাণ করে দেবেন।

ওডিসিউস উত্তর দিলেন—ওহে হতভাগ্য ! তুমি যা বলছ তাই হবে। তোমার ইচ্ছে অপূর্ণ থাকবে না।

তারপর এলেন ওডিসিউসের মায়ের আত্মা। ওডিসিউস যখন ট্রয় নগরে যুদ্ধ করতে দেশ ছেড়ে চলে আসেন, তখন তিনি জীবিতা ছিলেন। তাঁকে দেখে ওডিসিউসের চোখ দুটো জলে ভরে গেল। মা ওডিসিউসকে চিনেই বললেন—বাছা, জীবিত অবস্থায় তুমি এই অন্ধকার রাজত্বে কি করে এলে ? এ দেশ দেখতে তোমার ভাল লাগবে না বাছা ? তুমি কি ট্রয় থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে ঘুরতে ঘুরতে এখানে আসছ ? তুমি কি এখনও ইথাকায় যাওনি বা তোমার স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করনি ?

—না মা, আমার ভাগ্য আমাকে এখানে টেনে এনেছে। ট্রয় থেকে বেরিয়ে আমি হতভাগ্যের মত সমুদ্রে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা মা, তোমার মৃত্যু হোল কেমন করে ? আমার বাবা ও আমার ছেলের কথাও বল না মা ? আর আমার স্ত্রী ? সে কেমন আছে ? না, সে আর কাউকে বিয়ে করেছে ?

—না, না, সে তোমার ছেলেকে নিয়ে সুখী। মা ও ছেলেই তো রাজ্য চালাচ্ছে। কিন্তু তোমার বাবা তোমার চলে আসার পর থেকে পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। বাড়ি-ঘর-দোর ছেড়ে মাঠে-

BanglaBook.org

ঘাটে বেড়ান, ছেঁড়া কাপড় পরেন আর তোমার ফিরে যাবার কথা বলেন। তার ওপর তাঁর বার্ধক্য তাঁকে আরও অক্ষম করে তুলেছে। আর আমিও বাছা বুড়ো হয়েই মরেছি, কোন রোগে আমার মৃত্যু হয়নি।

ওডিসিউস-এর মনে একটা ভীষণ ইচ্ছে জাগল মাকে বুকে জড়িয়ে ধরার। তিনবার তিনি হাত বাড়িয়ে মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলেন, আর তিনবারই মা পেছিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

কান্নায় ভেঙে পড়ে ওডিসিউস বললেন—মা, কেন তুমি আমার কাছে ধরা দিচ্ছ না? কেন আমি তোমার গলা জড়িয়ে ধরতে পারছি না মা?

উত্তর এলো—বাছা, যখন আমরা মরে যাই, আমাদের মাংস, হাড়, এসব কিছুই থাকে না। স্বপ্নের মত আমাদের আত্মা বাতাসে ঘুরে বেড়ায়—সে থাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যাও বাছা, এবার তুমি আলোর দেশে ফিরে যাও।

ওডিসিউসের এবার স্বদেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে হোল। এখানে তার মন হাঁপিয়ে উঠেছে। মার কাছে বাপের দুর্দশার খবর শুনে তাঁর মনে দুঃখ জাগল। মনে পড়ল পুত্রের কথা আর স্ত্রী পেনিলোপির সরল সুন্দর মুখখানা।

কিন্তু ফেরার আগেই দেখা হোল অ্যাগামেমনের আত্মার সঙ্গে।

রাজা অ্যাগামেমনের সঙ্গে যারা যারা ইজিস্থাসের বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেছিলো, তাদের সবার আত্মাই একে একে আসতে লাগল।

ওডিসিউসকে চিনতে পেরেই অ্যাগামেমনন কেঁদে ফেলে তাঁ দুবাহু বাড়িয়ে দিলেন ওডিসিউসকে ধরার জন্যে।

কিন্তু তিনি তা পারলেন না। তাঁর বাহুতে আজ আর কোন শক্তি নেই—তিনি তো এখন ছায়ামূর্তি!

BanglaBook.org

ওডিসিউস করুণায় বিগলিত হয়ে বললেন—হে রাজন্, আপনি কেমন করে মারা গেলেন? দেশে ফেরার পথে কি জাহাজডুবি হয়েছিল?

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাগামেম্‌নন উত্তর দিলেন—রাজা ওডিসিউস, না না, আমার সেরকম কিছু ঘটেনি। ঈজিস্‌থাস আমার স্ত্রীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমাকে খুন করেছিল। নিজের প্রাসাদে আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে সে আমাকে খাওয়ালে আর তার পরেই আমাকে হত্যা করলে। এই হোল আমার মৃত্যুর কারণ। আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার লোকজনদেরও সে হত্যা করলে। আর সে কি নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড! তুমি তো অনেক যুদ্ধ আর সংঘর্ষ দেখেছ, কিন্তু এরকম ভয়ংকর দৃশ্য তোমার নজরে কখনও পড়েনি। সেই ভোজনকক্ষের মেঝে আমাদের রক্তে লাল হয়ে গেল। কিন্তু সবচেয়ে মর্ম্মন্তুদ ঘটনা কি হোল জান? রাজকন্যা ক্যাস্রাণ্ড্রাকে যখন আমার বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী আমারই পাশে হত্যা করলে, তখন সে যে আর্তনাদ করেছিল, সেই আর্তনাদ যেন আজও আমি শুনতে পাচ্ছি। আমার স্ত্রী হয়ে ক্লাইটেস্‌নেসট্রা আমার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করেছিল তার কথা ভাবলে আমার সমস্ত নারীজাতির প্রতি ঘৃণায় মন বিষিয়ে যায়।

ওডিসিউস তারপর ট্রয় যুদ্ধের বীর অ্যাকিলিস্ সম্বন্ধে অ্যাগামেম্‌ননকে জিজ্ঞাসা করলেন। ঠিক সেই সময় তাঁর সঙ্গে অ্যাকিলিসের সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

ওডিসিউসকে অভ্যর্থনা করে সেই বীর জিজ্ঞাসা করলে—তুমি এখনও কেন সমুদ্রে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছ? যেখানে শুধু প্রেতের বাস আর অন্ধকারের রাজত্ব সেখানে তুমি সাহস করে কেন এলে?

ওডিসিউস উত্তর দিলেন—আমি এসেছি গণৎকার টায়ারসিয়াসের কাছে ইথাকার পথ জানতে। দুর্ভাগ্য আমাকে সমানে অনুসরণ করে চলেছে। আজও ইথাকা যাবার পথের সন্ধান মেলেনি। কিন্তু আপনার কি খবর বলুন।

BanglaBook.org

—আমি আমার ছেলের কথা জানতে চাই। সে কেমন আছে?

—তার কথা আমি কিছুই জানি না। গ্রীসে পৌঁছিয়ে আপনার কথা আমি তাকে জানাব। তবে শুনেছি সে খুব বিখ্যাত হয়েছে।

অ্যাকিলিসের আত্মা অদৃশ্য হোল। তারপর তিনি টায়ারসিয়াসের কাছে দেশে ফেরার পথের সন্ধানের জন্য ভবিষ্যৎ গণনা করতে এলেন।

টায়ারসিয়াসের আত্মা পরিখার রক্ত পান করে প্রকৃত গণৎকারের মত সবই বলতে লাগল—রাজা ওডিসিউস, আপনি বাড়ি ফেরার একটা সহজ পথ আবিষ্কার করতে চাইছেন? কিন্তু দেবতারা আপনার ওপর অত্যন্ত প্রতিকূল। বিশেষ করে আপনি সমুদ্র-দেবতা পসাইডনকে চটিয়েছেন। তাঁর প্রিয়পুত্র পলিফেমাসের চোখ অন্ধ করে আপনি যে ভুল করেছেন, পসাইডন সেই ভুলের ক্ষমা করবেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি উদ্ধার পাবেন যদি আপনি আপনার লোকজনদের আয়ত্তে রাখতে পারেন। যখন আপনার জাহাজ সূর্যদেবতার দ্বীপে পৌঁছাবে, তখন যদি সেই দ্বীপের সুন্দর নধর ভেড়া ও গরুগুলোর আপনারা কোন ক্ষতি না করেন, তাহলে ইথাকায় পৌঁছানো শক্ত হবে না। কিন্তু যদি সূর্যদেবের ঐ সব প্রিয় জন্তুগুলোর ক্ষতি করা হয় বা তাদের হত্যা করা হয় তাহলে আপনাদের বিপদের অন্ত থাকবে না। আপনার সঙ্গীরা তো প্রাণ হারাবেই, আর আপনারও কষ্টের অবধি থাকবে না। দেশে ফিরে দেখবেন আপনার প্রাসাদ অধিকার করে বসে আছে এক দুর্বৃত্তের দল। আর আপনি জানতে চেয়েছেন আপনার মৃত্যুর কথা। অতি শান্ত স্বাভাবিকভাবে আপনার মৃত্যু নেমে আসবে সমুদ্রের বুকে। আর এই মৃত্যু হবে আপনার বৃদ্ধ বয়সে।

টায়ারসিয়াসের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ওডিসিউস কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন।

যখন তিনি নিজের বিপদের কথা, তাঁর লোকজনদের বিপদের কথা ভাবছেন, তখন রাজকন্যা ক্লোরিসের আত্মার সঙ্গে দেখা হয়ে

BanglaBook.org

গেল। তাঁর সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে পাইলাসের রাজা নিলিয়াস তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁর এক পুত্রের নাম নেস্টর আর এক কন্যার নাম পেরো। পেরো ছিলেন সৌন্দর্যের-প্রতিমা। দেশ-দেশান্তর থেকে কত রাজা, কত রাজকুমার তাঁকে বিয়ে করার আশায় এসেছিল। কিন্তু নিলিয়াস বিয়ের এক শর্ত আরোপ করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যে ব্যক্তি ইফিক্লিসের গরুবাছুর চুরি করে আনতে পারবে; তার সঙ্গে পেরোর বিয়ে দেবেন। পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে একজনই কেবল এই দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হয়েছিল। কিন্তু ফলে তার অদৃষ্টে ঘনিয়ে এসেছিল মহাবিপদ্। ইফিক্লিসের হাতে তাকে দীর্ঘকাল বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু লোকটা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত বলে শেষ পর্যন্ত ইফিক্লিস তাকে দয়া করে ছেড়ে দেন।

ক্লোরিসের কাজ থেকে ফেরার সময় দেখা হয়ে গেল আর একজন মহিলা ইকিমিডিয়ার সঙ্গে। তাঁর স্বামী ছিলেন পসাইডন। তাঁর গর্ভে যে দুটি সন্তান হয়, তারা ছিল যমজ আর পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা লোক। তাদের যখন ন' বছর বয়স, তখনই তারা প্রায় পঞ্চাশ ফুট লম্বা। কিন্তু তারা দেবরাজ জিউসের অলিম্পাসের ওপর-গৃহটি ভাঙতে গেলে তাদের নিহত করা হয়।

ওডিসিউস অন্ধকারের দেশের আবহাওয়া আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি দেশে ফেরার উদ্যোগ করছেন এমন সময় বৃদ্ধ ট্যানটালাসের করুণ দৃশ্য দেখে তিনি থেমে গেলেন।

প্রেতপুরীর মধ্যে এই ভীষণ যন্ত্রণার দৃশ্য দেখে তিনি মর্মাহত হয়ে গেলেন।

বৃদ্ধ ট্যানটালাস প্রায় একগলা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রকৃতপক্ষে জল চিবুকে ঠেকছে। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে যেমনি তিনি সেই জল পান করার চেষ্টা করছেন, অমনি তা সরে যাচ্ছে, আর শুকনো মাটি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জলাশয়ের চারদিকে সবুজ পাতায় ভরা কত না গাছ, আর আপেল, ন্যাসপাতি, বেদানা

BanglaBook.org

প্রভৃতি কত রকমই না ফল ঝুলে রয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধ যেমনি সেগুলো ধরতে যাচ্ছেন, অমনি বাতাসে সেগুলো আকাশের দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখে ওডিসিউস কাতর হয়ে ভাবতে লাগলেন, বোধ হয় একেই বলে নরক-যন্ত্রণা।

এ দৃশ্য ভুলতে না ভুলতে সিসিকাসের যন্ত্রণার দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল। একখণ্ড পাথর একটা পাহাড়ের ওপরে তাকে বারবার ঠেলে তুলতে হচ্ছে। যতবার সেটা ওপরে তোলা হচ্ছে, ততবারই সেটা আবার পড়ে যাচ্ছে। বারবার তাকে একাজ করতে হচ্ছে।

আর কোন দৃশ্য দেখতে তাঁর ইচ্ছে হোল না। তিনি তাড়াতাড়ি সমুদ্রের পথে পাড়ি দিলেন।

অনুকূল বাতাসে পাল তুলে তাঁর জাহাজখানি আবার ভাসতে লাগল অকূল সমুদ্রে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

চার

এলপেনরের ইচ্ছেমত ওডিসিউসকে আবার সার্সির দেশে আসতে হোল।

তার মৃতদেহ কবরস্থ করে ওডিসিউস অনুচরদের নিয়ে সার্সির বাড়িতেই রাত কাটালেন। সার্সি তাঁকে পরম সমাদরে ভোজনে আপ্যায়িত করে বললে—এবার আপনাকে সাইরেনদের খপ্পরে পড়তে হবে। এরা মানুষকে বশ করে রাখে। সাইরেনদের মিষ্ট কণ্ঠস্বর যে শুনেছে সে আর বাড়ি ফিরে যাবার নাম করে না। স্ত্রী বা সন্তানদের সঙ্গে তার আর জীবনে সাক্ষাৎ হয় না। এরা মানুষের কঙ্কালে ভরা মাঠের ওপর বসে গান গায় আর সেই গানের একটানা সুর নাবিকদের টেনে আনে তাদের কবলে। তাই ওদের দ্বীপের কাছে জাহাজ এলে আপনি জোরে পাড়ি দিয়ে পালিয়ে যাবেন, মোম দিয়ে নাবিকদের কান বন্ধ করে দেবেন আর আপনি যদি সাইরেনের কণ্ঠস্বর শুনতে চান, তাহলে নাবিকদের বলে দেবেন আপনাকে মাস্তুলের সঙ্গে আগে থকেতে বেঁধে রাখতে। আপনার কোন আদেশ-অনুরোধেও যেন সেই বাঁধন খুলে দেওয়া না হয়।

এ বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হলে আপনি যেখানে পৌঁছবেন, সেখান থেকে কোন্ দিকে যাবেন সেকথা আমি ঠিক বলতে পারব না। অবশ্য আপনার সামনে দুটি পথ খোলা থাকবে। তার মধ্যে যেটা আপনার কাছে ঠিক বলে মনে হবে, সেটা বেছে নেবেন। তবে দুটো পথের বিশেষত্ব আপনাকে আমি জানাচ্ছি।

BanglaBook.org

একটা পথ গেছে ভ্রাম্যমাণপর্বতমালায়। ওই পর্বতগুলো সম্পূর্ণ খাড়া—এতই খাড়া যে কোন পাখি সেখানে বসতে পারে না। যদি বা তারা বসে, তরঙ্গের আঘাতে তাদের মৃত্যু হয়। কোন জাহাজ ও পথ দিয়ে এ পর্যন্ত যেতে পারেনি। অন্য পথে আছে দুটো পাহাড়। তার একটা পাহাড় আকাশসমান উঁচু। সেই পাহাড়ের চূড়ায় সর্বদাই কালো মেঘ জমে আছে, কি শীতে কি গ্রীষ্মে কোন সময়েই সেই মেঘ সরে যায় না। পাথরগুলো এতই মসৃণ যে আজ পর্যন্ত কোন লোক ধরতে পারেনি। ওই পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় একটা কুয়াশাচ্ছন্ন গহ্বর আছে।

ওটাই হচ্ছে সেই ভয়ংকর দানব স্কাইলার বাসগৃহ। তার সেই হিংস্র ও ভয়াল চিৎকার কতকটা হয়তো সদ্যোজাত কুকুরছানার মত। কিন্তু তাকে দেখলে দেবতারাও ভয় পেয়ে যান। তার বারটা পা, ছটা বীভৎস মাথা আর তিনসারি ভয়ংকর দাঁত। তার শরীরের অর্ধেকটা বসে গেছে গহ্বরে, কিন্তু তার লম্বা গলা বাড়িয়ে সে সমুদ্রের জীব ধরে খায়। জাহাজ কাছ দিয়ে গেলে দু-চারটে নাবিক তার পেটে চলে যাবেই।

আর একটা পাহাড় অপেক্ষাকৃত নীচু। তবে ওই দুটো পাহাড়ের ব্যবধান অতি সামান্য। পাহাড়ের ওপরে বড় বড় সবুজ পাতাভরা গাছ আর ঠিক তার তলাতেই ক্যারিবডিস কালো জল চুষে তিনবার গিলে ফেলছে, আর দিনে তিনবার সেই জল বের করে ফেলছে। সেখান দিয়ে গেলে আপনার জাহাজগুলোর আর উদ্ধারের কোন আশাই নেই, সেগুলো খোয়া যাবেই।

আমার মতে স্কাইলার পাশ দিয়ে জোরে জাহাজ চালিয়ে যাবেন। খুব বিপদ্ হলে মাত্র ছ'টা নাবিক আপনি হারাবেন, তার চেয়ে বেশী লোক স্কাইলা ছোঁ মেরে নিজের মুখে তুলে নিতে পারবে না।

ওডিসিউস এতক্ষণ চুপ করে বেশ মনোযোগের সঙ্গে সার্সির কথা

BanglaBook.org

শুনছিলেন। এবার তিনি প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা দেবী, আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। কোন রকমে আমি কি ক্যারিবডিসের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি না? কিংবা স্কাইলা যখন আমার নাবিকদের ধরতে যাবে, তখন সেটা কি এড়াতে পারি না?

ওডিসিউসকে নির্বোধ বলে গালি দিয়ে সার্সি বললে—আপনি দেখছি সব দিক্ বজায় রাখতে চান? আপনি স্কাইলার হাতেও ধরা দেবেন না, আবার ক্যারিবডিসকেও এড়াতে চাইছেন। দেখুন, স্কাইলা মরবার জন্যে জন্মায় নি। সে অমর। সে হচ্ছে ভীষণ, দুর্ধর্ষ, অদম্য। তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ-ব্যবস্থা নেই। আপনার ক্যারিবডিসকে এড়িয়ে যাওয়াই উচিত।

এর পরে আপনি যে দ্বীপে পৌঁছবেন সেখানে বিশাল পশুচারণ-ক্ষেত্রে অজস্র সুপুষ্ট ভেড়ার দল দেখতে পাবেন। দেবকন্যা ও পরীরা ওই সব ভেড়াদের চরান। যদি ভেড়া দেখে আপনার নেবার ইচ্ছে জাগে, তাহলে জানবেন গৃহে গিয়ে স্ত্রীর চাঁদমুখ দেখার সৌভাগ্য জীবনে আপনার কখনও হবে না।

সার্সির সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে ওডিসিউস বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

ওডিসিউসের নীল রঙের জাহাজ আবার পাল তুলে সাগরে ভেসে যেতে যেতে তিনি অত্যন্ত মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করে নাবিকদের বললেন:

—বন্ধুগণ, আমরা মাত্র দু-একজন সার্সির ভবিষ্যদ্বাণী জানব এটা ঠিক নয়। তাই আমি সব কথাই সকলকে খুলে বলতে চাই। তাহলে আমরা সবাই আগে থেকে সতর্ক থাকতে পারব।

সার্সি রহস্যময় সাইরেনদের সম্বন্ধে আমাদের প্রথম সতর্ক করে দিয়েছে। আমরা তাদের গান শুনব না। তবে সার্সি আমাকে গান শোনার জন্যে বলেছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাকে তোমরা মাস্তুলের সঙ্গে

BanglaBook.org

খুব জোরে বেঁধে দেবে, আর যদি আমি বাঁধন খুলে দেবার কথা বলি তাহলেও খুলে দেবে না, বরং আমাকে তোমরা আরও জোরে বেঁধে রাখবে।

এভাবে ওডিসিউস সার্সির উপদেশ তাঁর অনুচর ও নাবিকদের বুঝিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে তাঁর জাহাজ সাইরেনদের দ্বীপের কাছাকাছি এসে পড়ল।

হঠাৎ বাতাস পড়ে গেল, সমুদ্র শান্ত হোল। পাল তুলে ফেলে নাবিকেরা নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে শুধু তাদের দাঁড় টেনে যেতে লাগল।

ওডিসিউস তখন এক টুকরো বড় মোমকে তরবারি দিয়ে কয়েক টুকরো করে ফেললেন। সূর্যের কিরণে আর হাতের উত্তাপে মোম খানিকটা গলে যেতে তিনি একে একে টুকরোগুলো লোকের কানের মধ্যে দিয়ে তাদের কান বন্ধ করে দিলেন।

তারপর তাঁর অনুচররা মাস্তুলের সঙ্গে তাঁকে দড়ি দিয়ে বেশ জোরে বেঁধে ফেললে।

খানিকটা যেতেই জাহাজ তীরের খুব কাছে এসে পড়ল। তখন সাইরেনরা শুরু করল তাদের গান। বাতাসে সেই তরল সুর-তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

তারা গাইছিল—

মহান্ ওডিসিউস, বীর ওডিসিউস, তোমার জাহাজ থামিয়ে আমাদের সুরেলা গান শোন। আজ পর্যন্ত কোন নাবিক আমাদের গান না শুনে চলে যায়নি। আর যে শুনেছে, সে ও পরম আনন্দে বিভোর হয়েছে। তোমাদের জাহাজ আমাদের দ্বীপে ভিড়াও, এখানে প্রচুর আনন্দ পাবে, পরম সুখ পাবে।

এই অপূর্ব সুরের ঢেউ যখন জলের ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে ওডিসিউসের কানের পরদায় লাগল, তখন তিনি অনুচরদের বাঁধন খুলে দিতে বললেন। কিন্তু পেরিমিডিস ও ইউরিলোকাস তাঁর বাঁধনের ওপর আরও একপ্রস্থ দড়ি দিয়ে বেঁধে বাঁধনটা আরও পাকাপোক্ত করে তুললে।

BanglaBook.org

এভাবে তাঁরা সাইরেনদের দ্বীপ অতিক্রম করে গেলেন।

গান যখন আর শোনা গেল না, তখন ওডিসিউসের বাঁধন খুলে নাবিকেরা নিজেদের কান পরিষ্কার করে ফেললে।

সাইরেনদের দ্বীপ ছেড়ে কিছুদূর যেতে সামনে দেখা গেল উত্তাল তরঙ্গমালা আর ধোঁয়ার মেঘ। আর সে কি গর্জন! নাবিকেরা এতই ভীত হয়ে পড়ল যে তাদের হাত থেকে দাঁড় খসে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটা থেমে গেল।

ওডিসিউস তখন জাহাজের ওপর ঘুরে ফিরে প্রত্যেক লোককে উৎসাহ দিতে লাগলেন।

তিনি বললেন—বন্ধুগণ, পূর্বে আমরা অনেক বিপদের মধ্য দিয়ে গেছি। আমরা পলিফেমাসের পাশবিক অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে তার মোকাবিলা করেছি। আমার সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি তোমাদের বাঁচিয়েছে। আর সেকথা আমাদের সারা জীবন স্মরণ থাকবে। তাই তোমাদের কাছে আবেদন জানাই, এখন আমি যা বলছি তাই কর। দাঁড়ীরা ক্ষিপ্র হাতে দাঁড় চালাও। তোমাদের চেষ্টায় আর একবার আমরা বিপদ্ কাটিয়ে উঠব। হাল যারা ধরে আছ, তারাও শোন। তোমাদের ওপরে জাহাজের গতিপথ নির্ভর করছে। ঐ তরঙ্গমালা আর ধোঁয়া কাটিয়ে পাহাড়ের দিক্ ঘেঁষে চল, তা না করলে আমরা জাহাজডুবি হয়ে মরব।

ওডিসিউসের কথা নাবিকেরা সবাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে। স্কাইলার দিক্ থেকে বিপদ ছিল অনিবার্য, তাই সেকথা আর তিনি কাউকে বুঝিয়ে বলেননি। বললে ভয়ে সবাই দাঁড় ফেলে জাহাজের খোলে ঢুকে লুকিয়ে পড়ত।

এবার ওডিসিউস দুটো লম্বা বর্শা নিয়ে সামনের ডেকে এমনভাবে দাঁড়ালেন যাতে তিনি সেই পর্বত-দানব স্কাইলাকে দেখতে পান। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তিনি তাকে দেখতে পেলেন না।

এভাবে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জাহাজের যাত্রীরা সেই জল-

BanglaBook.org

প্রণালীর মধ্য দিয়ে জোরে এগোতে লাগল। একদিকে স্কাইলা ওৎ পেতে আছে, আর অপরদিকে ক্যারিবডিস নোনা জল গিলছে আর ওগরাচ্ছে। ওগরানো জলরাশি যখন তার মুখ বেয়ে নেমে আসছে, তখন মনে হচ্ছে যেন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। আর সে যখন সেই জল গিলছে, তখন পাহাড়গুলো জলগর্জনে কেঁপে কেঁপে উঠছে আর সমুদ্রের তলদেশের কালো বালি নজরে পড়ছে।

জাহাজের সব যাত্রীই, এমন কি নাবিকেরাও ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল।

আর সবারই চোখ যখন ক্যারিবডিসের দিকে নিবদ্ধ, আর সেই দিক্ দিয়েই সকলে যখন বিপদের সম্ভাবনার কথা ভাবছে, স্কাইলা জাহাজ থেকে ছ'জন সুস্থ-সমর্থ লোককে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিলে।

একটা আর্তনাদ ভেসে এলো—ওডিসিউস!

ওডিসিউস ঘুরে দাঁড়ালেন, আর চকিতের জন্যে শূন্যে তাঁর হতভাগ্য অনুচরদের শেষবারের মত দেখতে পেলেন।

সুদক্ষ মৎস্যশিকারী যেমন একটানে মাছ গেঁথে তোলে, স্কাইলাও তেমনি ছ'জন লোককে তুলে নিলে।

ভয়ে ও যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে তারা অসহায়ভাবে ওডিসিউসের দিকে প্রাণরক্ষার জন্যে হাতছানি দিতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কিছু করা গেল না। দানবটা তাদের নিয়ে গিয়ে নিজের গহ্বরের দরজায় তাদের মেরে খেয়ে ফেললে। দীর্ঘ সমুদ্রভ্রমণকালে ওডিসিউস এমন মর্মন্তুদ দৃশ্য আর কখনও দেখেননি।

যা হোক, এভাবে তাঁদের জাহাজগুলো মোটামুটি বেঁচে গেল।

তারপর জাহাজগুলো সূর্যদেবের সেই দ্বীপের কাছে এগিয়ে এল। বিস্তীর্ণ সবুজ পশুচারণ ক্ষেত্রে নীল আকাশের তলায় মৃদু সূর্যকিরণ মেখে অজস্র সুপুষ্ট ভেড়া চরছে। কিন্তু এখানে নামা একেবারে নিরাপদ নয়, একথা বারবার সার্সি ও টায়ারসিয়াস বলে দিয়েছিল। তাই ওডিসিউস সকলকে সম্বোধন করে বললেন—বন্ধুগণ, মুহূর্তের জন্যে তোমাদের দুঃখ ভুলে আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন। এই দ্বীপে তোমাদের

BanglaBook.org

নামতে ইচ্ছে করছে জানি। কিন্তু এখানেই লুকিয়ে আছে আমাদের সবচেয়ে বেশী বিপদ্। এ দ্বীপ পাশ কাটিয়ে আমরা এগিয়ে যাই চলো।

একথা শুনে সবাই নিরাশ হোল। ইউরিলোকাস বললে—ওডিসিউস, আপনার মন কখনও ভাঙে না, দেহ কখনও ক্লান্ত হয় না। তা নইলে আপনার লোকেরা যখন দ্বীপে নেমে আহারাদি করবার আশা করছে, তখন আপনি তাদের বাধা দিচ্ছেন। পরিশ্রমে ও অনিদ্রায় তাদের শরীরে এখন আর কোন শক্তি নেই। সুমুখে অন্ধকার কুয়াশাভরা রাত। এ ঠেলে তাদের এগিয়ে যাওয়া কি নিরাপদ হবে, তারা কি আর দাঁড় বইতে পারবে? দক্ষিণ বা পশ্চিম দিক থেকে হঠাৎ যদি একটা দমকা বাতাস এসে জাহাজগুলোর ক্ষতি করে, তখন তারা কোন্ বন্দরে আশ্রয় নেবে? এখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। আমরা আমাদের রাতের আহার বেঁধে নিয়ে দ্বীপে নেমে দু-একদিন একটু আমোদ-আহ্লাদ করি। জাহাজ থেকে আমরা দূরে যাব না। পরে আমরা আবার যাত্রা শুরু করব।

ইউরিলোকাসের এই কথায় সকলেই আনন্দ প্রকাশ করলে। ওডিসিউস গম্ভীর হয়ে বললেন—আমার একার বিরুদ্ধে তোমরা বহুজন। অতএব আমার আর কিছুই বলার নেই। তবে আমার একটা কথা মনে রেখো। কেউ যেন কোন ভেড়াকে হত্যা কোরো না।

নাবিকেরা ও অন্যান্য যাত্রীরা শপথ করলে যে তারা কোন ভেড়া হত্যা করবে না।

একটা সুরক্ষিত স্থানে জাহাজটাকে নোঙর করা হোল। কাছেই ছিল পরিষ্কার পানীয় জল। তাই খেয়ে তারা সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

রাতে দুর্জয় ঝড় উঠল। তার বেগ কি ভীষণ! কালো জমাটবাঁধা মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেল। তাই সকাল হতে না হতেই জাহাজটাকে আরও নিরাপদ স্থানে টেনে এনে ওডিসিউস আবার তাদের সতর্ক করে দিলেন। তিনি বললেন—আমরা যেন

BanglaBook.org

ভুলেও এই সুন্দর সুন্দর ভেড়ার গায়ে হাত না দিই। এগুলো সব সূর্যদেবতার।

ঝড়-বৃষ্টি থামল না। এদিকে রসদ যা ছিল সবই ফুরিয়ে আসতে লাগল। শেষে সমস্ত রসদই ফুরিয়ে গেল।

ওডিসিউস দ্বীপের অভ্যন্তরে একটা সুরক্ষিত আশ্রয়ে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে সূর্যদেবের উপাসনা করলেন। তারপর তাঁর চোখে ঘুম নেমে এলো।

এদিকে ক্ষুধার তাড়নায় তাঁর অনুচরেরা মাছ বা পাখির খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেই সময় ইউরিলোকাস তাদের বললেন—আমার হতভাগ্য বন্ধুগণ, তোমরা দীর্ঘকাল ধরে অনেক দুঃখ আর কষ্ট সহ্য করেছ। এখন আমি যা বলি তা শোন। সব রকম মৃত্যুই খারাপ, কিন্তু অনাহারে মৃত্যুর চেয়ে কোন মৃত্যুই এত যন্ত্রণাদায়ক নয়। এসো, আমরা দু-চারটে ভেড়া মেরে খাই। তারপর যখন আমরা দেশে ফিরে যাব, সেখানে গিয়ে সূর্যদেবতার মন্দির নির্মাণ করে জীববলি দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করব। তা সত্ত্বেও যদি দেবতা আমাদের জাহাজ ধ্বংস করেন, তাহলে আমি সমুদ্রের জলে ডুবে মরব তাও ভাল, তবুও অনাহারে ধীরে ধীরে এই দ্বীপে মরতে পারব না।

ইউরিলোকাসের কথা শুনে সকলেই খুশী হোল। সকলেই চাইছে আহার ; ক্ষুধার যন্ত্রণা তারা আর সহ্য করতে পারছে না।

কত পরিপুষ্ট, নধরকান্তি ভেড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ভেড়াটাকে তারা তীর দিয়ে বিঁধে হত্যা করে ফেললে।

প্রত্যেক লোকের মনে তখন কত আনন্দ! তারা আর দেরি সইতে পারছিল না। তৎক্ষণাৎ তরবারি দিয়ে ভেড়াটাকে কেটে তারা মাংস রান্নার জন্যে পাত্রে চড়িয়ে দিলে। সেই মাংস যখন রান্না হচ্ছিল, তখন তার সুগন্ধে চারদিকের বাতাস ভরে গেল, আর ঘুমন্ত ওডিসিউসও সেই সুগন্ধে জেগে উঠলেন।

তাঁর বুকটা হায় হায় করে উঠল। এ কি অঘটন ঘটালে তার

BanglaBook.org

লোকজন! জোড়হাতে তিনি সূর্যদেবকে প্রার্থনা জানালেন—অপরাধ নিও না প্রভু! আমার নিষেধ সত্ত্বেও ওরা এ জঘন্য কাজ করেছে। ওরা ক্ষুধার তাড়না সহ্য করতে না পেরে ভালমন্দ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু তাঁর মনের ভয় ঘুচলো না। আর তিলমাত্র বিলম্ব না করে তিনি সাগরের বুকে জাহাজ ভাসাতে বললেন।

দিনের বেলা কোন বিপদ ঘটল না। কিন্তু যেমনি সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, অমনি চারদিক্ থেকে ঝড় উঠতে লাগল আর আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাজের কড়্‌কড়্ গর্জন আর বিদ্যুতের ঝলসানি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জাহাজে পড়তে লাগল বাজের পর বাজ। খানখান হয়ে জাহাজ সাগরের বুকে খসে পড়ল। কেউ বজ্রাঘাতে মরল আর কেউ কেউ সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেল। কোথাও কিছু আর দেখা গেল না, অবশিষ্টও কিছু রইল না।

ওডিসিউসের ওপরে হয়তো ঈশ্বরের অসীম দয়া ছিল। তাই তিনি ছিটকে পড়লেন সমুদ্রের ওপরে। কাছেই মাস্তুলটা ভেসে যাচ্ছিল। সেটা ধরে তিনি ভাসতে ভাসতে চললেন। কেবলই ভয় হচ্ছিল যদি আবার বাতাস তাঁকে স্কাইলা ও ক্যারিবডিসের পথে নিয়ে যায়, তাহলে জীবনের আশা তাঁর কিছুমাত্র থাকবে না।

কিন্তু তিনি ছিলেন গ্রীকদেবী অ্যাথেনীর বরপুত্র। সমুদ্র তাঁকে বিপদের পথে না নিয়ে গিয়ে অন্যপথে নিয়ে গেল।

ন'দিন ধরে তিনি শুধু ভেসে চললেন। কোথায় কে জানে! দশ-দিনের দিন রাতে একটা বড় তরঙ্গ তাঁকে অজিজিয়া দ্বীপের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

এই দ্বীপে ক্যালিপসো নামে এক সুন্দরী পরী বাস করত। সে মরণাপন্ন হতভাগ্য ওডিসিউসকে তীর থেকে তুলে নিয়ে নিজের বাসগৃহে স্থান দিল।

BanglaBook.org

পাঁচ

সেদিন দেবতাদের ঘরে একটা বৈঠক বসল।

সভাপতি হচ্ছেন স্বয়ং দেবরাজ জিউস। অন্যান্য দেবতারাও সবাই উপস্থিত।

দেবী অ্যাথেনীর মনটা খুব ভারাক্রান্ত। ক্যালিপসোর গৃহে বন্দী হয়ে ওডিসিউস দিন কাটাচ্ছেন বলে মনে তাঁর শান্তি ছিল না।

তিনি দেবরাজকে উদ্দেশ করে বললেন—দেখুন দেবরাজ, আমার মনে হয় দয়া-দাক্ষিণ্য ন্যায়পরায়ণতা—এসব রাজার গুণ হওয়া উচিত নয়। ওই ওডিসিউসের কথাই ভাবুন না কেন? তার একটা প্রজাও আজ তার কথা এক মুহূর্তের জন্যে ভাবে না। সে একটা দ্বীপে দুঃখ-দুর্দশায় শুকিয়ে মরছে। সে এখন রয়েছে ক্যালিপসো পরীর খপ্পরের মধ্যে। তার না আছে কোন জাহাজ, না আছে কোন নাবিক। ইথাকায় ফিরে যাওয়া আজ তার স্বপ্নের বাইরে।

একথা শুনে দেবরাজ জিউস দূত হার্মিসের দিকে চেয়ে বললেন—সেই সুন্দরী পরীর কাছে গিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে এসো গে। ওডিসিউস বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করেছে। এবার তাকে বাড়ি ফিরতে দিতে হবে। তবে এবারের যাত্রাও তার সুখের হবে না। দুঃসহ কষ্ট সহ্য করে তাকে স্বদেশে ফিরতে হবে। নিজের হাতে একটা নৌকা তৈরি করে সে সমুদ্রে পাড়ি দেবে। কুড়ি দিনের দিন সে পৌঁছোবে এক সুসমৃদ্ধ দেশে। সেখানে সে পাবে প্রচুর সমাদর আর প্রচুর উপহার। তারপর সে নিজের দেশে ফিরে আবার তার আত্মীয়

BanglaBook.org

প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবে। এই তার বিধিলিপি। এর ব্যতিক্রম করার অন্য কোন উপায় নেই।

হার্মিস তখন তাঁর সোনার তৈরী মনোরম চটিজুতো পায়ে দিয়ে আর হাতে লাঠি নিয়ে ক্যালিপসোর বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

অসীম অনন্ত সমুদ্র পার হয়ে তিনি যখন সেই সুদূর দ্বীপে এলেন, তখন বেলা অপরাহ্ণ।

সুন্দরী ক্যালিপসো বাড়িতেই ছিল।

ঘরের কোণে অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলছে।

ধূপধুনোর গন্ধে চারদিক্ আমোদিত।

ঘরের কাজ করতে করতে ক্যালিপসো চমৎকার গান গাইছিল।

সুগন্ধি গাছে ছাওয়া, পাখির কলকূজনে মুখরিত পরীর এই গুহাগৃহ অতিশয় মনোরম।

সামনেই বাগান।

বাগানে অজস্র আঙুর ফলেছে, আর পাশ দিয়ে ছোট একটা পার্বত্য নদী কলকল করে বয়ে সমুদ্রে পড়ছে।

দেবদূত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকের মধুর দৃশ্যটা দেখে নিলেন।

তিনি মুগ্ধ, হতবাক্!

ক্যালিপসো তাঁকে দেখেই চিনল।

ওডিসিউস তখন গৃহে ছিলেন না।

তিনি সমুদ্রতীরে বসে তাঁর অশান্ত মনটাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন।

ক্যালিপসো হার্মিসকে একটা সোনার আসনে বসতে আমন্ত্রণ জানাল।

তারপর সে প্রশ্ন করল—বলুন তো দেবদূত, কি উদ্দেশ্যে আপনার এখানে আগমন হয়েছে? বলুন না আপনার মনের কথা, সাধ্যাতীত কোন কাজ না হলে আমি তা নিশ্চয়ই করব। তবে আপনার জবাব শোনার আগে আপনার জন্যে কিছু জলখাবার নিয়ে আসি।

BanglaBook.org

পরী টেবিলের ওপরে কিছু অমৃত ফল ও কিছু লাল পানীয় রাখলে।

আহারের পর কিছুটা আরাম বোধ করে দেবদূত ক্যালিপসোর প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি বললেন—দেবরাজ জিউস আমাকে পাঠিয়েছেন। তা না হলে আমি এই দুস্তর সমুদ্র পার হয়ে এখানে আসতাম না। আর জানেন তো, তাঁর কথা অগ্রাহ্য করার শক্তি কোন দেবতারই নেই। আপনার এখানে ভাগ্য-বিতাড়িত একজন মানুষ আশ্রয় পেয়েছে। দেবতাদের প্রকোপে পড়ে তার সর্বস্ব নষ্ট হয়ে গেছে, আর তার প্রতিটি অনুচর মারা পড়েছে। দেবরাজ আদেশ করেছেন, এবার তাকে তার দেশে পাঠিয়ে দিতে।

ক্যালিপসো একথা শুনে ভীত কম্পিত কণ্ঠস্বরে বলল—তোমরা দেবতারা বড় নির্দয়। আমি যে একটা লোকের সঙ্গে ঘর বাঁধব, সেটা আর তোমাদের সহ্য হল না। সমুদ্রে লোকটা ভেসে যাচ্ছিল। আমি তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে আশ্রয় দিলুম, তার সেবা করলুম। আশা করেছিলুম তাকে অমরত্ব ও চিরযৌবন দান করব। কিন্তু হায়, তা আর হোল না। জিউসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তাকে ছেড়ে দোব। তবে আশা করবেন না যে আমি তাকে তার দেশে পৌঁছে দোব। আমার না আছে জাহাজ, না আছে নাবিক। তবে দেশে যাবার পথ আমি তাকে বাতলে দোব।

হার্মিস বিদায় নিলে পরী তৎক্ষণাৎ তার অতিথিকে খুঁজে বের করল।

ওডিসিউস তখন সমুদ্রতীরে বসে ছিলেন। সুন্দরী ক্যালিপসো এসে তার পাশে দাঁড়াল। সে বলল—প্রিয় বন্ধু, আমার কাছে বেঁধে রেখে আর তোমাকে বেশী দুঃখ দিতে চাই না। এ দ্বীপ যদি ছেড়ে যেতে চাও, আমি তোমাকে সাহায্য করব। তবে তোমাকেও খুব কর্মঠ হতে হবে। গাছ কেটে তোমাকে নৌকো তৈরি করে

BanglaBook.org

সেই নৌকোয় সমুদ্রে পাড়ি দিতে হবে। আমি অবশ্য তোমার নৌকো নানা খাদ্যসম্ভারে আর মিষ্টমধুর পানীয়ে বোঝাই করে দোব। পোশাকও তোমাকে দোব। এখন দেশে ফিরে যাওয়াটা তোমার বরাত।

ওডিসিউস উত্তর দিলেন—এরকম একটা ছোটো নৌকোয় ভর করে এ বিশাল সমুদ্র পার হওয়া প্রায় অসম্ভব। যদি দেবতাদের শুভেচ্ছা না থাকে, তাহলে আমি নিশ্চয়ই এভাবে সমুদ্র-যাত্রা করব না।

সুন্দরী ক্যালিপসো মৃদু হেসে উত্তরে বলল—প্রিয় ওডিসিউস, একথা তুমি ভাবছ কেন? দেবতারা তোমার ওপর সদয়, এ-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

এরপর দুজনে গুহায় ফিরে এল। সেখানে পরীর দাসীরা বিবিধ সুখাদ্য এনে ওডিসিউসের সামনে রাখলে। উভয়ে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করলে। পরী এবার বলল—জানি, তুমি তোমার প্রিয় দেশ ইথাকায় ফিরে যাবার জন্যে উৎসুক। আমিও চাই তুমি সুখী হও। কিন্তু তুমি যদি বুঝতে পারতে তোমার কপালে এখনও কত দুর্ভোগ আছে তাহলে তুমি এখান থেকে নড়তে না, আমার কাছেই থেকে যেতে।

ওডিসিউস বললেন—দুঃখকষ্ট সহ্য করা বাল্যকাল থেকেই আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। সেজন্যে আমি ভাবি না। না হয়, আর একবার বিপদে পড়ব। কিন্তু স্বদেশ এবং নিজের পিতা ও স্ত্রী-পুত্রকে আমি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না।

সূর্য অস্ত গেল। চারিদিক্ অন্ধকারে ছেয়ে গেল। তারা দুজনে শয়ন করল।

পরের দিন ভোরে ক্যালিপসো ওডিসিউসকে দ্বীপের একপ্রান্তে নিয়ে গিয়ে লম্বা লম্বা গাছের একটা ঝোপঝাড় দেখিয়ে দিলে। ক্যালিপসো তাঁকে বিবিধ যন্ত্রপাতি এবং কাপড় দিয়েও সাহায্য করলে। এই কাপড়ে ওডিসিউস পাল তৈরি করলেন।

এভাবে নৌকো তৈরি হলে তাকে সমুদ্রে ভাসানো হোল।

BanglaBook.org

চতুর্থ দিনের শেষে সব কাজ সমাপ্ত হোল।

পাঁচদিন পরে সুন্দরী ক্যালিপসো ওডিসিউসকে বিদায় দিলে।

বিদায়ের সময় সে ওডিসিউসকে সমুদ্রের বাঁদিক্ ঘেঁষে এগিয়ে যেতে অনুরোধ করলে।

সতের দিন শুধু সমুদ্রে সমুদ্রে কেটে গেল।

আঠার দিনের দিন তাঁর চোখে পড়ল ছায়ায় ঢাকা পাহাড়ে ঘেরা কিসিয়ানদের দেশ। দেশটি কুয়াশাভরা সমুদ্রের বুকে একটা ঢালের মত দেখাচ্ছিল।

যখন তিনি দ্বীপের প্রায় কাছাকাছি এসেছেন তখন প্রচণ্ড ঝড় উঠল আর উঠল তেমনি তুফান। তরঙ্গের পর তরঙ্গ নৌকোটার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। বেশীক্ষণ আর নৌকো ঠিক রাখা গেল না। পাল তার গেল ছিঁড়ে, তক্তাগুলো খসে খসে সমুদ্রের বুকে ভাসতে লাগল এবং অবশেষে একটা প্রচণ্ড তরঙ্গের আঘাতে ওডিসিউস ছিটকে দূর সমুদ্রে পড়ে গেলেন।

ডুবেই যাচ্ছিলেন তিনি, এমন সময় একটা তক্তা তাঁর হাতে ঠেকল।

তক্তাটা আঁকড়ে ধরে তিনি দূরের দ্বীপের দিকে ভেসে গেলেন।

যখন তীরে আছাড় খেয়ে পড়লেন, তখন তাঁর শরীরের অধিকাংশ ছিঁড়ে গেছে। মুখ ও নাকের মধ্যে নোনা জল ঢুকে গেছে।

বিবস্ত্র হয়ে গেছেন তিনি।

এ-অবস্থায় তিনি জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নেবার কথাই ভাবলেন। সেখানে জন্তুর ভয় থাকলেও লোকলজ্জার ভয় নেই। তাছাড়া ঝড়বৃষ্টি ও রোদ থেকেও সেখানে খানিকটা নিরাপদ থাকা যায়।

এসব বিবেচনা করে তিনি জঙ্গলের মধ্যে শুকনো পাতা জড়ো করে নিজের সামান্য পরিধেয় এবং বিছানার মতো একটা কিছু তৈরি করলেন। আর সে সময় তাঁর কাছে সেটা সুখশয্যা বলেই মনে হোল।

মুহূর্তমধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

BanglaBook.org

ছয়

যে দেশে ওডিসিউস এবার এলেন সেটা কিসিয়ানদের রাজ্য।

এ রাজ্যের লোকেরা খুব ভাল নৌকো চালাতে পারে। তারা খেলাধুলো, নাচগান ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে বেশ ওস্তাদ।

দেশের রাজার নাম অ্যালসিনস।

তাঁর মেয়ে রাজকন্যা নৌসিকা অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী।

সেদিন তিনি ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে নদীতে নাইতে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিল কয়েকজন দাসী। তাঁর স্নান করার কাপড়-চোপড় তারাই বয়ে এনেছিল। নদীর যে অংশে নৌসিকা স্নান করছিলেন সেখান থেকে ওডিসিউস যে বনে ঘুমোচ্ছিলেন, সেটা বেশী দূরে নয়।

স্নানরতা রাজকন্যা ও তাঁর দাসদাসীর হাস্যকলরোল শুনতে পেয়ে ওডিসিউস জেগে উঠলেন।

ঘুমের জড়তা অবশ্য তাঁর তখনও ঠিক যায় নি।

কিন্তু সেই আধো ঘুম ও আধো জাগরণ অবস্থাতেও তাঁর হুঁশ পুরোপুরি বজায় ছিল।

তিনি যে সমুদ্রের লোনা জল মেখে কুৎসিত কদর্যরূপ ধারণ করেছেন, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

তার ওপর তাঁর পরণে আছে গাছের শুকনো পাতা। সেই সামান্য আচ্ছাদনে মেয়েদের সামনে বেরোতে তাঁর প্রথমে ভদ্রতায় বাধল।

অথচ অন্য কোন উপায় তো নেই!

এটা কোন্ দেশ? এদেশের লোকেরা সভ্য না অসভ্য? এসব জানা এখনই তাঁর খুব দরকার। নইলে তাঁর জীবন সংশয় হবে তো বটেই, হয়তো তাঁর দেশে ফেরাও অলীক স্বপ্ন হবে।

BanglaBook.org

তাই বন থেকে তাঁকে বেরোতেই হলো।

সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যার দাসীরা যেন ভূত দেখেছে এমনভাবে পালিয়ে গেল। একমাত্র রাজকন্যা নৌসিকা নিজে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দুজনের মুখোমুখি দেখা হোল।

ওডিসিউস এখন কি করবেন?

তিনি কি নতজানু হয়ে বস্ত্র ভিক্ষা করে শহরে যাবার পথ জিজ্ঞাসা করবেন, না আরও ঘন জঙ্গলে পালিয়ে যাবেন?

শেষে তিনি পালিয়ে না যাওয়াই ঠিক করলেন। এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন—ভদ্রে! আমি আপনার দয়াপ্রার্থী। সমুদ্রে নৌকোডুবি হয়ে আমার এই দুর্দশা। আমাকে এখনি একপ্রস্থ পোশাক দিয়ে আমাকে শহরে যাবার পথ বলে দিন। আমি এই স্থানের কোন লোককেই জানি না। প্রথমেই আমি আপনাকে দেখছি।

রাজকন্যা নৌসিকা উত্তর দিলেন—আপনার কথাবার্তা শুনে আপনাকে শিক্ষিত ভদ্রজন বলেই মনে হচ্ছে। ভগবানের দেওয়া কষ্ট সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। তবে আপনি যখন আমাদের দেশে এসেছেন তখন পোশাক ও অন্য কোন জিনিসের আপনার অভাব হবে না। আপনাকে আমি শহরের পথ দেখিয়ে দেব। যে দেশে আপনি এসেছেন সে হচ্ছে কিসিয়ানদের দেশ আর আমি হচ্ছি এখানকার রাজা অ্যালসিনসের মেয়ে।

সখী ও দাসীদের পালাতে দেখে এবার নৌসিকা তাদের ধমক দিয়ে বললেন:

থামো তোমরা! একজন মানুষকে দেখে পালাচ্ছ কেন? হতভাগ্য মানুষটি নৌকোডুবি হয়ে এখানে এসে পড়েছেন। এখন এঁকে সাহায্য করা আমাদের উচিত। তোমরা এখন এঁকে কিছু খাদ্য ও পানীয় দাও। পরে ইনি রাজপ্রাসাদে গিয়ে আশ্রয় নেবেন।

রাজকন্যার হুকুম সঙ্গে সঙ্গে তামিল হলো। অত্যন্ত আগ্রহের

BanglaBook.org

সঙ্গে ওডিসিউস আহার সারলেন এবং পরে রাজকন্যার দেওয়া পোশাক পরে তাঁর পিছু পিছু রাজপ্রাসাদের দিকে চললেন।

ইতিমধ্যে নৌসিকার অশ্ব সজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। গাড়িতে উঠে তিনি ওডিসিউসকে বললেন ঃ

আপনি আমার গাড়ির পিছু পিছু আমার দাসীদের সঙ্গে আসুন। যতক্ষণ গাঁয়ের মধ্য দিয়ে যাবেন, কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু শহরে প্রবেশ করার পর আপনাকে হয়তো অনেক বিরূপ মন্তব্য শুনতে হতে পারে। আপনি কোন উত্তর না দিয়ে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে আসবেন।

দূর থেকে ওডিসিউসকে রাজপ্রাসাদ দেখিয়ে দিয়ে রাজকন্যা নিজের পথে চলে গেলেন।

ওডিসিউস রাজপ্রাসাদ দেখে তো হতভম্ব। কি অপূর্ব তার কারুকার্য! কি চমৎকার তার শোভা আর উজ্জ্বলতা!

গোটা রাজপ্রাসাদটাই ব্রঞ্জ দিয়ে তৈরি। এর সোনার দরজাগুলো রুপোর কাঠামোয় ঝুলছে। চারদিকে বিবিধ মূর্তি রাজপ্রাসাদের শিল্পকলার পরিচয় বহন করছে।

প্রাসাদের বাইরে বিরাট প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণে অনেক রকমের ফলের গাছ—আঙ্গুর আর আপেলের গাছই বেশী। প্রাঙ্গণের শেষ দিকে সবুজ সবজির বাগান। শ্যামল দূর্বাদলে ঢাকা প্রাঙ্গণে দুটো ঝরনার মৃদু ঝিরঝির শব্দ সমস্ত পরিবেশটা যেন রহস্যময় করে তুলেছে।

বহুক্ষণ প্রাসাদের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে ওডিসিউস সব কিছু দেখতে লাগলেন।

তারপর ধীর পদক্ষেপে তিনি প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

তাঁকে দরবার-কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলে ওডিসিউস দেখলেন যে রাজা অ্যালসিনস একটা ঝকঝকে সিংহাসনে বসে আছেন আর তাঁর পাশেই তাঁর প্রিয় পুত্র লাওডেমাস। রাজা ওডিসিউসকে পরম সমাদরে স্বাগত জানিয়ে বসতে দিলেন। একজন দাসী সোনার

BanglaBook.org

কুঁজোয় জল ভরে ওডিসিউসের হাত ধুইয়ে গেল। তারপর বিভিন্ন লোভনীয় ভোজ্য দ্রব্য একটা টেবিলে রাখা হলো। আহারাদির পর রাজার প্রশ্নের উত্তরে ওডিসিউস বললেন—আমার জীবনের দুর্ভাগ্যের সমস্ত ইতিহাস আপনাদের শুনতে অনেক সময় লাগবে। তাই সংক্ষেপে শেষের ঘটনাটিই বলছি। অনেক দূরে সমুদ্রের মাঝে আজিজিয়া নামে একটি দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপে অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক দেবী সুন্দরী ক্যালিপসো বাস করেন। জাহাজডুবি হয়ে আমি তাঁরই আশ্রয়ে ছিলাম। আমার অনুগত সঙ্গীরা সবাই সমুদ্রবক্ষে প্রাণ হারায়। আমি ন'দিন ভেসে ছিলাম। দশদিনের দিন আমি ক্যালিপসোর দ্বীপে পৌঁছোই আর সাত বছর তিনি আমাকে পরম সমাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল তিনি আমাকে বিয়ে করেন। কিন্তু দেবতারা রাজী হলেন না। তাই তিনি আমাকে নৌকো করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলেন। সতের দিন আমি সমুদ্রে ভেসে বেড়িয়েছি। আঠার দিনের দিন আমি আপনার দেশের ছায়া-ঘেরা পর্বতগুলো দেখে আনন্দে মেতে উঠি, কিন্তু তীরের কাছে আসতেই প্রবল তরঙ্গের আঘাতে নৌকো থেকে একদিকে পড়ি এবং তীরে এসে পৌঁছোই। তারপর একটা নদীর পাশ দিয়ে গিয়ে বনভূমিতে আশ্রয় নিই। সেখানেই রাজকুমারীর সঙ্গে আমার দেখা হয়।

রাজা অ্যালসিনস বললেন ঃ

বন্ধু, আমরা কিসিয়ানরা খুব ভাল নাবিক। আমাদের জাহাজের অভাব নেই। আপনি যেখানেই যেতে চাইবেন, সেখানেই তারা আপনাকে পৌঁছে দেবে।

এই বলে রাজা সভাভঙ্গ করে উঠলেন। রানী ওডিসিউসের শোবার ব্যবস্থা করে তাঁর নিজের অন্দরমহলে চলে গেলেন।

BanglaBook.org

সাত

দেবতার মতো সুদর্শন চেহারার একজন অতিথি তাঁদের দেশে এসেছেন, তাই তাঁকে দেখতে ও তাঁর কাহিনী শুনতে পরের দিন শহরের গণ্যমান্য লোকেরা দরবারে হাজির হলেন।

চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে একটা চাপা উত্তেজনা আর সকলের মাঝে জেগে উঠেছে অদম্য কৌতূহল।

অল্পক্ষণেই কৌতূহলী জনতায় সভাকক্ষ ভরে গেল।

সকলেরই চোখ ওডিসিউস-এর ওপর নিবদ্ধ।

সকলেই বলাবলি করছে—এ কি দেবতা, না মানুষ! মানুষের তো এত সৌন্দর্য হয় না! যেমনি দীর্ঘকায়, তেমনি প্রশস্ত দেহ!

সভাকক্ষ যখন ভরে গেল, তখন অ্যালসিনস ভাষণ দিতে উঠলেন ঃ

ভদ্রমহোদয়গণ, আজকের এই সভায় এক বিদেশী অতিথিকে সাদর সংবর্ধনা করবার জন্য আমরা সকলে মিলিত হয়েছি। সেই অতিথি আমার পাশে বসে আছেন। তিনি সমুদ্রে নৌকোডুবি হয়ে আমাদের দেশে এসেছেন। তাঁর দেশে পৌঁছে দেবার জন্যে তিনি আমাদের অনুরোধ করেছেন। আমাদের রীতি অনুযায়ী আমরা তাঁকে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ জাহাজে করে তাঁর দেশে পৌঁছিয়ে দেব। আমার নাবিকদের আমি সেকথা আগেই জানিয়ে দিয়েছি। আশা করি, আপনারা সকলে আমার কাজে উৎসাহ দেবেন।

রাজার ভাষণ শেষ হতে না হতেই চারদিক থেকে হর্ষধ্বনি উঠল। সকলেই অতিথিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে চায়। তাই তারা রাজার কাজের সমর্থন জানাল। এর পর চারণ কবি বীরপুরুষদের বিবিধ

BanglaBook.org

কাহিনী গেয়ে শোনালে। সেই কাহিনীর মধ্যে তৎকালে বিশ্ববিদিত বীর ওডিসিউস, অ্যাকিলিস ও অ্যাগামেমননের কাহিনীও ছিল।

এ কাহিনী শুনতে শুনতে ওডিসিউস চোখের জল রোধ করতে পারলেন না।

ওডিসিউসের এরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করে অ্যালসিনস বললেন ঃ

চলুন, এবার আমরা খেলার মাঠে যাই। সেখানে মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, লাফানো, দৌড়ানো ইত্যাদি বিবিধ খেলার প্রতিযোগিতা হবে। আপনি তা দেখে আনন্দ পাবেন এবং দেশে গিয়ে আমাদের কথা বলতে পারবেন ?

এই বলে তিনি ওডিসিউসকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। অন্য সকলে তাকে অনুসরণ করল।

যে মাঠে প্রতিযোগিতা হবে সেখানে হাজার হাজার দর্শক জড়ো হয়েছে।

রাজবংশের ছাপ আছে এমন সব সম্ভ্রান্ত ঘরের বহু যুবক প্রতি-যোগিতায় যোগ দিয়েছেন।

রাজার ছেলে লাওডেমাসের দেহের সৌন্দর্যের তুলনা নেই। তিনি বেশির ভাগ প্রতিযোগিতায় জিতে থাকেন। আজকের প্রতিযোগিতায় তিনিও উপস্থিত আছেন।

প্রথম খেলা হোল দৌড়। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে প্রতিযোগিগণ দৌড়পথে এগিয়ে গেলো। দৌড় জিতলেন ক্লিটোনিয়াস নামে এক সম্ভ্রান্ত যুবক।

এরপর হোল কুস্তি। কুস্তিতে ইউরেনাস জয়মাল্য লাভ করলেন। লাফানোয় জিতলেন অ্যাক্সিএলাস, আর লোহার চাকতি ছোড়ায় ইল্যাটিয়াস সবার সেরা বলে প্রতিপন্ন হলেন। অবশেষে হোল মুষ্টিযুদ্ধ। মুষ্টিযুদ্ধে অ্যালসিনস-এর ছেলে লাওডেমাস শীর্ষস্থান অধিকার করে প্রচুর প্রশংসা লাভ করলেন।

প্রতিযোগিতার শেষে লাওডেমাস জনতা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের

BanglaBook.org

উদ্দেশ করে এক প্রস্তাবে বললেন ঃ আমাদের অতিথির সুগঠিত দেহ। তাঁর ঊরু ও পায়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। তাঁর হাত দুটোও বেশ সবল। নিশ্চয়ই তিনি খুব বলবান্, আর তাঁকে ঠিক বুড়োও বলা যায় না। তিনি নিশ্চয়ই কোন-না-কোন খেলায় বিশেষ পারদর্শী।

ইউরেনাস বললেন ঃ

—লাওডেমাস, আমি তোমার কথা সমর্থন করি। যাও, তাঁর সঙ্গে কথা বলে এসো।

উৎসাহিত হয়ে লাওডেমাস এগিয়ে গিয়ে ওডিসিউসকে বললেন ঃ

—আসুন না, মশাই, কিছুক্ষণের জন্যে সব ভাবনা মন থেকে মুছে ফেলে যে-কোন একটা খেলায় যোগ দিন। আপনাকে দেখলে মনে হয় আপনি খুব বড় ব্যায়ামবীর।

ওডিসিউস তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন ঃ

—যুবরাজ আমার মন বিষাদে ভরে আছে। এখন আমি কোন খেলার কথা ভাবতে পারছি না। এখন কেবল বাড়ির কথাই আমার বারবার মনে হচ্ছে।

ইউরেনাস বাধা দিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন ঃ

—জানি মশাই, জানি, আপনি মোটেই খেলোয়াড় নয়। আপনি কেবল নাবিকের জীবনই যাপন করেছেন। জাহাজে জাহাজে মাল ভরতি ও খালাস করে আপনার মাংসপেশী গড়ে উঠেছে, খেলাধুলোয় যোগ দিয়ে নয়।

কথাগুলো ওডিসিউসের ভাল লাগল না। তিনি অপমানিত বোধ করে একটু ক্রুদ্ধ হয়েই তার জবাব দিলেন ঃ

—এ বড় খারাপ কথা। সকলেই সব গুণের অধিকারী হতে পারে না। দুর্ভাগ্যে ও কষ্টে আমি ভেঙে পড়েছি। যৌবনের আর সে শক্তিও আমার নেই। তবে খেলাধুলোয় আমি অনভিজ্ঞ

BanglaBook.org

নই। যাই হোক, যখন আপনারা চাইছেন, আমি খেলাতেও ভাগ্য-পরীক্ষা করতে রাজী আছি।

এই বলে তিনি লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং পোশাক পরিবর্তন না করেই সবচেয়ে বড় লোহার চাকতিটা তুলে নিয়ে নিক্ষেপ করলেন' চাকতিটা আকাশপথে বনবন শব্দ করে ছুটল।

এ পর্যন্ত যত চাকতি নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোর চেয়ে ওডিসিউসের চাকতি সবচেয়ে দূরে পড়ল।

এবার তিনি ইউরেনাসকে বললেন ঃ

—যদি পারেন, ওই পর্যন্ত চাকতি নিক্ষেপ করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার ছোড়া চাকতি ওর কাছাকাছিও যেতে পারবে না। কুস্তিতে, দৌড়ে, যে কোন খেলায় আমি আপনাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে প্রস্তুত। তবে আমি রাজার অতিথি, তাই তাঁর ছেলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চাই না। তাঁকে এ বিষয়ে আহ্বান করা আমার অনুচিত। চাকতি, তীর বা বর্শা নিক্ষেপের প্রতিযোগিতায় আমি সকলকে ছাড়িয়ে যাব নিশ্চিত, তবে দৌড়ে অবশ্য আমি না পারতেও পারি। বয়স হয়েছে তো, অত দম নেই।

ওডিসিউসের কথায় সবাই চুপচাপ। কেবল অ্যালসিনস বললেন ঃ

—বন্ধুবর, আপনি যা বললেন তাতে আমাদের অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। তবে আমাদের সবচেয়ে বিশেষত্ব হচ্ছে চারণ কবির গান। আপনাকে সেই গান শুনতে হবে।

বীণা বাজিয়ে চারণ কবি তাঁর গান শুরু করলেন। নানা দেবদেবীর ভালবাসার কাহিনী নিয়ে সেই গান চারণ কবি সুরেলা কণ্ঠে এত সুমধুর তানে গাইলেন যে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেল। ওডিসিউস আবেগে হাততালি দিয়ে উঠলেন।

এর পর রাজা অ্যালসিনস অতিথিকে আনন্দ দেবার জন্য তাঁর দেশের বিশিষ্ট নাচ দেখাবার আদেশ করলেন। রাজপুত্র

BanglaBook.org

লাওডেমাস এই নাচে অংশ গ্রহণ করে এমন অপূর্ব নৃত্যভঙ্গিমা দেখালেন যে ওডিসিউস রাজার দিকে চেয়ে বললেন ঃ

—হে রাজন, সত্যিই আপনাদের দেশের নাচ অপূর্ব। আমি নাচ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি।

এই প্রশংসায় অ্যালসিনস পুলকিত হয়ে তাঁর প্রজাদের উদ্দেশ করে বললেন ঃ

—দেখুন, আমরা তো এ পর্যন্ত আমাদের অতিথিকে কোন উপহার দিই নি। এটা খুব অভদ্রতা। আপনারা সামর্থ্য অনুযায়ী অতিথিকে বিভিন্ন উপহার দিন।

তারপর তিনি ইউরেনাসের দিকে চেয়ে তিরস্কারের সুরে বললেন ঃ

—অতিথির কাছে তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। তাঁকে খানিকটা অপমানসূচক কথা বলে অন্যায় করেছ।

রাজার এই তিরস্কার শুনে ইউরেনাস কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলে রাজাকে বললেন ঃ

—আমি আপনার আদেশ মাথায় পেতে নিলুম। আমার অন্যায়ের জন্য আমি অতিথিকে ক্ষতিপূরণ দেব। আমার ব্রঞ্জের তৈরি এই তরবারিটা অতিথিকে দেব, এর বাঁট রুপোর আর খাপটা হাতির দাঁতের। আর নিশ্চয়ই তা নিয়ে তিনি আমাকে ধন্য করবেন। এই বলে ইউরেনাস তাঁর তরবারিটা ওডিসিউসের হাতে দিয়ে বললেন ঃ

—মান্যবর অতিথি, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। না বুঝে আপনার অপমান করেছি, আমার অবিমৃষ্যকারিতার অন্যায় হয়েছে। আমাকে ক্ষমা করুন।

উত্তরে ওডিসিউস বললেন ঃ

—বন্ধু, দেবতারা আপনার মঙ্গল করুন। আশা করি, যে তরবারি আমাকে দিলেন, তার জন্য আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

রাজা অ্যালসিনস তাঁকে একটা সুন্দর সোনার বাটি উপহার

BanglaBook.org

দিলেন, আর প্রজারা দিতে লাগল অসংখ্য উপহার। রাতের আঁধার নেমে আসার আগেই ওডিসিউস নানা ধরনের উপহার পেয়ে গেলেন আর তা রাজার কর্মচারীরা প্রাসাদে বয়ে নিয়ে গিয়ে রানীর কাছে জমা রাখলে।

উপহারগুলো বাক্সে বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গেলে রানী ওডিসিউসকে ডেকে বললেন ঃ

—বাক্সগুলো ঠিকমত বাঁধা হোল কিনা আপনি একবার দেখে নেবেন। নতুবা জাহাজে করে যাবার সময় আপনার জিনিসপত্র চুরি যেতে পারে।

রানীর কথামত ওডিসিউস সেই উপহারের বাক্সগুলো এমন এক ধরনের গিঁট দিয়ে বাঁধলেন যে কেউ তা খুলতে পারবে না। সার্সি তাঁকে এ ধরনের গিঁট বাঁধতে শিখিয়েছিল।

তারপর গরম জলে স্নান করে নতুন পোশাক পরে তিনি ভোজকক্ষে হাজির হলেন।

এখানে একটা থামের পাশে অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী নৌসিকা দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুন্দর পোশাকে ওডিসিউসকে দেখে তিনি বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ

—দৈব আপনার ওপর সুপ্রসন্ন, বন্ধু! তবে আমি আশা করি যে, দেশে ফিরে আপনি আমার কথা মাঝে মাঝে মনে করবেন, কারণ আমিই তো প্রথম আপনাকে সাহায্য করি।

উত্তরে ওডিসিউস বললেন ঃ

—রাজকুমারী, ঈশ্বরের ইচ্ছেয় আমি যদি দেশে ফিরে যেতে পারি, তাহলে আমি আমার বাকী জীবনটা কিছুতেই আপনাকে মনে না করে থাকতে পারব না। সত্যিকথা বলতে কি, আপনিই আমার জীবন দান করেছেন।

এই বলে তিনি রাজার পাশে বসলেন। রাজার প্রিয় চারণ কবি তখন বীণায় তার বাঁধছেন। ট্রয় যুদ্ধের কাহিনী তিনি গাইবেন।

BanglaBook.org

নাচ ও গানের মধ্যে রাতের আহার শেষ হলে রাজা চারণ কবিকে গান গাইতে আদেশ করলেন। চারণ কবি ওডিসিউসের জীবনকাহিনী তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুললেন। ট্রয়ের যুদ্ধ, ওডিসিউসের সেই যুদ্ধে যোগদান, কাঠের ঘোড়ার কাহিনী—সবই চারণ কবি বর্ণনা করলেন।

গান শেষ হলে ওডিসিউস ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তাঁর সেই কান্না লক্ষ্য করে রাজা অ্যালসিনস তাঁর চারণ কবিকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ

—কবি, তোমার গান এবার বন্ধ কর। এতো দুঃখের কথা অতিথি সহ্য করতে পারছেন না। যে অতিথিকে আনন্দ দেবার জন্য আমরা এই গানের আয়োজন করেছি, তিনিই যদি আনন্দের বদলে দুঃখ পান তাহলে সে গানের আর প্রয়োজন কি! তবে মান্যবর অতিথি, আপনাকেও আমার কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আছে। আশা করি, তার সদুত্তর আপনি দেবেন। আপনার নাম কি? কোথায় আপনার জন্ম? আপনার পিতৃপরিচয় কি? পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে গেছেন? আর কোন্ কোন্ জাতি দেখেছেন? এখন আপনাকে আমার নাবিকেরা ঠিক কোথায় নিয়ে যাবে? কেনই বা ট্রয়ের কাহিনী শুনে আপনার চোখে জল ঝরছে?

তখন ওডিসিউস তাঁর নিজের পরিচয়, ট্রয় যুদ্ধের কথা এবং তাঁর সুদীর্ঘ সমুদ্র ভ্রমণের খুঁটিনাটি বিবরণ দিলেন। সাইক্লোপদের কথা, সার্সির কথা, সবশেষে ক্যালিপসোর কথা বর্ণনা করে বললেন ঃ

—আমার দেশ ইথাকা খুব অনুর্বর বটে, কিন্তু সেটা মানুষ তৈরি করার উপযুক্ত দেশ। আমি দুনিয়ায় বহু জিনিস দেখেছি, কিন্তু নিজের দেশের চেয়ে অন্য কোন প্রিয়তর কিছুই নেই। তাই আর কালবিলম্ব না করে আমাকে স্বদেশে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন।

BanglaBook.org

আট

একটা শুভদিন দেখে কিসিয়ানদের জাহাজে চড়ে ওডিসিউস নিজের জন্মভূমির দিকে রওনা হলেন।

রাজা অ্যালসিনস ও তাঁর প্রজারা তাঁকে যে-সব উপহার দ্রব্য দিয়েছিলেন সেগুলো কাঠের বাক্সের মধ্যে ভরে রাখা হয়েছিল। সেগুলো জাহাজের একটা নিরাপদ স্থানে রাখা হোল।

রাজার অনুচরেরা ওডিসিউসের জন্যে জাহাজের ডেকের ওপরে একটা পুরু কম্বল আর তার ওপরে একখানা সাদা চাদর পেতে দিল!

জাহাজে উঠে ওডিসিউস সেই বিছানায় শুয়ে পড়লেন, আর জাহাজ যেমনি চলতে শুরু করল, সেই মুহূর্তেই তাঁর চোখে নেমে এলো যত রাজ্যের ঘুম। ঘুমন্ত ওডিসিউসকে নিয়ে জাহাজ তরঙ্গের দোলায় দুলতে দুলতে এগিয়ে চলল।

যখন আকাশে ভোরের তারা দেখা গেল, তখন জাহাজটা ইথাকার কাছে এসে গেছে। জাহাজের যাত্রা শেষ হোল।

ইথাকার সমুদ্রতীরের কাছে অন্তরীপের মত একটা নিরিবিলি জায়গা ছিল। সেখানে একটা প্রকাণ্ড অলিভ গাছ ছিল। আর গাছটার পাতাগুলো ছিল খুব দীর্ঘ। এই অলিভ গাছটার কাছেই ছিল একটা মহান্ পবিত্র গুহা। গুহার উত্তর-দক্ষিণে ছিল দুটো দরজা। উত্তরের দরজা দিয়ে মানুষ, আর দক্ষিণের দরজা দিয়ে দেবতা প্রবেশ করত।

সেই গুহার কাছেই কিসিয়ানরা তাদের জাহাজ নোঙর করলে। জাহাজটা এমনভাবে নোঙর করা হোল যে তার অর্ধেকটা

BanglaBook.org

তীরভূমিতে আটকে গেল। তখন নাবিকেরা কম্বলসুদ্ধ ঘুমন্ত ওডিসিউসকে তুলে তীরভূমিতে শুইয়ে দিল। বালির ওপরে শায়িত ওডিসিউসের তখনও ঘুম ভাঙল না।

তারপর তারা একে একে ওডিসিউসের উপহারের বাক্সগুলো নামিয়ে অলিভ-গুঁড়ির কাছে রেখে দিলে। তার ওপরে কিছু অলিভ পাতাও বিছিয়ে দেওয়া হোল যাতে কেউ না সেগুলো দেখতে পেয়ে চুরি করে।

সব কাজ শেষ হলে কিসিয়ানরা বাড়ি ফেরার জন্য রওনা হোল।

ওডিসিউসকে এভাবে নিরাপদে ইথাকায় পৌঁছে দেবার জন্যে সমুদ্রদেবতা পসাইডনের রাগটা শেষ পর্যন্ত কিসিয়ানদের ওপর গিয়ে পড়ল।

কিভাবে কিসিয়ানদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায়, সে বিষয়ে তিনি দেবরাজ জিউসের পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন ঃ

—দেবরাজ, সাগরের বুকে আমি কিসিয়ানদের ওই চমৎকার জাহাজটা ধ্বংস করতে চাই, যাতে ওরা আর কোনদিন পথিকদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার সাহস না করে। আর আমি ওদের শহরটাও উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘিরে দিতে চাই।

দেবরাজ জিউস উত্তরে বললেন ঃ—তা তুমি করতে পার।

দেবরাজের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে পসাইডন কিসিয়ানদের দেশে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন কিসিয়ানদের জাহাজটা তীরের অদূরে দেখা গেছে আর কিসিয়ানরা তীরে দাঁড়িয়ে জাহাজটার ফেরার অপেক্ষায় আছে। তাদের সকলের চোখ জাহাজটা ফিরে আসার পথের দিকে নিবদ্ধ। ঠিক সেই সময় পসাইডন তীর থেকে অল্প দূরে জাহাজটাকে হাতের এক আঘাতে পাহাড়ে পরিণত করে সাগরের বুকে গেঁথে দিলেন। আর সেই পাহাড়টা জাহাজের মত দেখতে হয়ে গেল। তারপর তিনি শহরের চারদিকে সারি সারি পাহাড় বসিয়ে দিলেন।

BanglaBook.org

জাহাজের মত দেখতে সেই পাহাড়টা আজও পৃথিবীর লোকের কাছে একটা চরম বিস্ময়!

এদিকে ওডিসিউসের যখন ঘুম ভাঙল তখন তিনি তার স্বদেশকে চিনতে পারলেন না। দেবী অ্যাথেনী সারা দেশটা এক অদ্ভুত ধরনের কুয়াশার আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। তাই ইথাকার পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, গাছপালা সবই ওডিসিউসের কাছে অপরিচিত মনে হোল।

তিনি দাঁড়িয়ে উঠে একবার চারদিক তাকিয়ে বললেন ঃ

—এ আমি কোথায় এলুম? এ কাদের দেশ? এটা অসভ্য বর্বরদের দেশ, না কোন সভ্য মানুষের দেশ? কি আশ্চর্য, কিসিয়ানরা আমাকে এ কোথায় রেখে চলে গেল? তাদের আমি সৎ লোক ভেবেছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি, তারা তো তা নয়। দেখি, আমার জিনিসগুলো সব ঠিক আছে কি না!

পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন যে তাঁর সমস্ত জিনিস ঠিকঠাক আছে, কিছুই খোয়া যায় নি। কিন্তু তবুও তাঁর মনে শান্তি এলো না। কোথায় তাঁর জন্মভূমি।—একথা ভেবে সমুদ্রের তীরে বসে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

ওডিসিউস যখন শোকাকুল হয়ে সমুদ্রতীরে বসে আছেন, ঠিক সেই সময় হোলো দেবী অ্যাথেনীর আবির্ভাব। তবে তিনি এলেন যুবকের ছদ্মবেশে।

ওডিসিউস দেখলেন তাঁর সামনে এক যুবক। তার সাজ-পোশাক দেখে তাঁকে রাজপুত্র বলেই মনে হয়। তাঁর হাতে একটা বর্শাও রয়েছে।

ছদ্মবেশী দেবী অ্যাথেনীকে দেখে ওডিসিউস বললেন ঃ

—আপনি নিশ্চয়ই আমার শত্রু নন। আপনাকে দেখে আমার বিশ্বাস হচ্ছে আপনার কাছে আমার জীবন ও সম্পদ্ নিশ্চয়ই নিরাপদ! এখন আমাকে বলুন, এ কোন দেশ? এটা কি কোন

BanglaBook.org

দ্বীপ, না কোন ভূখণ্ডের অংশ ? এখানকার লোকেরা বর্বর না সভ্য ? এদেশের লোকেদের নাম কি ?

মৃদু হেসে ছদ্মবেশী দেবী অ্যাথেনী উত্তর দিলেন ঃ

—হয় আপনি নির্বোধ, আর নয় তো সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে আপনার মাথা খারাপ হয়েছে। তাই এদেশের নাম জিজ্ঞাসা করছেন। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি লোকের মুখে মুখে এদেশের নাম ছড়িয়ে আছে। দেশটা অবশ্য সেরকম উর্বর বা সমৃদ্ধ নয়, তাহলেও এখানে ধান জন্মায় আর এখানকার তৃণক্ষেত্র অপূর্ব। তাই গরু-ছাগল এদেশে যত চরে বেড়ায়, অন্য কোথাও এতো গরু-ছাগল নেই। এখানকার বনভূমি বহুলোকের কাম্য। তাই এমনকি সুদূর ট্রয়দেশেও ইথাকার নাম লোকের মুখে মুখে।

ইথাকার নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওডিসিউসের অন্তর আনন্দে ভরে উঠল। কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করে চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে উত্তর দিলেন ঃ

—ক্রীট দ্বীপেও আমি যে ইথাকার নাম শুনি নি তা নয়। আমাকে একটা খুনের দায়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। খুন করে যে সব জিনিস লুঠ করেছি, তা ওই অলিভ গাছের তলায় রয়েছে। তারপর একটা ফিনিসিয়ান জাহাজে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়ি। সেই জাহাজের নাবিকেরা যখন এদেশের তীরভূমিতে আহারের জন্য নেমেছিল, ঠিক সেই সময় আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, আর তারা আমাকে ফেলে রেখে পালায়।

ওডিসিউসের এই কথা শুনে ছদ্মবেশী যুবক হেসে ফেললেন। ধীরে ধীরে তাঁর চেহারার পরিবর্তন হোল, এবং তিনি এবার একজন সুন্দরী মহিলার বেশে দেখা দিয়ে উত্তর দিলেন ঃ

—তুমি কি শয়তান, ওডিসিউস ! চাতুরীতে তুমি যে আমাকেও হার মানিয়েছ ! যাক, যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি এই

BanglaBook.org

ভেবে যে তুমি আমাকে চিনতে পারলে না কেন? আমি তো তোমার সঙ্গে সর্বক্ষণই রয়েছি। তুমি যাতে নিরাপদে দেশে ফিরে আসতে পার, তার সমস্ত ব্যবস্থাও তো আমি আগাগোড়াই করেছি। যাহোক, এখন ধৈর্য ধর, কাউকে বোলো না যে তুমি দেশে ফিরে এসেছ। সকল লাঞ্ছনা ও অপমান এখন মুখ বুজে সহ্য করো।

দেবী অ্যাথেনীর কৃপায় এবার কুয়াশা মিলিয়ে গেল আর ইথাকার গ্রামাঞ্চল নজরে পড়ল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নয়

ইথাকার মাটি দেখে ওডিসিউসের মনে আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না।

এই তাঁর স্বদেশ—জন্মভূমি।

আনত হয়ে ওডিসিউস স্বদেশের মাটি চুম্বন করলেন।

এমন সময় দেবী অ্যাথেনী আবার বললেন ঃ

—বৎস! তোমার সামনে এখনও অনেক বিপদ। এখন আমি যা বলছি তা মন দিয়ে শোন। প্রথমে তোমার মূল্যবান্ উপহারগুলো ওই পরিত্যক্ত গুহার নিরালা কোণে রেখে দাও। তারপরে আরও কি করতে হবে তা বলব।

এই বলে দেবী গুহার অন্ধকারে অদৃশ্য হলেন।

উপহারগুলো গুহার মধ্যে রাখা হলে দেবী অ্যাথেনী একখণ্ড পাথর দিয়ে গুহার মুখটা বন্ধ করে দিলেন।

এরপর অলিভ গাছের তলায় বসে দেবী অ্যাথেনী ওডিসিউসকে বললেন ঃ

—ওডিসিউস, তুমি কৌশলী লোক। যে একদল বদমাইশ তোমার প্রাসাদে যথেচ্ছ অত্যাচার করছে আর তোমার পুত্রকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজছে তাদের সাথে তুমি কি করে যুঝবে?

ওডিসিউস বললেন ঃ

—হে দেবী, আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, আপনি আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ বাতলে দিন। আপনি যদি আমার পাশে থাকেন, তাহলে আমি দুনিয়ার কাউকেই ভয় করি না।

দেবী অ্যাথেনী বললেন ঃ

BanglaBook.org

—অবশ্যই আমি তোমার সহায় হবো। তুমি যে আমার বড় প্রিয় ভক্ত। ছাখ, আমি তোমাকে এমনভাবে বদলিয়ে ফেলব যে তোমাকে কেউ চিনতেও পারবে না। তোমার মসৃণ চামড়া শুকিয়ে যাবে, তোমার মাথায় চুলও থাকবে না। এমন জীর্ণ কাপড় আমি তোমাকে পরাব যে লোকে ঘৃণায় পিছিয়ে যাবে। আর তোমার চোখের জ্যোতি হবে ম্লান। তোমার স্ত্রী, বা তোমার ছেলে টেলিমেকাস কেউ তোমাকে চিনবে না। সবাই তোমাকে একটা বাউণ্ডুলে ভিখারী বলে জানবে। এখন তোমাকে প্রথমেই দেখা করতে হবে তোমার কর্মচারী শূকর-পালকের সাথে। সে যখন শূকর চরাতে যাবে, তুমি তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তার কাছ থেকে বাড়ির সব খবর জেনে নেবে ও তার আস্তানায় আশ্রয় নেবে। এদিকে আমি টেলিমেকাসকে ইথাকায় ফিরিয়ে নিয়ে আনতে স্পার্টায় যাব। সেখানে সে তোমার খবরাখবর নিতে, বিশেষ করে তুমি আদৌ বেঁচে আছ কিনা তা জানতে গেছে।

এই বলে দেবী অ্যাথেনী তাঁর লাঠি দিয়ে ওডিসিউসকে আঘাত করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ওডিসিউসের মসৃণ চামড়া শুকিয়ে গেল, মাথার চুল খসে পড়ল, সারা দেহ জরা আর বার্ধক্যে ছেয়ে গেল, চোখের জ্যোতিও ম্লান হয়ে গেল। তাঁর পোশাকও জীর্ণ হয়ে ধুলোকাদায় ভরে গেল। দেবী তাঁর পিঠে একটা হরিণের চামড়াও চাপিয়ে দিলেন। সবশেষে দেবী ওডিসিউসের হাতে একটা লাঠি দিলেন। এখন ওডিসিউসকে আর কেউ ওডিসিউস বলে চিনতে পারবে না। ভাববে সে একজন অজানা-অচেনা নিঃস্ব বুড়ো ভিখারী।

এভাবে সবকিছু ঠিকঠাক করে দেবী অ্যাথেনী টেলিমেকাসকে আনতে স্পার্টায় রওনা হলেন, আর ওডিসিউস অসমতল বনের পথ ধরে পাহাড়ের ওপর দিয়ে লাঠি ঠুকঠুক করে হাঁটতে হাঁটতে শূকর-পালকের সামনে পৌঁছোলেন।

BanglaBook.org

দশ

ওডিসিউস যখন শূকর-পালকের গৃহে পৌঁছলেন, তখন তাঁর কুকুরগুলো হঠাৎ তাঁকে ভিখারীবেশে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে আক্রমণ করতে ছুটে এল।

ওডিসিউস তাড়াতাড়ি বসে পড়ে লাঠিটা ফেলে দিলেন। কিন্তু তাতেও কুকুরগুলো শান্ত হোল না। শূকর-পালক কুকুরের চিৎকার শুনে ছুটে এসে ফটকের কাছে গিয়ে কুকুরগুলোকে শান্ত করলে।

মনিব ওডিসিউসকে বুড়ো ভিখারীর বেশে দেখে সে চিনতে পারল না। তাই সে বললে ঃ

—ওহে বুড়ো কর্তা! খুব অল্পের জন্যে রক্ষে পেয়েছ। আমি সময়মত না এসে পড়লে কুকুরগুলোর হাতে তোমার যে আজ কি হাল হোত তা ভাবতেও গা শিউরে উঠে। আর সবাই এজন্য আমাকে দোষ দিত। এসো, আমার ঘরে গিয়ে প্রথমে কিছু খেয়ে নাও। তারপর কে তুমি, কোথা থেকে আসছ, সে সব কথা শুনব।

ওডিসিউসকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে শূকর-পালক পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জানালে।

এই সমাদরে পুলকিত হয়ে ছদ্মবেশী ওডিসিউস বললেন ঃ

—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!

শূকর-পালকের নাম ইউসিয়াস।

সে বললে ঃ

—ভিখারী আর অতিথি হচ্ছে নারায়ণ। তারাই ভগবান। তাই তাদের সমাদর না করে পারি না।

এই বলে সে শূকরের খোঁয়াড় থেকে দুটো বেশ হৃষ্টপুষ্ট শূকরের

BanglaBook.org

বাচ্চা নিয়ে এসে তাদের জবাই করলে, আর সেই শূকরমাংস বেশ করে রেঁধে অতিথিকে খেতে দিলে।

খেতে খেতে ওডিসিউস তাঁর নিজেরই কথা শূকর-পালকের মুখে শুনতে লাগলেন। তাই আহারের শেষে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ

—যে মনিবের তুমি এতো প্রশংসা করছ তাঁর নাম কি? তুমি বলছিলে যে ট্রয় যুদ্ধের তিনি একজন মস্ত বড় যোদ্ধা ও নায়ক। মনে হচ্ছে, আমি যেন তাঁকে চিনি এবং তাঁকে দেখেছিও। পৃথিবীর সঙ্গে তো আমার অনেক দিনের চেনা-পরিচয়!

উত্তরে শূকর-পালক বললে ঃ

—ওডিসিউসের সংবাদ নিয়ে যে ভবঘুরেই আসুক না কেন, কেউ তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে বিশ্বাস করাতে পারবে না। অনেক ভিখারীই কিছু জামা-কাপড় পাবার লোভে অনেক মিথ্যে কথাই বলে যায়। তবে এটা ঠিক, আমার মনিব ওডিসিউস আর বেঁচে নেই। তাঁর মৃত্যুতে কারুরই কিছু এসে যাবে না, কেবল ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশী আমার। অমন দয়ালু মনিব আমি যেখানেই যাই না কেন, পাব না। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, আমি এখনও তাঁকেই আমার মনিব বলে মানি ঃ

উত্তরে ওডিসিউস বললেন ঃ

—বন্ধুবর, আপনি যখন বিশ্বাস করতে চাইছেন না, তখন আমাকে বাধ্য হয়েই শপথ করতে হচ্ছে যে ওডিসিউস এবার সত্যসত্যই ফিরে আসছেন। যতক্ষণ না তিনি এখানে আসছেন, ততক্ষণ আমি কোন পুরস্কারই নোব না। ঈশ্বরের নামে আমি শপথ করছি যে, এই বছরেই ওডিসিউস ইথাকায় ফিরে আসবেন, আর যারা তাঁর স্ত্রী-পুত্রের ওপরে অত্যাচার করছে, তাদের চরম শাস্তি দেবেন।

একথার কি উত্তর দেবে শূকর-পালক ইউসিয়াস?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সে শুধু বললে ঃ

BanglaBook.org

—তাহলে এই পুরস্কার তোমাকে আর কোন দিন নিতে হবে না। ওডিসিউস কোনদিনই আর তাঁর নিজের বাড়িতে ফিরে আসবেন না। কিন্তু যাক সে-কথা। এখন আমরা অন্য কথা বলি। আমাকে আর আমার মর্ম-বেদনার কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন না। কারণ আমার মনিব রাজার কথা মনে করিয়ে দিলে আমার বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে ওঠে। যখন মনে পড়ে রাজকুমার টেলিমেকাস আর তাঁর সুন্দর স্বাস্থ্য, তাঁর অতুলনীয় রূপের কথা, তখন বুকটা গর্বে ভরে ওঠে। কিন্তু কি যে মতিচ্ছন্ন হল তাঁর, তিনি চলে গেলেন তাঁর বাপের খবর নিতে সুদূর স্পার্টা রাজ্যে। এদিকে তার শত্রুরা প্রাসাদ দখল করেছে, আর ওত পেতে রয়েছে তাঁকে খুন করার জন্যে। এখন আপনি বলুন তো, আপনি কে, কোথা থেকে আসছেন? আর এই ইথাকায় আপনি নিশ্চয়ই জাহাজে করে এসেছেন?

ওডিসিউস উত্তর দিলেন ঃ

—সব কথাই আপনাকে বলব। তবে সারা বছর যদি এখানে বসে আপনাকে আমার কথা বলি, তাহলেও আমার দুঃখকষ্টের কাহিনী ফুরোবে না।

তবে মোটামুটি এই শুনে রাখুন যে ক্রীট দ্বীপে আমার জন্ম। ধন সম্পত্তি আমার বিস্তর ছিল, কিন্তু যুদ্ধের নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল। আমি বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ করতে যাই। সেই সব স্থানেই ওডিসিউসের কথা শুনি যে তিনি প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে ইথাকায় ফিরছেন। তারপর আমি একটা জাহাজে আশ্রয় নিই। সেসময় নাবিকেরা আমাকে ক্রীতদাসরূপে বেচবার জন্যে এই সব ছেঁড়া পোশাক পরিয়ে দেয়, আর আমার মূল্যবান্ পোশাক খুলে নেয়। ইথাকায় এসে আমাকে জাহাজের এক স্থানে বেঁধে যখন তারা তীরে আহারাদি করছিল, সেসময় আমি বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়ে আসি।

ওডিসিউস তাঁর কথা শেষ করলে শূকর-পালক বললে ঃ

—আপনার সব কথাই আমি বিশ্বাস করেছি, কেবল আমার

BanglaBook.org

মনিব ওডিসিউস সম্বন্ধে আপনি যা বললেন তা আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না বলে আমাকে মাপ করবেন।

তাদের মধ্যে আর কোন কথাবার্তা হোল না।

রাতের দিকে ওডিসিউস একটা কম্বল চেয়ে নিলেন।

শূকর-পালক কম্বলটা দিয়ে বললে ঃ

—আমার একটা মাত্র কম্বল আছে, তাই সকালে আপনাকে কম্বলটা ফেরত দিতে হবে। রাতে আমার ওটার দরকার নেই।

এরপর শূকর-পালক ওডিসিউসকে শুতে বলে হাতে তরবারি নিয়ে বাইরে শূকরদের পাহারা দেবার জন্যে বেরিয়ে গেল। এই ছিল তার নিত্য কর্তব্য।

ওডিসিউস তাঁর শূকর-পালকের কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে মনে মনে সন্তুষ্ট হলেন।

পরের দিন সকালে ওডিসিউস ঘুম থেকে উঠেই শূকর-পালকের কাছে বিদায় নেবার সময়ে বললেন ঃ

—আপনার অন্নধ্বংস করতে আর চাই না। রাতটা এখানে বেশ কাটালুম। কিন্তু এখানে আর নয়। এবার আমাকে শহরের পথ বলে দিন। আমি ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করি তো। আর এই নিন আপনার কম্বল।

এই বলে ওডিসিউস তাঁর গায়ের কম্বলখানা বিছানার ধারে রেখে দিলেন।

শূকর-পালক বললে ঃ

—কিন্তু আপনি আর কয়েকদিন অপেক্ষা করলে পারতেন। মহান্ ওডিসিউসের ছেলে টেলিমেকাস শীঘ্রই এসে যাবেন। তিনি দয়ালু ও অতিথিবৎসল। তিনি এলে আপনার কোন দুঃখ-কষ্ট থাকবে না, প্রচুর জামা-কাপড়ও আপনি পাবেন।

—বেশ, আপনি যখন থাকতে বলছেন, আমি না হয় থেকেই যাব। তবে আমাকে একবার ওডিসিউসের মা-বাবার খবর দিন।

BanglaBook.org

তিনি তো তাঁদের বৃদ্ধবয়সে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা কি এখনো বেঁচে আছেন, না মরে গেছেন ?

একথা শুনে শূকর-পালক অশ্রু বিসর্জন করলে, তারপর একটু থেমে চোখ মুছে বললে ঃ

—ওডিসিউসের বাবা বেঁচেও মরে আছেন। পাগলের মত তিনি ঘুরে বেড়ান আর তাঁর নিরুদ্দিষ্ট ছেলের কথা বলেন, কখনো খান, কখনো খান না, পোশাক-পরিচ্ছদও পরেন না। শীতের দিনেও গায়ে একটুকরো ছেঁড়া পোশাক পরে ঘুরে বেড়ান। তাঁর দুঃখের কথা আর বলা যায় না। মা তো কেঁদে কেঁদে মারাই গেলেন। তিনি অতি দয়াবতী মহিলা ছিলেন। আমাকে খুব আদর-যত্ন করতেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি আমাকে নিজের ছেলের মতই পালন করেছেন।

ছদ্ম-বিস্ময় প্রকাশ করে ওডিসিউস জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—বাল্যকাল থেকেই তাহলে আপনি এখানে আছেন? আপনার বাড়ি কোথায় ? কি করে এদেশে এলেন ? আপনার কে কে আছে ?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শূকর-পালক বললে ঃ

—সেও এক অতি দুঃখের ইতিহাস। আমার বাবা একটা দ্বীপের রাজা ছিলেন। যে ধাই-মা আমাকে দেখাশুনা করত, একদিন সে আমাকে বেচে দেবার জন্যে আমাকে নিয়ে একটা জাহাজে করে পালিয়ে যায়। বজ্রাঘাতে সেই ধাই-মার জাহাজেই মৃত্যু হয়, কিন্তু আমি মুক্তি পাই না। সেই জাহাজের নাবিকেরা ওডিসিউসের বাবার কাছে আমাকে বেচে দিয়ে মোটা টাকা নিয়ে চলে যায়। সেই থেকেই আমি এখানে আছি।

এইরকম গল্প করতে করতে সেদিনটা কেটে গেল।

পরের দিন সকালেই টেলিমেকাসের জাহাজ এসে ইথাকার উপকূলে পৌঁছল।

কিন্তু তিনি সরাসরি প্রাসাদে না গিয়ে শূকর-পালকের আস্তানায় উঠলেন।

BanglaBook.org

এগার

সদর দরজায় টেলিমেকাস এসে দাঁড়ালে ওডিসিউস শূকর-পালককে বললেন ঃ

—আপনার সদরে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে ওই আগন্তুক আপনার খুবই পরিচিত, কেননা কুকুরদের কোন সাড়াশব্দ নেই।

কথাটা শুনেই শূকর-পালক তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল।

ফটকে সে টেলিমেকাসকে দেখেই আনন্দে গদগদ। তাঁর কপালে চুম্বন করে, তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে করতে শূকর-পালক তাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে এলো।

টেলিমেকাসকে দেখেই ওডিসিউস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গেলে তিনি ইঙ্গিতে তাঁকে নিষেধ করে বললেন ঃ

—এখানে আমার বসার জায়গার অভাব নেই।

সঙ্গে সঙ্গে একজন ক্রীতদাস টেলিমেকাসকে একটা আসন দিয়ে গেল।

শূকর-পালকের দিকে চেয়ে টেলিমেকাস প্রশ্ন করলেন ঃ

—এখনও কি শত্রুরা আমাদের প্রাসাদে অত্যাচার চালাচ্ছে? মা পেনিলোপির অবস্থাই বা কেমন?

—শত্রুরা আপনাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু আপনি সরাসরি প্রাসাদে না গিয়ে এখানে এসে পড়ায় তাদের তা সুবিধে

BanglaBook.org

হোল না। ওদিকে আপনার মা তো আপনার জন্যে কেঁদে কেঁদে দিন কাটাচ্ছেন। যাই, আপনার মাকে আপনার আসার সংবাদ দিয়ে আসি গে।

—হ্যাঁ, এখুনি যাও। কিন্তু আমার এখানে আসার কথা আর কেউ যেন জানতে না পারে।

—কেন, তোমার ঠাকুর্দাকে জানাব না? সে বুড়োর যে কি অসহায় অবস্থা তা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না!

টেলিমেকাস নিষেধ করে বললেন ঃ

—না, না, ও কাজ কোরো না, তাহ'লে জানাজানি হয়ে যাবে। তুমি শুধু মাকেই খবরটা দিয়ে এসো। আচ্ছা, এই অতিথিটি কে? এঁকে তো চিনি না।

—উনি ক্রীট দ্বীপের অধিবাসী বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। জাহাজডুবি হওয়াতে ওঁকে বহু দেশ ঘুরে এখানে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছে। উনি এখন আপনার দয়ার মুখ চেয়ে আছেন।

টেলিমেকাসের মুখে একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠল। তিনি বললেন ঃ

—একথা বলে এখন আমাকে লজ্জা দিয়ো না, কাকা। আমার এখনকার অবস্থা তো জানই। নিজেদের প্রাসাদ আজ শত্রুদের কবলে। আর মা'ও প্রায় বন্দিনী। এখন ওঁর কি সাহায্য আমরা করতে পারি? কথা দিচ্ছি, সুদিন এলে ওঁকে নিশ্চয়ই আমরা সাহায্য করব।

শূকর-পালক প্রাসাদের দিকে চলে গেল।

এই সময় দেবী অ্যাথেনী দরজার পাশে এসে এমনভাবে দাঁড়ালেন যে তাঁকে ওডিসিউস ছাড়া আর কেউ দেখতে পেলে না।

তিনি ওডিসিউসকে ইশারা করে বাইরে আসতে বললেন।

বাইরে দেয়ালের কাছে উভয়ের দেখা হোল।

দেবী বললেন ঃ

BanglaBook.org

—বৎস, এবার তোমার ছেলের কাছে আত্মপ্রকাশ করার সময় এসেছে। তাকে তোমার সঠিক পরিচয় দাও, আর তোমার শত্রুদের ধ্বংস করার উপায় ঠিক কর। অবশ্য আমি তোমার সাথে সাথেই আছি, ভয় নেই।

কথা বলতে বলতে দেবী অ্যাথেনী তার লাঠি দিয়ে ওডিসিউসকে মৃদু আঘাত করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আবার তাঁর চেহারা বদলে গেল। তাঁর দেহে ফিরে এলো যৌবনের শক্তি, তোবড়ানো গাল আবার পুরে গেল, আর দাড়িও কালো হয়ে গেল। কোথায় গেল তার বুড়ো চেহারা!

এভাবে ওডিসিউস-এর যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে দেবী অদৃশ্য হলেন।

ওডিসিউস ফিরে এলেন শূকর-পালকের কুটিরে।

তাঁর দিকে চেয়েই টেলিমেকাস অবাক্ হয়ে গেলেন।

তাঁর মনে ভয় এল, আর সাথে সাথে ভক্তি এল। ভাবলেন, কোনো দেবতা তাঁকে ছলনা করতে এসেছেন। তাই ভক্তি-মেশানো সুরে তিনি বলে উঠলেনঃ

—আপনি কে? আপনি তো আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন! নিশ্চয়ই আপনি কোন দেবতা, আমাকে ছলনা করতে এসেছেন! আপনার আগের সেই চেহারা নেই, আপনার রঙও বদলে গেছে, আপনার পোশাক রাজার মত। আপনার আমি পূজো দেবো, গ্রহণ করুন।

ধীর গলায় ওডিসিউস উত্তর দিলেনঃ

—কেন তুমি আমাকে দেবতা বলে ভাবছ? বিশ্বাস কর, আমি কোন দেবতা নই। আমি তোমার সেই নিরুদ্দিষ্ট হতভাগ্য পিতা ওডিসিউস—যে পিতা তোমাদের এতো দুঃখের কারণ।

এই বলে তিনি পুত্রকে চুম্বন করলেন। তাঁর চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। এতো দুঃখ-কষ্টের নায়ক ওডিসিউস আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না।

BanglaBook.org

টেলিমেকাস কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, আগন্তুক তাঁর বাবা।

তাই তিনি বললেন ঃ

—না, আপনি আমার বাবা নন। আপনি ওডিসিউস নন। আপনি দেবতা, আমাকে ছলনা করতে মর্ত্যধামে নেমে এসেছেন।

—কেন তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না, টেলিমেকাস? নিশ্চিত জেনো, উনিশ বছর ধরে দুর্ভাগ্যের বোঝা বয়ে আমি তোমার বাবা আজ সত্যিই ফিরে এসেছি। আর আমার চেহারা বদলের কথা বলছ? এসব দেবী অ্যাথেনীর কৃপায় হয়েছে। তুমি কি জান না, আমি তাঁর পরম ভক্ত; তিনিই আমাকে বিপদে-আপদে বাঁচিয়েছেন। তাঁর পরামর্শেই আমি কখনও বুড়ো, কখনো যুবক, কখনো ছেঁড়া পোশাক-পরা ভিখারী আবার কখনো মূল্যবান্ পরিচ্ছদে সজ্জিত যুবক।

সন্দেহ দোলায় দুলতে দুলতে টেলিমেকাস শেষে বাপকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললেন।

বহুক্ষণ ধরে তাঁরা পিতা ও পুত্র চুপচাপ বসে রইলেন। কখন দিন শেষ হয়ে গেল, সূর্য অস্ত গেল তা কেউই বুঝতে পারলেন না।

হঠাৎ একসময় টেলিমেকাস প্রশ্ন করলেন ঃ

—আপনি কোন্ জাহাজে ইথাকায় এলেন? পায়ে হেঁটে আসা তো সম্ভব নয়?

—দেবী অ্যাথেনীর কৃপায় কিসিয়ানদের জাহাজে করে আমি এখানে এসেছি। তারা আমায় যে সব উপহার দিয়েছিল সেগুলো গুহার মধ্যে রেখে এসেছি। সেগুলো খুব মূল্যবান্।

এখন তুমি আমাকে শত্রুদের নাম বল, আর তারা সংখ্যায় বা কতজন? তাহলে বুঝতে পারব তাদের আমরা একাই শেষ করে ফেলতে পারব কি না, অথবা আমাদের বাইরে থেকে কোন সাহায্য নিতে হবে।

BanglaBook.org

টেলিমেকাস প্রবীণের মত উত্তর দিলেন ঃ বাবা, যোদ্ধা হিসেবে আপনার নাম আমি অনেক শুনেছি। আরও শুনেছি যে আপনি খুব বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ। কিন্তু এবার আপনার সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি টিকবে না। শত্রুরা সবাই খুব ভাল যোদ্ধা। তারা সংখ্যায় অনেক। তাছাড়া তাদের চাকর-বাকরও অজস্র। আমাদের প্রাসাদ তারা অধিকার করে পরম আনন্দে দিন কাটাচ্ছে।

ওডিসিউস উত্তরে বললেন ঃ

—তবে এক কাজ করো। সকাল হতে না হতেই প্রাসাদে ফিরে গিয়ে শত্রুদের সঙ্গে দেখা করো। কিন্তু আমি যে ফিরেছি একটা প্রাণীও যেন তা না জানে। পিতা লেয়ার্টিস, ইউসিয়াস বা পেনিলোপি পর্যন্ত যেন আমার ফেরার কথা না জানতে পারে। পরে ইউসিয়াস আমাকে শহরে নিয়ে যাবে, অবশ্য দেবীর কৃপায় আমি দরিদ্র ভিখারীর বেশেই সেখানে যাব। যদি আমার প্রতি কেউ দুর্ব্যবহার করে, তাহলে তুমি তা সহ্য করবে। এমন কি আমাকে যদি কেউ অস্ত্রাঘাত করতে আসে তাহলেও তোমার কিছু করার দরকার নেই। অবশ্য তুমি মৃদু প্রতিবাদ করতে পার এই পর্যন্ত। তবে তারা তোমার কথা শুনবে না, কারণ তাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। আর আমার ইশারা পেলেই তুমি প্রাসাদের দরবার-কক্ষে যে সব অস্ত্রশস্ত্র দেখবে তা সরিয়ে ফেলে গুদাম বন্ধ করে দেবে। যদি কেউ এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে, একটা ছল-ছুতো করে তাকে অস্ত্র-সরাবার কারণ বুঝিয়ে দিবে। দেখো যেন এতে ভুল না হয়। তবে আমাদের দুজনের জন্যে কিছু অস্ত্রশস্ত্র আলাদা সরিয়ে হাতের কাছে লুকিয়ে রেখে দিও, যাতে সময়মত আমরা সেগুলো পেতে পারি।

টেলিমেকাস পিতার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার শপথ নিলেন।

BanglaBook.org

বার

এদিকে প্রাসাদের মধ্যে কিভাবে রটে গেছে যে টেলিমেকাস স্পার্টা থেকে ফিরে এসেছেন।

খবরটা শুনেই শত্রুরা সবাই একত্রে দরবার-কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে প্রাসাদের ফটকের সামনে জড়ো হোল। তাদের দলের নেতা ছিল ইউরিসেকাস নামে একজন রাজবংশীয় যুবক।

অন্যান্য যুবকদের উদ্দেশ করে সে বললে ঃ

—টেলিমেকাস তা'হলে নিহত হয় নি। আমরা যে গুপ্তঘাতককে ওত পেতে থাকতে বলেছিলুম, সে একজন অপদার্থ।

অ্যান্টিনাস উত্তর দিলে ঃ

—তা নয়! টেলিমেকাস যে জাহাজে করে এসেছে, সেই জাহাজ বন্দরে না থেমে তাকে অন্য কোথায়ও নামিয়ে দিয়েছে। ওই দেখ একটা জাহাজ মাঝদরিয়ার দিকে ফিরে যাচ্ছে।

সবাই চেয়ে দেখলে একটা বিদেশী জাহাজ উপকূল ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

একজন বললে ঃ

—কিন্তু আমাদের হাত থেকে টেলিমেকাসের রেহাই নেই। এখন আমাদের একটা কিছু করতেই হবে।

অ্যাস্কিনোমাস নামে একজন বীর শয়তান যুবক বললে ঃ

—বন্ধুগণ, আমি এখুনি টেলিমেকাসকে বধ করতে চাই না। সবচেয়ে আগে আমাদের উচিত হবে দেবতাদের ইচ্ছে জানা। তাঁরা যদি আমাদের কাজ সমর্থন করেন, তা'হলে আমি নিজেই তাকে

BanglaBook.org

হত্যা করব, আর তাঁরা যদি তা না করেন, তা'হলে আমি আপনাদের একাজ থেকে বিরত হতে পরামর্শ দেব।

অ্যাস্কিনোমাসের কথা সকলেই সমর্থন করলো।

ঠিক এই সময়ে রানী পেনিলোপি সেখানে সহসা হাজির হয়ে শত্রুদের বললেন ঃ

—আপনারা আমার অন্ন ধ্বংস করছেন আর আমার ছেলেকে হত্যা করবেন বলেছেন। এ কী ধরনের নীচতা আপনাদের? যে ওডিসিউস একদা আপনাদের অনেককেই ছেলের মত ভালবাসতেন, তাঁরই সন্তানকে আজ আপনারা হত্যা করার মতলব করছেন। ছি, ছি, আপনারা নরাধম!

এর পরে কিছুক্ষণের জন্যে চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতা। কারুর মুখে কোন কথা নেই।

এবার ইউরিসেকাস উঠে দাঁড়াল। সে সর্বদাই চিন্তা করছিল কি করে টেলিমেকাসকে হত্যা করা যায়। এখন সে বললে ঃ

—দেখুন রানী, মিথ্যে ভাবনা করে লাভ নেই। দেবতাদের ইচ্ছে না হলে কারুর সাধ্যি নেই যে টেলিমেকাসের গায়ে হাত দেয়। আর যদি কেউ দেয়, তাহলে আমিই তরবারির এক আঘাতে তার মুণ্ডচ্ছেদ করব। আপনার কোন ভয় নেই। তবে যদি দেবতারা টেলিমেকাসের হত্যা চান, তা'হলে আমার করার কিছুই নেই।

একথা শুনে রানী পাগলিনীর মত ছুটে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

শত্রুরা সবাই যে যার জায়গায় ফিরে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

তের

সকালে শূকর-পালক প্রাসাদ থেকে ফিরে আসছিল।

তা দেখে দেবী অ্যাথেনী ওডিসিউসকে আবার লাঠির আঘাত করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে টেলিমেকাসের চোখের সামনেই ওডিসিউস একজন বুড়ো ভিখিরীতে পরিণত হলেন। সেই জীর্ণ, নোংরা পোশাক, সেই পাকা দাড়ি আর তোবড়ানো গাল।

শূকর-পালক টেলিমেকাসকে প্রাসাদের সংবাদ দিলে। তা শুনে টেলিমেকাস বললেন ঃ

—কাকা, আমি প্রাসাদে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে তুমি এই বুড়োকে শহরে নিয়ে এসো। সেখানে তবুও ওর কিছু কিছু ভিক্ষে জুটবে, কিন্তু এখানে শুধু বসে বসে খেলে ক'দিন চলবে বল ?

ওডিসিউস বললেন ঃ

—আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছিলাম।

তারপর টেলিমেকাসকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন ঃ

—আপনি আগে চলে যান। আপনার আদেশমত উনি আমাকে নিয়ে যাবেন। আমার জামাকাপড়ের যা জীর্ণ অবস্থা তাতে রোদ্দুর ওঠার আগে শহরে যাওয়া আমার ঘটবে না।

প্রাসাদে ফিরে টেলিমেকাস সোজা অন্দরে মার কাছে গেলেন। তিনি ছেলের কুশলসংবাদ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—বাছা, তোমার বাবার কোন সংবাদ পেয়েছ কি ?

—সঠিক সংবাদ কিছু না পাওয়া গেলেও তিনি যে বেঁচে আছেন,

BanglaBook.org

তা জানতে পেরেছি। অনেকে বলে, তিনি হয়তো এতক্ষণে ইথাকায় পৌঁছে গেছেন।

মায়ে-পোয়ে এরকম কথাবার্তা যখন চলছে, তখন শত্রুরা প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে নানাবিধ খেলাধুলোয় উন্মত্ত। কেউ বা বর্শা ছুড়ছে, কেউ বা তরবারি নিয়ে খেলা করছে।

টেলিমেকাস তাদের মধ্যে দিয়ে বর্শা হাতে বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে শূকর-পালক ওডিসিউসকে গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছিলো।

সে ওডিসিউসের দিকে চেয়ে বললে ঃ

—বন্ধু, আমি দেখছি আপনি আজই শহরে চলে যাবার জন্যে ইচ্ছুক। আর আমার মনিব টেলিমেকাসেরও সেই ইচ্ছে। তবে চলুন, আর দেরি করে দরকার নেই। বেলাবেলি না যেতে পারলে সন্ধ্যায় আবার বেশ ঠাণ্ডা পড়বে।

—তাহ'লে এখুনি রওনা হওয়া যাক্। কিন্তু আমাকে একগাছা লাঠি দিতে হবে যে। শুনেছি, পথটা বড় খারাপ, একটা লাঠি না থাকলে আমার হাঁটতে খুব কষ্ট হবে।

জীর্ণ পোশাক-পরা, এক বুড়ো ভিখিরীর বেশে ওডিসিউস লাঠি নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে শহরের দিকে অগ্রসর হলেন। সঙ্গে চলল শূকর-পালক।

শহরের কাছাকাছি একটা পাহাড়ে পথের ধারে একটা পুকুর। ঝরনার নির্মল জল এখানে জমা হয়। এই পুকুর থেকে শহরবাসী তাদের পানীয় জল সংগ্রহ করে।

এখানে মেলান্থিয়াস নামে একজন শত্রুপক্ষীয় লোকের সঙ্গে ওডিসিউসের দেখা হয়ে গেল।

ওডিসিউস আর শূকর-পালককে দেখেই সে বিশ্রী কতকগুলো গালিগালাজ করলে। তারপর বললে ঃ

—ওরে হতচ্ছাড়া শূকর-পালক! এই ভাগাড়ের মড়াটাকে

BanglaBook.org

কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস? ওকে আমাকে দে! ও আমার ছাগল-ভেড়াগুলোকে দেখতে পারবে।

এই বলেই সে ওডিসিউসের কোমরে একটা লাথি মারল। ওডিসিউস কিন্তু কিছুই বললেন না বা একটুও নড়লেন না, যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

ওডিসিউস একবার ভাবলেন যে লাঠি দিয়ে লোকটার মাথা ফাটিয়ে দেন, আর একবার ভাবলেন তার পাদুটো ধরে তাকে তুলে মাটিতে আছাড় মারেন। শেষে বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন। শূকর-পালক কিন্তু চুপ করে থাকতে পারল না। সে মেলান্থিয়াসের সামনে গিয়ে বললে ঃ

—ওরে হতভাগা, ওডিসিউস ফিরে এলে এর মজাটা টের পাবি।

—ওরে খেঁকি কুকুর! তোর মনিব ওডিসিউস অনেকদিন হোল পটল তুলেছে, তাইতো তার বাচ্চাটাকে এতক্ষণ হয়তো তার প্রাসাদেই জবাই করা হয়েছে। যা—যা—

এই বলে মেলান্থিয়াস প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলল। প্রাসাদে পৌঁছে সে ইউরিসেকাসের কাছে গিয়ে বসল। সে এখন ছাগল-ভেড়ার তদারকি ছেড়ে এই বদমাইশটার মোসাহেবি করে দিন কাটাচ্ছে।

এদিকে ওডিসিউসও শূকর-পালককে নিয়ে প্রাসাদের ফটকের সামনে পৌঁছে গেলেন।

তখন প্রাসাদের মধ্য থেকে ভেসে আসছে বীণার ঝংকার।

ওডিসিউস শূকর-পালকের হাত ধরে বললেন ঃ

—এটাই নিশ্চয় ওডিসিউসের প্রাসাদ! অট্টালিকার পর অট্টালিকা সারিবদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছে। আর প্রাঙ্গণ-বেষ্টিত দেয়াল দেখলে মনে হয় যেন দুর্গের দেয়াল। আর মনে হচ্ছে বহু লোক খেতে বসেছে। আমি নানারকম খাবারের গন্ধ পাচ্ছি।

—আপনি প্রবীণ। আপনার দৃষ্টি কোন দিকে এড়ায় না দেখছি। এখন আমাদের মধ্যে কে আগে ভেতরে যাবে স্থির করুন তো?

BanglaBook.org

—আপনিই আগে যান, আমি ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকি। আমি তো দুঃখকষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত।

যেখানে তাঁরা কথা কইছিলেন, সেখানে একটা কুকুর শুয়ে ছিল। কথাবার্তা শুনে কুকুরটা কান খাড়া করে মাথা তুলল। তার নাম আর্গাস। ট্রয়ের যুদ্ধে যোগদান করার আগে ওডিসিউস এই কুকুরটাকে পালন করতেন আর যখনই শিকারে যেতেন তখন একে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ওডিসিউস চলে গেলে কুকুরটা ছাইগাদা আর জঞ্জালস্তূপের মধ্যে পড়ে থাকত, কেউ তাকে যত্ন করত না। ওডিসিউস-এর উপস্থিতি টের পেয়ে কুকুরটা আনন্দে লেজ নাড়তে লাগল কিন্তু মনিবের কাছে উঠে যাবার তার শক্তি ছিল না।

ওডিসিউস তাকে দেখে শূকর-পালকের অলক্ষ্যে চোখের জল মুছলেন।

শূকর-পালক প্রাসাদের মধ্যে চলে গেলে তিনি যখন কুকুরটাকে আদর করতে যাবেন তখন দেখলেন সে মরে পড়ে আছে।

এতে ওডিসিউস দুঃখে ভেঙে পড়লেন, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। দরজার পাশে চৌকাঠের কাছে তিনি বসে পড়লেন।

রাজকুমার টেলিমেকাসই প্রথমে শূকর-পালককে প্রাসাদের মধ্যে ঢুকতে দেখলেন। ইশারা করতেই সে টেলিমেকাসের পাশে একটা টুল নিয়ে বসল।

বিরাট হলঘরের মধ্যে সবাই তখন পান-ভোজনে ব্যস্ত ছিল। ওডিসিউস আর ফিরে আসবেন না বলে যে-সব রাজবংশীয় যুবক প্রাসাদ অধিকার করবার জন্যে এসেছিল তারা সবাই তখন হৈ-হুল্লোড় করছে, কেবল টেলিমেকাসই একটা টেবিলের কাছে বসে আপনমনে খাচ্ছিলেন। শূকর-পালক সেখানেই বসল।

তার ঠিক পেছনে পেছনে ওডিসিউস হলঘরের বারান্দায় প্রবেশ করলেন। লাঠি নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে যখন তিনি এলেন তখন তাঁকে লোলচর্ম অতি বৃদ্ধ হতভাগ্য ভিক্ষুক বলেই মনে হচ্ছিল। আর

BanglaBook.org

তাঁর গায়ের ওপরে যে জীর্ণ পোশাক ঝুলছিল, তা এতই নোংরা যে দেখলে গা ঘিনঘিন করে।

টেলিমেকাস বেশ বড় একটুকরো রুটি ও খানিকটা মাংস নিয়ে শূকর-পালককে বললেন ঃ

—বুড়ো ভিখিরীকে এটা দিয়ে এসো, আর তাকে এদের সকলের কাছ থেকেই খাবার ভিক্ষে করতে বলো গে।

আদেশমত ওডিসিউসকে বলা হলে প্রার্থনার ভঙ্গিতে ওডিসিউস বলে উঠলেন ঃ

—ঈশ্বর, টেলিমেকাসকে সুখী করুন!

ঠিক যেমন ভিখারীরা নেয়, তেমনি দুটো হাত জোড় করে ওডিসিউস টেলিমেকাসের কাছ থেকে রুটি ও মাংস ভিক্ষা নিলেন এবং যতক্ষণ বাজনা ও গান চলছিল ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে খেলেন।

গান শেষ হলে হলঘরের লোকগুলো উন্মত্তের মত চিৎকার আর হাসাহাসি করতে লাগল। সেই সময় ওডিসিউস দেবী অ্যাথেনীর ইঙ্গিতে উঠে গিয়ে সকলের কাছ থেকে ভিক্ষা চাইলেন।

সকলেই প্রায় কিছু কিছু খাবার দিলে।

কিন্তু ভিখারীটার চেহারা দেখে তারা বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

একজন বললে ঃ

—ভিখারীটা কোথা থেকে এলো?

দলের মধ্যে মেলান্থিয়াসও ছিল। সে বলে উঠল ঃ

—আমি এই ভিখারীটাকে শূকর-পালকের সঙ্গে আসতে দেখেছি। তবে লোকটা কে ও কোথা থেকে এসেছে তা তো জানি না।

তৎক্ষণাৎ অ্যান্টিনাস বলে উঠল ঃ

—হ্যাঁরে পাজী ইউসিয়াস! কেন এটাকে শহরে নিয়ে এলি? শহরে কি ভিখিরী আর ভবঘুরের টান পড়েছে?

BanglaBook.org

শূকর-পালক উত্তর দিলে ঃ

—দেখুন, আপনি ভদ্রবংশে জন্মেও ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখেন নি। যতক্ষণ টেলিমেকাস ও রানী পেনিলোপি প্রাসাদে আছেন, আমি আপনাদের কাউকেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। আপনারা যদি ওডিসিউসের অন্ন ধ্বংস করতে পারেন, ভিখারীই বা তার ভিক্ষে পাবে না কেন ?

টেলিমেকাস তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন ঃ

—যাও যথেষ্ট হয়েছে। এবার চুপ কর।

তারপর অ্যান্টিনাসের দিকে চেয়ে বললেন ঃ

—অ্যান্টিনাস, তুমি ওকে কিছু খাবার দাও। আমাদের খাবারই তুমি রোজ খাচ্ছ, তা থেকে একটুখানি দিলে আমার মা পেনিলোপি কিছুমাত্র রাগ করবেন না।

অ্যান্টিনাস রাগে ফেটে পড়ে বললে ঃ

—যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা !

ঠিক এই সময়ে তার কাছে ভিক্ষা চাইতে এগিয়ে এলেন ওডিসিউস। তিনি বললেন ঃ

—দেখুন, আপনাকে দেখতে ঠিক রাজার মতই মনে হচ্ছে। আপনি কিন্তু আমাকে অপরের চেয়ে একটু বেশী দেবেন। আমি যেখানেই যাব আপনার গুণগান করব।

রাগে গরগর করতে করতে অ্যান্টিনাস বললে ঃ

—আঃ, যত সব আপদ্ ! এই নোংরা জঘন্য লোকটা খাওয়াটাই মাটি করে দিল।

ওডিসিউস সরে গিয়ে উত্তরে বললেন ঃ

—আপনার চেহারার সঙ্গে তো মনের মিল নেই দেখছি মশাই। পরের খাবার থেকেই তো আপনি আমায় দেবেন, নিজের পয়সা তো খরচ হচ্ছে না।

রাগে অন্ধ হয়ে অ্যান্টিনাস ওডিসিউসের মাথা টিপ করে টুল

BanglaBook.org

ছুড়লে। সেটা তাঁর ডান কাঁধে গিয়ে লাগল। কিন্তু তিনি যেমন ছিলেন তেমনই দাঁড়িয়ে রইলেন। আঘাতের ফলে তাঁর দেহের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। কিন্তু তাঁর মনে জ্বলে উঠল প্রতিহিংসার আগুন।

সময়ের অপেক্ষায় তিনি রইলেন।

ধীরে ধীরে তিনি তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বসলেন।

অন্যান্য সকলে এতটা ঘটবে আশা করে নি।

তাই অ্যান্টিনাসের দলেরই একজন যুবক ক্ষোভের সুরে বললে ঃ —অ্যান্টিনাস, ঐ হতভাগাকে মেরে তুমি অন্যায় করেছ। যদি ছদ্মবেশে ও কোন দেবতা হয়? জানোতো, দেবতারা অনেক সময় ছদ্মবেশে আসেন!

কিন্তু অ্যান্টিনাস এসব কথা কানে তুলল না। সে সমানে গালিগালাজ করে চলল।

পিতাকে ওভাবে আঘাত করতে দেখে টেলিমেকাসের বুকে খুব বাজল কিন্তু তিনি মুখে কোন ভাব প্রকাশ করলেন না।

কিন্তু যখন রানী পেনিলোপি শুনলেন যে একজন ভিখারী অতিথিকে আঘাত করা হয়েছে, তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না।

তিনি দাসীদের শুনিয়ে বললেন ঃ

—যে অতিথিকে এভাবে মেরেছে, ঈশ্বর যেন তার শাস্তিবিধান করেন!

দাসীদের সঙ্গে তিনি যখন এ বিষয়ে কথাবার্তা বলছেন, তখন ওডিসিউস তাঁর আহারে ব্যস্ত ছিলেন। রানী শূকর-পালক ইউসিয়াসকে কাছে ডেকে এনে বললেন ঃ

—তুমি ভিখারীকে একবার এখানে আসতে বলো। আমি একবার তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। মনে হয় তিনি অনেক ঘুরেছেন। তিনি হয়তো আমার স্বামীর কথা কিছু কিছু জানতে পারেন।

BanglaBook.org

—রানীমা, আমার কাছে উনি তিন দিন ছিলেন। উনি যে সব কাহিনী বলেছেন তা রূপকথার মত। উনি ওডিসিউসের সঙ্গে নাকি আলাপও করেছেন। নানা দেশ ঘুরে উনি আমাদের এখানে এসেছেন।

পেনিলোপি বললেন ঃ

—তাহলে তাঁকে ডেকে আন। আমি তাঁর কাছ থেকে নিজের কানে সব শুনতে চাই। যদি আজ ওডিসিউস ফিরে আসেন তাহ'লে এই শয়তানগুলোর হাত থেকে রেহাই পাই।

ঠিক এমনি সময়ে টেলিমেকাস হেঁচে উঠলেন আর হাঁচির শব্দে পেনিলোপি হেসে উঠে ইউসিয়াসের দিকে ফিরে আবার বললেন ঃ

—হাঁচি পড়ল দেখছ না, তাঁর ফিরে আসার কথা নিশ্চয়ই সত্যি। যাও, তাঁকে একবার আমার কাছে নিয়ে এসো।

ইউসিয়াস তখন আহারে রত ওডিসিউসের কাছে গিয়ে বললে ঃ

—বন্ধু, রানী পেনিলোপি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি আপনাকে তাঁর স্বামী ওডিসিউস সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করবেন! তিনি খুশী হলে আপনার খাওয়া-পরার কোন ভাবনা থাকবে না।

ওডিসিউস উত্তর দিলেন ঃ

—ওডিসিউসের সব কথাই আমি জানি। রানীকে সেসব জানাতে পারলে অবশ্যই আমি খুশী হবো। তবে আমি এই বদমাইশ লোকগুলোকে ভয় করি। আমাকে যখন সেই লোকটা মারলে তখন কেউ, এমন কি টেলিমেকাসও একটু প্রতিবাদ করল না। তাই বলছি, আপনি তাঁকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলুন। তখন আমি ওডিসিউসের ফেরার সম্বন্ধে আলোচনা করব। দেখছেন তো আমার পোশাকের জঘন্য অবস্থা, তাই রানীর কাছ থেকে দূরে আমাকে আসন দেবেন।

শূকর-পালক পেনিলোপির কাছে ফিরে গেল। তাকে একা ফিরে আসতে দেখেই তিনি চিৎকার করে তাকে বললেন ঃ

—কি হোল? তাঁকে আনলে না? তিনি কি ভয় পেয়েছেন?

BanglaBook.org

ইউসিয়াস বললে ঃ

—সে এসব বদমাইশগুলোর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়। তাই আপনাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছে। আর সেসময় আপনারও সুবিধে হবে।

পেনিলোপি উত্তর দিলেন ঃ

—ভিখিরীটা বেশ বুদ্ধিমান দেখছি।

সংবাদটা দিয়ে ইউসিয়াস টেলিমেকাসকে কানে কানে বললে ঃ

—আমি বিদায় নিচ্ছি। আপনি কিন্তু খুব সাবধান। যে কোন সময়ে বিপদ হতে পারে।

টেলিমেকাস বললেন ঃ

—ঠিক আছে, কাকা। কাল সকালে আবার আসবেন।

শূকর-পালক বিদায় নিলে।

তখন ভোজনকক্ষে গানবাজনা শুরু হয়ে গেছে।

ঠিক এই সময় আর একজন ভিখারীও এসে হাজির হোল। এই ভিখারী কিন্তু ইথাকাবাসীর অতি পরিচিত। ইথাকার সম্ভ্রান্ত ঘরের যেসব যুবক ওডিসিউসের প্রাসাদ দখল করে আছে আর আহারে ও আমোদ-আহ্লাদে টেলিমেকাসের অর্থভাণ্ডার নিঃশেষ করছে, তারা প্রত্যেকেই এই ভিখারীকে চিনতো। তাকে সবাই আইরাস বলে ডাকত।

অদূরে বিরাট ভোজন-কক্ষ। টেলিমেকাস সেখানে আহারে রত।

তিনি শূকর-পালকের হাত দিয়ে ভিখারীবেশী ওডিসিউসকে যে মাংস ও রুটি পাঠিয়ে ছিলেন, আইরাস তা কেড়ে নিয়ে ওডিসিউসকে একটা লাথি মারলে।

—দূর হ, মড়া কোথাকার! আমার ভিক্ষেয় ভাগ বসাতে উড়ে এসে কোথাকার একটা বুড়ো জুড়ে বসেছে!

এই অপমানে ওডিসিউসের চোখ দুটো রাগে জ্বলে উঠল! তিনি বললেন ঃ

BanglaBook.org

—দেখ গালাগাল দেবার আগে একটু ভেবে দেখো তুমি আমার সঙ্গে লড়তে পারবে কিনা। এখনও এই বুড়ো হাড়ে আমি ভেলকি দেখাতে পারি।

এভাবে যখন উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বেশ জমে এসেছে তখন টেলিমেকাসের একজন শত্রু অ্যান্টিনাস হাসতে হাসতে বলে উঠল ঃ

—বন্ধুগণ, এগিয়ে আসুন, তামাশা দেখবেন তো আসুন। এই বুড়ো ভিখারীটা আর আইরাস পরস্পর পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান করছে। আসুন না, ওদের লড়িয়ে দিন।

সকলেই এ কথায় উৎসাহিত হয়ে ছেঁড়া পোশাক-পরা ভিখারী দু'জনের চারদিকে জড়ো হোল। ঠিক হোল, লড়াইয়ে যে জিতবে, তাকে বড় একখণ্ড মাংস আর বড় একখানা রুটি দেওয়া হবে।

সবাই যখন অ্যান্টিনাসের কথায় সায় দিলে তখন চতুর ওডিসিউস বলে উঠলেন ঃ

—কিন্তু দেখুন মশাই, এক বুড়োর সঙ্গে এক যুবকের লড়াইয়ের কোন মানেই হয় না। তবে এই বদমাইশটা আমাকে যখন অপমান করেছে, তখন আমি লড়তে রাজী আছি। তবে আপনাদের শপথ করতে হবে। আপনারা কেউ দুজনের কারুর দলে থাকবেন না।

সকলে আশ্বাস দিলে। রাজকুমার টেলিমেকাস বুড়ো ভিখারীকে বললেন ঃ

—আপনি যদি আইরাসের সঙ্গে লড়তে চান, আপনি স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত মনে তা করতে পারেন। আমি গৃহস্বামী ও এই প্রাসাদের মালিক। আমিও আশ্বাস দিলাম, আপনার কোন ভয় নেই। কেউ কারুর দলে থাকবে না।

ওডিসিউস যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলেন। তাঁর বিরাট ও সুগঠিত উরুদেশ দেখে তো সবাই অবাক্। তাঁর প্রশস্ত বুক ও মাংসপেশীবহুল হাতও সকলের নজরে এল।

BanglaBook.org

টেলিমেকাসের শত্রুপক্ষীয় দল বুড়ো ভিখারীর এরকম আসল চেহারা দেখে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলে।

একজন বলে উঠল ঃ না, আইরাসের জেতার কোন আশা নেই। সে না মারা পড়ে!

আইরাসের শরীরে কিন্তু তখন কাঁপুনি ধরেছে।

অ্যান্টিনাস আইরাসের রক্তশূন্য মুখ দেখে বলে উঠল ঃ

—দেখ আইরাস, এই বুড়োটা তোমাকে যদি হারিয়ে দেয়, তোমার নাক কান কেটে আমি এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেব।

একথায় আইরাসকে লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে আসতে হোল। কিন্তু ওডিসিউস তার ঘাড়ে কানের কাছে এমন আঘাত করলেন যে সে মাটিতে পড়ে গেল। সবাই উল্লাসে চিৎকার করে উঠল।

ওডিসিউস তার পা দুটো ধরে প্রাঙ্গণের ওপর দিয়ে বাইরে ফেলে এলেন। তারপর তিনি তাঁর ছেঁড়া কাপড়জামা তুলে নিয়ে আবার দরজার কাছে গিয়ে বসলেন।

সেদিন রাতে একটা বড় ভোজ হোল। ইথাকার সম্ভ্রান্তবংশীয় সকল যুবকই সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা এই ভোজের আয়োজন করতে লোকজনদের আদেশ দিয়েছিল। ওডিসিউস মৃত ভেবে তারা এই প্রাসাদে জাঁকিয়ে বসেছে। তারাই টেলিমেকাসকে হত্যা করবারও চক্রান্ত করছে।

কিন্তু টেলিমেকাস ভোজের শেষে সকলকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ

—অনেক রাত হয়েছে। আপনারা এবার যে যাঁর বাড়ি চলে যান। আপনাদের তাড়িয়ে দিচ্ছি না। কিন্তু এত রাতে এই হৈ-হুল্লোড়ে আমার মার কষ্ট হয়।

সকলেই অবাক্ হয়ে ভাবলে এভাবে কথা বলার স্পর্ধা টেলিমেকাস কোথায় পেলে!

যাই হোক, তারা একে একে যে যার বাড়িতে চলে গেল। কিন্তু সকলেই অপমানিত বোধ করলে।

BanglaBook.org

চৌদ্দ

সেদিন রাতেই টেলিমেকাস ওডিসিউসকে বিরাট হলঘরে নিয়ে এলেন।

মা পেনিলোপিও সেখানে ছিলেন। তিনি এই ভবঘুরে ভিখারীর কাছ থেকে স্বামীর সংবাদ জানতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

পেনিলোপি প্রথমে ওডিসিউসকে পেট ভরে খাওয়াবার জন্যে কয়েকজন দাসীকে আদেশ করে বললেন ঃ

—তোমরা এঁকে বেশ করে ধুইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার পোশাক দাও। তারপরে খাবার নিয়ে আসবে।

ওডিসিউস সতর্ক হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন ঃ

—আমার ইচ্ছে নয় যে আপনার দাসীরা আমাকে ধুইয়ে মুছিয়ে দেয়। তবে যদি আপনার প্রাসাদে কোন বুড়ী ঝি থাকে, তাহলে অবশ্য আমার আপত্তি নেই।

একমাত্র বুড়ী ঝি ছিল ইউরিক্লিয়া। সে ওডিসিউসকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিল।

পেনিলোপি তাকেই ডাক দিলেন।

—এসো ইউরিক্লিয়া, তুমি এই ভিখারীর হাত-পা ধুইয়ে দাও। উনি তোমার চেয়ে অনেক ছোট, আর তোমার মনিবের অনেক খবর নিয়ে এসেছেন।

জল নিয়ে এসে নিরুদ্দিষ্ট ওডিসিউসের সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করতে করতে ইউরিক্লিয়া তার হাত-পা ধোয়াতে লাগল। সে সময় ওডিসিউস অন্যদিকে মুখ করে মুখটা ঢেকে রেখে ছিলেন। পেনিলোপিও আনমনা হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন।

BanglaBook.org

পা ধোয়াতে গিয়ে বুড়ীর চোখে পড়ল একটা বড় দাগ। একবার একটা বুনো শূকর ছেলেবেলায় ওডিসিউসের পায়ে তার দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল। বহুদিন ভুগেছিলেন ওডিসিউস। সেই কাটা দাগই ওডিসিউসের পরিচয় বয়ে বেড়াচ্ছে।

কাটা দাগটা দেখেই আনন্দে ও বিস্ময়ে বুড়ী এতই বিহ্বল হয়ে উঠল যে হাত লেগে তার পাত্রের জলটা মাটিতে পড়ে গেল, আবেগে কণ্ঠরোধ হয়ে এলো, চোখ জলে ভরে গেল।

সে ওডিসিউসের মুখখানা হাত দিয়ে তুলে বললে ঃ

—বাছা, নিশ্চয়ই তুমি ওডিসিউস। আশ্চর্য! আগে আমি তো চিনতে পারি নি।

পেনিলোপি অন্যদিকে চেয়ে আছেন, তাঁর দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ। তিনি আনমনা হয়ে স্বামীর কথাই ভাবছেন।

সেই সুযোগে ওডিসিউস তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে বুড়ীর গলা চেপে ধরে অন্য হাত নিয়ে তাকে কাছে টেনে আনলেন।

বললেন ঃ

—ধাইমা, তুমি যাকে বুকে করে পালন করেছ, তুমি কি তার সর্বনাশ করতে চাও? ভবঘুরের মত ঘুরতে ঘুরতে সত্যিই আজ আমি উনিশ বছর পরে বাড়ি ফিরেছি। কিন্তু যখন তুমি আমাকে চিনেই ফেলেছ, তখন তুমি মুখ বন্ধ করে থাকবে, এবং একটা লোকও যেন আমার আসার কথা জানতে না পারে।

বুড়ী ঘাড় নেড়ে ওডিসিউসের কথায় সায় দিল।

পরিচ্ছন্ন হয়ে ওডিসিউস গরম হবার জন্যে আগুনের ধারে বসলেন। এবার পেনিলোপি তাঁকে আহার দিতে দাসীদের আদেশ করলেন।

আহার করতে করতে ওডিসিউস পেনিলোপিকে জানালেন ঃ

—আমার ক্রীট দেশে বাস। সেখানেই আমার ওডিসিউসের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি তখন ট্রয় যুদ্ধে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। উনিশ বছর কেটে গেলেও এখনও আমি তাঁর সেই চেহারার বিবরণ দিতে

BanglaBook.org

পারি, আর তাঁর সেই সুন্দর পোশাকের কথা আজও আমার মনে আঁকা আছে।

এই বলে তিনি যে পোশাকের বিবরণ দিলেন, তা শুনে পেনিলোপি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। কেননা পেনিলোপি নিজেই সেই পোশাক ওডিসিউসকে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

পেনিলোপি তাঁর শোবার ঘরে চলে গেলে টেলিমেকাস এসে পিতাকে বললেন ঃ

—আপনি এখানেই আজ রাতের মত কম্বল পেতে শুয়ে পড়ুন। আপনার আদেশমত আমি সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে অস্ত্রাগারে রেখে দিয়েছি। কেবল আমার ও আপনার জন্যে কয়েকটা অস্ত্র বাইরে আছে।

টেলিমেকাস বিদায় নিলেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পনের

রাতে ওডিসিউসের কিছুতেই ঘুম হল না।

কি করে তিনি এতগুলো শত্রুর সঙ্গে একা লড়বেন?

কেবলই এপাশ-ওপাশ করছেন আর একথাই ভাবছেন।

প্রাসাদ-পুরী ক্রমে নিস্তব্ধ হয়ে এলো। সব আলো নিবে গেল। কিন্তু তবুও ওডিসিউসের চোখে ঘুম এলো না।

এমন সময় দেবী অ্যাথেনী স্বর্গ থেকে নেমে এসে একজন মহিলার ছদ্মবেশে তাঁর শিয়রে দাঁড়ালেন।

তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে দেবী বললেন:

—হায়রে হতভাগা, এখনও ঘুমোও নি। কিন্তু কেন? এ কি তোমার বাড়ি নয়? তোমার স্ত্রী-পুত্র কি আপনার নয়?

বিচক্ষণ ওডিসিউস উত্তর দিলেন:

—দেবী, আপনি যা বলছেন, তা সত্যি, তবুও আমার মন শান্ত হচ্ছে না! কেমন করে আমি অতগুলো বদমাইশের সঙ্গে যুদ্ধ করব? আমি যে একা!

—কোনো ভয় নেই তোমার। আমি তো তোমাকে অভয় দিয়েছি। নাও, এখন ঘুমোও।

সকালের আলো দেখা দিতে না দিতেই তাঁর ছেঁড়া পোশাক গুছিয়ে নিয়ে ওডিসিউস দেবরাজ জিউসের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলেন। তারপর বললেন:

—হে দেবরাজ, যখন আপনার দয়ায় আমি ইথাকায় পৌঁছেছি,

BanglaBook.org

তখন আমাকে এমন কোন সংকেত দিন যাতে আমি বু
আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

প্রার্থনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দূর আকাশে বাজের শব্দ শোনা গেল।

ওডিসিউস তা শুনে আনন্দিত হলেন।

আকাশে মেঘ নাই, অথচ এই বাজের শব্দ! এটা জিউসের সংকেত ছাড়া আর কিছুই নয়। ওডিসিউস বুঝলেন শোধের দিন এগিয়ে এসেছে, তাঁর আর কোন ভয় নেই।

ক্রমে একটু বেলা হোল।

প্রাসাদ যথারীতি কাজে ও কলরবে মুখর হয়ে উঠল।

শূকর-পালক ইউসিয়াস এলো, আর তারপরেই মেলান্থিয়াস এ পাল ভাল ভাল ছাগল নিয়ে হাজির। ছাগলগুলো অত্যাচারী যুবকদের খাবার জন্যে আনা হয়েছিল।

ওডিসিউসকে দেখেই সে বলে উঠল ঃ

—এ কি! তুমি এখনও এখানে? এখনও তোমার ভিক্ষে চালাচ্ছ এখানে? মনে হয় তুমি এবার বেদম প্রহার খাবে। কারণ আমি তোমার এই ভিক্ষে করার ধরন ঠিক বুঝতে পারছি না। আর তা ছাড়া তুমি এই একটা বাড়িতেই বা ভিক্ষের জন্যে পড়ে আছ কেন? শহরে কি আর কোন বাড়ি নেই?

ওডিসিউস উত্তর দিলেন না। কিন্তু তাঁর সমস্ত মনটা লোকটার ওপর বিষিয়ে উঠল।

টেলিমেকাসও ঘুম থেকে উঠে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

তারপর বর্শা হাতে নিয়ে আর তরবারি খাপে পুরে যখন তিনি ফটকের কাছে ভিখারীর দিকে যাচ্ছেন, তখন ইউরিক্লিয়াকে দেখে থেমে গেলেন।

তিনি বললেন ঃ

—ধাই-মা, দাসীরা কি অতিথির ঠিকমত পরিচর্যা করেছিল?

BanglaBook.org

—কি আর করব, বাছা! উনি খেলেন বটে, কিন্তু কোন বিছানা না নিয়েই মেঝের ওপর কম্বল পেতে শুলেন।

টেলিমেকাস বর্শাটা দোলাতে দোলাতে বাজারের দিকে যেখানে তাঁর দেশের লোকেরা জড়ো হয় সেদিকে চলে গেলেন।

এই সময় যখন শত্রুরা হাজির হয়ে টেলিমেকাসকে হত্যার বিষয়ে পরামর্শ করছিল তখন একটা অশুভ চিহ্ন দেখে তারা বিমর্ষ হয়ে গেল। তারা স্থির করলে, এখন হত্যা করা হবে না।

কিন্তু তাহ'লেও তারা প্রাসাদের মধ্যে সমানে হৈ-হুল্লোড় করে যেতে লাগল।

টেলিমেকাসকে উপেক্ষা করে তারা তার ভেড়া-ছাগলগুলো খেয়ে খেয়ে সেগুলো প্রায় নিঃশেষ করে এনেছিল।

কিন্তু বেশীদিন আর এরকম অত্যাচার চলল না। একদিন ওডিসিউস টেলিমেকাসকে বললেন ঃ

—এবার সময় হয়েছে। আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। তোমার মাকে গিয়ে এবার বল।

প্রাসাদের এক কোণে রাজ-ভাণ্ডার।

এই ভাণ্ডারের বিরাট পেতলের চাবিটা নিয়ে পেনিলোপি তাঁর শোবার ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

সঙ্গে সঙ্গে দাসীরা চলল।

এই ভাণ্ডারে ধনরত্নাদির সঙ্গে ওডিসিউসের বিশাল ধনুক ও তীক্ষ্ণধার তীর ছিল।

পেনিলোপি টেলিমেকাসের পরামর্শমত সেই ধনুক ও তীর লোকজনের সাহায্যে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে বের করে নিয়ে এলেন।

টেলিমেকাস বারটি লৌহদণ্ড এক সারিতে পুঁতে রেখে শত্রু-দলকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করলেন ঃ

—আপনারা সবাই আমার বাবার সম্পত্তি পেতে চান। আর আমাকেও বধ করতে বাসনা করছেন। কিন্তু এই অকারণ রক্তপাত

BanglaBook.org

না করে আমি একটা প্রস্তাব করছি। এই ধনুকটি দেখছেন। এটি আমার বাবার। তিনি যৌবনে এটা ব্যবহার করতেন। আর এই তীক্ষ্ণধার-ব্রঞ্জের তীর। আপনাদের মধ্যে যিনি এই বারটি সারিবদ্ধ লৌহশলাকা একত্রে বিদ্ধ করে ভূপাতিত করতে পারবেন তিনিই এই প্রাসাদের মালিক হবেন এবং সমস্ত সম্পত্তিও তাঁকে ছেড়ে দিয়ে আমরা বিদায় হবো।

সমবেত সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকই হর্ষধ্বনি করে এই প্রস্তাব সমর্থন করলে।

ঠিক হল, পরের দিন সকালে প্রতিযোগিতা হবে।

রাতে ওডিসিউস টেলিমেকাসকে জানালেন ঃ

—তোমার মাকে ওপরে তাঁর শোবার ঘরে থাকতে বলবে। তিনি যেন কোনক্রমেই তাঁর দরজা খুলে বেরিয়ে না আসেন। ইউরিক্লিয়াকে আদেশ কর, সমস্ত দাসীকে সে যেন ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখে। যখন প্রতিযোগিতা হবে কোন মহিলাই যেন তখন বাইরে প্রাঙ্গণে না থাকে। আমরা দলে আছি ক'জন ?

—আমি, আপনি, শূকর-পালক ও ছাগল-রক্ষক।

—তাদের সবাইকে প্রস্তুত হয়ে এখানে আসতে বোলো।

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে পরদিন আরম্ভ হোল প্রতিযোগিতা।

বেরোবার সব পথ ওডিসিউসের নির্দেশে টেলিমেকাস বন্ধ করে দিয়েছেন। কেবল সদরের ফটকটি খোলা। সেখানেই বসে আছে ভিখারী ওডিসিউস। সেই জীর্ণ, ময়লা পোশাক, সেই ভেঙে-পড়া দেহ।

লৌহশলাকাগুলো পরপর এক সারিতে সাজানো রয়েছে কিনা তা দেখে এসে টেলিমেকাস প্রথমে ধনুকে তীর যোজনা করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন।

কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে তিনি বললেন ঃ

—ওঃ, আমি কি দুর্বল !

BanglaBook.org

তারপর একে একে অন্য যুবকেরা ধনুক বাঁকিয়ে তীর যোজনা করতে চেষ্টা করলে, কিন্তু সবাই ব্যর্থ হলো।

সেই সময় ওডিসিউস ধীরে উঠে এসে একটা ভিক্ষে চাইলেন। তিনি বললেন ঃ

—আমি কি আপনাদের কাছে একটা ভিক্ষে চাইতে পারি? এক সময় আমার হাতে খুব শক্তি ছিল। তারপর দুর্ভাগ্য ও দারিদ্র্যের বোঝা নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে অনাহারে ও অনশনে হয়তো আমার হাতে সে-শক্তি নেই। আমি কি একবার দেখতে পারি আমার হাতে সেই পুরোনো দিনের শক্তি আছে কিনা? আপনাদের অনুমতি চাইছি।

ভিখারীর এই স্পর্ধায় ধনী ও অভিজাত যুবকের দল অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলে।

একজন বলে উঠল ঃ

—বুড়ো হয়ে আর না খেতে পেয়ে লোকটা নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে। যাও না বাবা, বেশ তো খাচ্ছ-দাচ্চ, আবার এ বিষয়ে যুবকদের সঙ্গে পাল্লা দিতে আসছ কেন?

আর একজন বলে উঠল ঃ

—পিপীলিকা পাখা ধরে মরিবার তরে।

কিন্তু টেলিমেকাস বললেন ঃ

—যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তাতে সকলেরই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার অধিকার আছে। এখনও আমি এখানকার মালিক। যাও, শূকর-পালক, ভিখারীকে ধনুকটা দিয়ে এসো।

শূকর-পালক ইউসিয়াস ধনুকটা তুলে প্রাঙ্গণের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওডিসিউসের হাতে তুলে দিয়ে এলো।

ওডিসিউস তাঁর কাটা দাগ দেখিয়ে আগেই তার কাছে আত্ম-পরিচয় দিয়েছিলেন।

ধনুকটা নিয়ে ওডিসিউস একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।

BanglaBook.org

বহুদিন এটার ব্যবহার হয় নি। যদি কোথাও কোন গলদ থাকে এই ছিল তাঁর ভয়।

যুবকের দল হেসে উঠে বললে ঃ

—বাঃ, খুব ওস্তাদ দেখছি তো! ও যেভাবে দেখছে, মনে হয় এ জিনিস ও কখনো জীবনে দেখে নি।

আর একজন বললে ঃ

—ভিখারীটা বোধ হয় ধনুকের একটা কারখানা খুলে ব্যবসা করবে, তাই ভাল করে দেখে নিচ্ছে।

এসব বিদ্রূপে ওডিসিউস মোটেই কান দিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে ধনুকে তীরযোজনা করলেন। যুবকের দল বিস্ময়বিমূঢ়!

তাদের মুখে কথা সরল না। মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

তাঁর পাশেই একটা কাঠের চৌকিতে একটা তীর পড়ে ছিল। বাকী তীর ছিল খোপের মধ্যে।

যে তীরটা পড়ে ছিল, সেইটে তুলে নিয়ে ওডিসিউস তাঁর আসন থেকে না উঠেই সেটা ছুড়লেন। একটা লৌহশলাকা পড়ে গেল। এভাবে খোপ থেকে তীর তুলে একে একে সমস্ত লৌহশলাকা ফেলে দিলেন ওডিসিউস।

তারপর পুত্রের দিকে ফিরে বললেন ঃ

—টেলিমেকাস, তোমার এই অতিথি-ভিখারী তোমাকে লজ্জায় ফেলে নি। আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নি, তীর যোজনা করতেও আমার কষ্ট হয় নি—আর আমার শক্তি আজও অক্ষুণ্ণ আছে। এবার আমোদ-আহ্লাদ করা যাক, গান-বাজনাও চলুক। গান-বাজনা না চললে শুধু শুধু খেয়ে সুখ হয় না।

কথার শেষে তিনি একবার টেলিমেকাসের দিকে চেয়ে ইশারা করলেন। তরবারি ও বর্শা উঁচিয়ে পুত্র পিতার পাশে এসে দাঁড়াল।

ছিন্ন পোশাক ছেড়ে ফেলে এবার ওডিসিউস তীর ধনুক নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

BanglaBook.org

বৈরী যুবকদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে তিনি বললেন ঃ

—একটা প্রতিযোগিতায় আমি জিতেছি। এবার আমার অন্য লক্ষ্য !

এই বলে তিনি অ্যান্টিনাসের দিকে তীর নিক্ষেপ করলেন।

অ্যান্টিনাস এক টুকরো হরিণের মাংস সবেমাত্র মুখে পুরতে যাচ্ছিল। ভোজ আর সংগীতের মধ্যে কেইবা রক্তপাতের কথা ভাবতে পারে !

কিন্তু খাওয়া আর তার হোল না।

ওডিসিউসের তীর এসে তার গলায় বিঁধল। তার হাতের মাংস হাতেই রইল। কাত হয়ে সে পড়ে গেল, তাজা রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো।

অ্যান্টিনাসকে মরতে দেখে অন্যান্য যুবক ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পাগলের মত অস্ত্রের খোঁজে ঘোরাঘুরি করতে লাগল, কিন্তু একটা ঢাল বা বর্শা কিছুই তারা পেলে না।

চিৎকার করতে করতে তারা বললে ঃ

—ওরে ভিখিরি, তোর মরণ ঘনিয়ে এসেছে। ইথাকার সবচেয়ে বড় বংশের ছেলেকে তুই হত্যা করেছিস। তোর মাংস শকুনিরা খাবে।

তারা সবাই ভেবেছিল যে ওডিসিউসের তীর দৈবাৎ অ্যান্টিনাসের গলায় গেঁথে গেছে। তারা জানত না যে তাদের ভাগ্যেও মৃত্যু আসন্ন।

ঘৃণায় ভ্রূকুটি করে ওডিসিউস চিৎকার করলেন ঃ

—ওরে সব খেঁকি কুকুর ! তোরা হয়তো ভাবিস নি যে আমি আবার ট্রয় থেকে ফিরে আসব। তোরা যে এভাবে অত্যাচার চালাচ্ছিস তোদের কি ঈশ্বরের ভয় নেই ?

সকলের মুখ রক্তশূন্য।

ওডিসিউস আবার বললেন ঃ

—আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ আর নাই কর্, তোদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ তোদের করতেই হবে। এ থেকে কারুর রেহাই নেই।

BanglaBook.org

একথা শুনে সকলের বুক কেঁপে উঠল। তাদের পা কাঁপতে লাগল।

তখন একজন শয়তান যুবক বলে উঠল ঃ

—তোমরা সবাই দাঁড়িয়ে থেকে বিনা যুদ্ধে কেন প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছ? এসো, তরবারি বের করে আমরা সবাই যুদ্ধ করি। একবার তাকে দরজার বাইরে পাঠিয়ে দিলেই লোকে চারদিক্ থেকে ওকে ধরে ফেলবে। আর তীরগুলোও তো একসময় শেষ হবে।

এই বলেই শয়তানটা তার তরবারি নিয়ে হুংকার ছেড়ে লাফ মারলে। কিন্তু তরবারি নিয়ে এগিয়ে আসার আগেই ওডিসিউসের তীরে সে নিহত হোল। একটা তীব্র আর্তনাদ করে রক্তমাখা দেহ নিয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল।

ইতিমধ্যে ওডিসিউস টেলিমেকাসকে অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র আনতে পাঠালেন। ঢাল, বর্শা, আর কুঠার নিয়ে তিনি যখন সেগুলো ওডিসিউসের কাছে রাখছিলেন, তখন একদল শত্রু তা দেখতে পেয়ে উন্মুক্ত অস্ত্রাগারের দিকে অগ্রসর হল, কিন্তু ওডিসিউসের প্রখর দৃষ্টি কিছুই এড়াল না। তিনি শূকর-পালক আর ছাগল-রক্ষককে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠিয়ে তাদের কানে কানে কি একটা উপদেশ দিলেন।

তারা তৎক্ষণাৎ অস্ত্রাগারের মধ্যে ঢুকে দেখলে একজন লোক কয়েকটা তরবারি নিচ্ছে। ওরা দু'জনে ঢুকেই দড়ি দিয়ে তাকে পিছমোড়া করে বাঁধলে। তারপর তার দেহে একটা মোটা দড়ি জড়িয়ে একটা থামের ওপর দিকে ছাদের কাছে বেঁধে রেখে এলো। তারপর অস্ত্রাগার তালাবন্ধ করে ওডিসিউসের সামনে এসে দাঁড়াল।

এসে দেখলে প্রায় সব শয়তানই নিহত। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে রক্তের নদী বইছে।

এদিকে ওডিসিউসের তীর নিঃশেষ হয়ে গেছে।

তা দেখে একজন শয়তান বললে ঃ

BanglaBook.org

—ওডিসিউসের হাতে আর তীর নেই। আমরা এখন মাত্র ছ'জন আছি। এসো, আমরা একসঙ্গে বর্শা নিক্ষেপ করি।

ছ'টা বর্শা একসঙ্গে নিক্ষিপ্ত হবার আগেই দেবী অ্যাথেনীর কৃপায় ওডিসিউসের দলের বর্শা গিয়ে লাগল শত্রুদের গায়ে। ওডিসিউস আর টেলিমেকাসের বর্শা দুটো করে শত্রুকে একসঙ্গে গেঁথে ফেলল।

কিন্তু তখনও দু'জন শত্রু বাকী ছিল। এদের মধ্যে লিওডেপ ছিল এই শয়তানগুলোর পুরোহিত। তারা তাকে সঙ্গে করে এনেছিল বিয়ে দেওয়ার জন্যে, কারণ প্রাসাদে অনেক সুন্দরী মহিলা ছিল।

আর একজন ছিল চারণ কবি ফিমিয়াস। তাকে আনা হয়েছিল গান শোনাবার জন্যে।

তার হাতের বীণা হাতেই রইল। তার আর গান গাইবার অবসর মেলেনি।

এরা দু'জনে সোজা চলে এসে ওডিসিউসের পায়ের ওপর পড়ে কাঁদতে লাগল। বললে ঃ

—প্রভু, আমরা নিজের ইচ্ছেয় এখানে আসি নি। আমাদের জোর করে ওরা ধরে এনেছিল।

টেলিমেকাস তাদের কথায় সমর্থন করলেন। ওডিসিউস মৃদু হেসে বললেন ঃ

—মৃত্যুর মুখ থেকে তোরা শুধু বেঁচে গেলি আমার ছেলের জন্যে। যা, প্রাসাদ ছেড়ে এখুনি পালা।

ওডিসিউস এবার একবার প্রাসাদের চারদিকে তাকালেন।

লাশের ওপর লাশ স্তূপাকারে পড়ে আছে। রক্ত আর ধুলোয় সেগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে।

ওডিসিউস বললেন ঃ

—টেলিমেকাস, ধাই-মা ইউরিক্লিয়াকে একবার পাঠিয়ে দাও। তাকে আমার কিছু বলার আছে।

BanglaBook.org

ধাই-মাকে এ-কথা জানানো হলে সে টেলিমেকাসের পিছু পিছু এসে ওডিসিউসের কাছে দাঁড়ালে।

ওডিসিউস তখন মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে। তাঁর সর্বাঙ্গে রক্ত জমাট বেঁধে গেছে।

চারদিকের এই দৃশ্য দেখে ইউরিক্লিয়া একটা উল্লাস-ধ্বনি করতে যাচ্ছিল, এমন সময় ওডিসিউস তাকে এক ধমক দিয়ে বললেন ঃ

—এটা উল্লাসের সময় নয়, ধাই-মা! মৃতদের জন্যে উল্লাস করা গভীর পাপের কাজ। ঈশ্বরের হাতে তাদের শাস্তি হয়েছে। আমায় বল, এখন আমার দাসীদের মধ্যে ক'জন সৎ আর ক'জন অসৎ!

ধাই-মা উত্তরে বললে ঃ

—পঞ্চাশ জন দাসীদের মধ্যে বারজন পেনিলোপি আর টেলিমেকাসকে মানত না। শয়তানদের নির্দেশে শয়তানি করে বেড়ানোই ছিল তাদের কাজ।

—ঠিক আছে। ঐ বারজনকে পাঠিয়ে দাও।

কিছুক্ষণ পরে আর্তনাদ করতে করতে ঐ বারজন দাসী ওডিসিউসের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলে।

ওডিসিউস তাদের কোন কথাই শুনলেন না। তিনি টেলিমেকাসকে বললেন ঃ

—এখনি তুমি শূকর-পালক আর ছাগল-রক্ষককে নিয়ে এই লাশগুলো সরিয়ে ফেল। তারপর ঐ দাসীগুলোকে টেবিল, চেয়ার, দেয়াল ও মেঝে থেকে সমস্ত রক্ত তুলে ফেলে পরিষ্কার করতে আদেশ কর।

কয়েকজন দাসী জল আনলে। আর অন্য কয়েকজন স্পঞ্জ আর জল দিয়ে দেয়াল, মেঝে, টেবিল প্রভৃতি সমস্ত ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেললে। কোথাও কোন রক্তের চিহ্ন রইল না।

যখন সমস্ত বাড়িটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল, তখন ওডিসিউস টেলিমেকাসকে ওই বারজন দাসীকে হত্যা করতে আদেশ করলেন।

BanglaBook.org

একটা মোটা কাছির মত দড়ি দিয়ে টেলিমেকাস ও তাঁর দু'জন কর্মচারী দাসীগুলোকে এমনভাবে ফাঁস দিয়ে থামের সঙ্গে বাঁধলো যে তাদের পা মাটিতে ঠেকল না। ফাঁস তাদের প্রত্যেকের গলায় ছিল। তারপর একটা হেঁচকা টানে তাদের একসঙ্গে মেরে ফেলা হোল।

এভাবে সকল দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দেওয়া হোল।

ওডিসিউস এবার তাঁর প্রিয় ধাই-মার দিকে ফিরে বললেন ঃ

—কিছু গন্ধক নিয়ে এসো, আর আগুন তৈরি কর।

ওডিসিউস গন্ধক পুড়িয়ে প্রসাদের অন্দরে ও বাহিরে ধোঁয়া দিলেন। বেশ খানিকক্ষণ গন্ধক পোড়ানো হলে প্রাসাদের সকল অংশই জীবাণু-শূন্য হল। তখন তিনি ধাই-মাকে ডেকে বললেন ঃ

—যাও, এবার পেনিলোপিকে খবর দাওগে।

* * * *

ওডিসিউস পোশাক পরিবর্তন করলেন।

যখন ওডিসিউস বাগানে তাঁর বাবা লেয়ার্টিসের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তখন বৃদ্ধ গাছে জল দিচ্ছিলেন।

—বাবা!

বলেই ওডিসিউস কাছে দাঁড়াতেই বৃদ্ধ তাঁর ঘোলাটে চোখ দিয়ে বারবার ওডিসিউসের পা থেকে মাথা অবধি দেখতে লাগলেন। তারপর বলে উঠলেন ঃ

—বাবা, কে তোমার বাবা?

এই বলে মাটি থেকে কিছু ধুলো নিয়ে মাথায় দিলেন। প্রায় পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল তাঁর ব্যবহার।

—বাবা, তুমি আমায় চিনতে পারলে না, এই ছাখ।

এই বলে ওডিসিউস পায়ের কাটা দাগ দেখাতেই বুড়োর পুরানো স্মৃতি মনে এলো এবং ওডিসিউসকে কাছে টেনে এনে তাঁর সে কি আকুল কান্না!

এভাবে পিতা-পুত্রের আবার নতুন করে চেনা-পরিচয় হোল।

BanglaBook.org

কিন্তু ওডিসিউস পেনিলোপিকে অত সহজে বিশ্বাস করাতে পারলেন না।

তিনি ওডিসিউসের কাছ থেকে দূরে আসন গ্রহণ করে খানিকটা মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ

—আপনার কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি না। আপনি যে কাটা দাগ দেখালেন, তা তো অনেকেরই থাকতে পারে!

—তবে কিভাবে তোমাকে বিশ্বাস করাব আমি তো বুঝতে পারছি না।

—এমন অনেক কথা আছে যা কেবল স্বামী-স্ত্রীই জানে, আর কেউ জানে না। সেরকম কোন কথা যদি আপনি বলতে পারেন, তাহ'লে আপনাকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে আমার আপত্তি হবে না।

তখন মৃদু হেসে ওডিসিউস বললেন ঃ

—আমাদের শোবার ঘরের খাটটা আমিই লোক ডেকে তৈরি করিয়েছিলুম। আর সেটা এমনভাবে তৈরি যে তার রহস্য যদি কারু জানা না থাকে, তাহ'লে সেটাকে নড়ানো যাবে না।

ওডিসিউসকে আর কিছুই বলতে হলো না।

পেনিলোপি স্বামীর কাছে সরে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

আনন্দের অশ্রুধারা তাঁর গাল বেয়ে গড়াতে লাগল।

ওডিসিউসের চোখেও এল জল।

দীর্ঘ উনিশ বছর পরে এই তাঁদের প্রথম মিলন। সমস্ত দেশ জুড়ে আনন্দের স্রোত বয়ে গেল।

———

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG